

**College Form No. 4**

**This book was taken from the Library on the date  
last stamped. It is returnable within 14 days.**

---

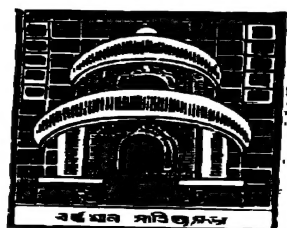
**TAPA—17-2-61—10,000**

বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী

# বিজ্ঞাপতি-গোষ্ঠী

## ও গীতিত্রিংশতিকা

শ্রীমুকুমার সেন



সাহিত্য-সভা  
বঙ্কিমান

প্রকাশক :  
শ্রীকালীপদ সিংহ, এম্-এ,  
সচিব সাহিত্য-সভা  
বর্ধমান, ১৩৫৪

মূল্য আড়াই টাকা

মুদ্রাকর :  
শ্রীত্ৰিদিবেশ বসু, বি. এ.  
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্  
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

সাহিত্যসভার অধ্বেষ সভাপতি, ছাত্রবংসল অদীনপুণ্য আচার্য্য  
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিবর্ষ-বয়ঃপূর্তি  
উপলক্ষ্যে এই গুরুপূজাঞ্জলি অর্পিত হইল ॥

যদত্র পুণ্যং তদ্ভবত্চাচার্য্যোপাধ্যায়-  
মাতাপিতৃপূর্ব্বঙ্গমং কৃত্বা নিধিল-  
সত্ত্বরাশেরমুস্তরজ্ঞানফলাবাপ্তয়ে ॥



ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বছর ধরে মিথিলা-মোরঙ্গ-নেপালের রাজসভার আশ্রয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল বিজ্ঞাপতি-রহস্যের গ্রন্থিমোচন উপলক্ষ্যে তার কতকটা ধারাবাহিক ইতিহাস দিতে চেষ্টা করেছি। বাংলার সঙ্গে এই সব দেশের ঘনিষ্ঠ সংযোগসূত্র বার করবার চেষ্টা করেছি। পূর্বভারতের এই প্রান্তে ত্রয়োদশ-শতাব্দীর স্বল্পজাত ইতিহাসের কোন কোন বিষয়ের আলোচনাও কবেছি। গীতিত্রিংশতিকা অংশে মিথিলা-মোরঙ্গ-নেপালে লেখা মৈথিল ও ব্রজবুলি কবিতার যথাসম্ভব খাটি নিদর্শন দিয়েছি। কবিতাগুলি সবই গতানুগতিক ধরণের নয়।

মুসলমান-অধিকারের আগে পূর্বভারতের এই প্রান্তগুলি সংস্কৃতিতে ও ভাষায় প্রায় একই ছিল। ত্রয়োদশ শতকের পরেও অনেককাল ধরে মিথিলা-মোরঙ্গ-নেপাল বৃহত্তর বাংলার বাইরে ছিল না। নেপালের পার্বত্য নীড়ে সুরক্ষিত হয়েই তবে বাংলার প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির মঞ্জুষা ধ্বংসের হাত এড়িয়ে এসেছে। বাংলার সবচেয়ে পুরানো পুথিগুলি—এত প্রাচীন পুথি ভারতের আর কোথাও পাওয়া যায় নি—নেপালেই ছিল এবং কতক এখনো আছে। এরকম দুটি পুথির প্রতিলিপি দেওয়া গেল। এ দুটি এখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, এবং আশা করি স্বাধীন ভারতে অচিরে ফেরৎ আসবে।

প্রথম প্রতিলিপিটি প্রজ্ঞাপারমিতার পুথি, একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহীপাল-দেবের পঞ্চম রাজ্যাব্দে লেখা কোন এক প্রবরমহাযানযায়ী শাক্যভিক্ষুর ব্যবহারের জন্তে। পুথি নকল করবার খরচ যুগিয়েছিলেন বহুভূতির কণ্ঠা লাডাকা। লেখা হওয়ার পরেও অনেককাল ধরে পুথিটি বাংলাদেশেই ছিল, কেননা মাঝে মাঝে মাজিনে পরবর্তী কালের হাতের একাধিক ছাঁদে লেখা টিপ্পনী আছে। এইকথা বেগল্ বলেছেন। মনে হয় মুসলমান-অভিযানের সময়েই এই মূল্যবান সচিব পুথিখানি নেপালে পৌছেছিল। সেকালের ভিক্ষু-সন্ন্যাসী-কবি-পণ্ডিতেরা প্রাণ সহজে দিতেন কিন্তু জীবন থাকতে পুথি নষ্ট হতে দিতেন না। সপ্তদশ শতকের এক কবি দেউল-দেহারী ধ্বংসের বর্ণনায় বলেছেন, “পুথি হাথে কর্যা কত দেয়াসি পলায়”।

দ্বিতীয় প্রতিলিপিখানি যে পুথির সেটি লেখা হয়েছিল ষাটশ শতাব্দীর একেবারে শেষে, ভগ্নাবশেষ পাল-সাম্রাজ্যের শেষ উত্তরাধিকারী মগধের রাজা গোবিন্দপালদেবের অষ্টত্রিংশ রাজ্যাব্দে। পুথি যখন লেখা হয় তখন গোবিন্দপালদেব রাজ্যভ্রষ্ট অথচ অল্প কেউ একচ্ছত্র হয়ে রাজসিংহাসন দখল করে নি। তাই লিপিকর, কায়স্থ শ্রীগয়াকর, লিখেছেন,—“শ্রীমদগোবিন্দপালদেবানাং বিনষ্টরাজ্যে অষ্টত্রিংশৎসংবৎসরে অভিলিখ্যমানঃ”। খাস বাংলাদেশে তখন বুদ্ধ লক্ষ্মণসেনদেবের রাজ্যকাল চলছে। তখনো হয়ত জয়দেব জীবিত। তাঁর গীতগোবিন্দের মূল পুথি পাওয়া গেলে তাতে এই রকমই হাতের লেখার দেখা যেত। আধুনিক বাংলা অক্ষরের ঢঙ তখনই বেশ ফুটে উঠছে।

এই সঙ্গে গয়াকরের নকল করা আরও দুটি পুথি পাওয়া গেছে, একটি এক বছর আগে অপরটি এক বছর পরে লেখা। শেষের পুথিটি পণ্ডিতাচার্য্য শ্রীকান্ধপাদের রচিত ‘যোগরত্নমালা’, হেবজ্ঞতত্ত্বের টীকা।

গয়াকরের পরম্পরা মগধে অনেক দিন চলেছিল। এঁর আড়াইশ বছর পরেও আর একজন বাঙালী কায়স্থ স্থানিগুণ লিপিকর-চিত্রশিল্পীর সন্ধান পাচ্ছি। ইনি ছিলেন মগধের ঝার গ্রামের পত্তনিদার ( “মগধদেশীয়-ঝারগ্রাম-সাসনিক” ) এবং কেরকী গ্রাম-নিবাসী করণ-কায়স্থ শ্রীজয়রাম-দত্ত। কালচক্রতত্ত্বের একটি সচিত্র পুথি ইনি লিখে ( এবং এঁকে ) দিয়েছিলেন প্রবরমহাযানযায়ী শ্রীমৎ শাক্যভিক্ষু জ্ঞানশ্রীর জন্তে।

মিথিলার শেষ অবহট্ট-কবিবিদ্যাপতি নন। এঁর প্রায় আড়াইশ-তিনশ বছর পরেও এক মৈথিল কবির লেখা একটি অবহট্ট পদ পাইছি। ইনি হচ্ছেন আনন্দ-বিজয়-নাটিকার লেখক সরসস্বামী। নাটকের উপক্রমে অবহট্ট ছড়ায় কবির পোষ্টার বংশপরিচয় আছে। বিরুদ্ধ পাঠ যতটা সম্ভব উদ্ধার করে দিচ্ছি।

তক-পঞ্চঅ-অকর-অকন্তঅরো (৭) সুই-পণ্ডিও

তীঅ সিস্ মহেস লকথগবেস- আগই-মণ্ডিও।

জীঅ জুস্তি-বখান সম্বহপাণ বট্টিঅ দগ্নআ

বীসমেই সমথ পণ্ডিঅ-সথ মানস-ছগ্নআ।



তীঅ পুত্ৰ কইন্তকম্ম-সুহাসমুদ- [ বরো ]  
 সুহ-তীরহতি-সমখভুব-বেরিপক্খ-ভয়ংকরো ।  
 তীঅ সুও পুরিসোত্তমো সো অহীরথানি লুট্টিআ  
 সগগ-মত্ত-পআলহিঅঅং জীঅ কিত্তি তরণ্ডিআ ।  
 দুবীঅ পুত্ৰ নরাঅণো গরগাহ-লক্খণ-লক্খিও  
 জীঅ কম্ম বিপক্খ-লাঅ বি নেত-নীৰ ন সুক্খিও ।  
 তীঅ সোঅর রাম-ভূপই দান কল্প-গরেসরা  
 দুবীঅ সোঅর স্তাম-পণ্ডিঅ কম্ম ধম্মিঅ-সেহরা ।  
 ধম্মকম্মগরিট্ঠ তীঅ কনিট্ঠ সুন্দর-ভূবঈ  
 জীঅ রুঅ-বিলাস-তন্তি-সমুদ মজ্জই জুবঈ ।  
 জখ সুরতান [ সব-কজ্জ-ভার ] সমল্লিঅ সখআ  
 জেন সাহিঅ অল্ল তিল্লি রাএসলাই অসদ্ধআ ॥

একে আনাড়ি রচনা তায় অনভিজ্ঞের লিপি । তবে যে-পাঠ উদ্ধার করা গেল  
 তাতেই কাজ চলে যাবে ॥







## সূচি

ভূমিকা	ক
বিজ্ঞাপতি-গোষ্ঠী	
১ বিজ্ঞাপতি-আলোচনার ইতিহাস	৩
২ একাধিক বিজ্ঞাপতির অন্তিম নির্দেশ	৫
৩ মিথিলায় শ্রোত্রিয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা	৭
৪ মিথিলা রাজসভায় বিজ্ঞাপতির গ্রন্থকর্ম	১৩
৫ বিজ্ঞাপতি-পদাবলীর ভনিতা-বিচার	২২
৬ বিজ্ঞাপতি-পদাবলীতে অগ্র কবির রচনা	৩২
৭ মিথিলা-নেপাল-মোরঙ্গ রাজসভায় নাটকচর্চা ও বিজ্ঞাপতির নাট্যরচনা	৩৭
৮ মোরঙ্গ রাজসভায় গীতিকবিতা	৪৫
৯ নেপাল রাজসভায় সাহিত্যচর্চা ও বাংলা-মৈথিল গীতিকবিতা	৪৮
১০ রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত গীতি কবি ও মিথিলায় বাংলা-ব্রজবুলি	
গীতিকবিতা	৫৩
১১ বিজ্ঞাপতির পদাবলী ও সমসাময়িক গীতিকবিতা	৫৮
গীতিত্রিশতিকা	৬৩
দীপিকা	৮৫
বিজ্ঞাপতির অবহট্ট কবিতাসম্ম	৯১
অনুবাদ	৯৭
মীরার দুটি পদের অনুবাদ	৯৯
সংকেত	১০০
নির্ঘণ্ট	১০১



# বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী







१

वक्रैरसममुवठाऽवक्रैरसिगठठायाव। असमोयसिगठठायाव  
 आ० क० ५५० यम० ११० ११० ३० अ० अ० ११० ३० अ० अ० ११० ३०  
 ० बुद्धा बोधोदयमक्रावक्रैरसिगठठायाव। असमोयसिगठठायाव  
 न्यायेनाक्रावक्रैरसिगठठायाव। असमोयसिगठठायाव  
 न० म० ११० ३० अ० अ० ११० ३० अ० अ० ११० ३० अ० अ० ११० ३०  
 ० यथा १० ३० अ० अ० ११० ३० अ० अ० ११० ३० अ० अ० ११० ३०

२







১

চণ্ডীদাস-বিজ্ঞাপনকে বাঙালী বৈষ্ণব একযোগে স্বরণ করে এসেছে প্রায় পাঁচ শ বছর ধরে। বৈষ্ণব-বাড়ীর সন্তান নয় এমন সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর কাছে বৈষ্ণব গীতিকাভাণ্ডার উদ্ঘাটিত হল বিগত শতাব্দীর মাকের দিকে। সেই সূত্রে বিজ্ঞাপতির সঙ্গে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীর প্রথম পরিচয় ঘটল। এই পরিচয়ের দূত হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৮৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিবিধার্থসংগ্রহে তাঁর একটি ছোট প্রবন্ধ বেরিয়েছিল ‘বঙ্গভাষার উৎপত্তি’ নামে। তাতে বৈষ্ণব-কবিদের আলোচনা প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপতির ভূমিতায় একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছিল। তারপর বিজ্ঞাপতির উল্লেখ এবং এক-আধটি পদ উদ্ধৃত দেখা যায় হরিমোহন মুখোপাধ্যায়েব কবিতারিতে ( ১৮৬৯ ), মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গভাষার-ইতিহাসে ( ১৮৭১ ), বালক রবীন্দ্রনাথের স্কুলের শিক্ষক এবং তাঁহার কাব্যচর্চার অত্যন্ত প্রথম পরিপোষক, নর্মাল স্কুলের পদার্থবিজ্ঞাপন্যাপক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাঙ্গালী-সাহিত্যসংগ্রহে ( ১৮৭২ ) এবং রামগতি ঝায়রত্নের বাঙ্গালী ভাষা-ও-সাহিত্যবিষয়ক-প্রস্তাবে ( ১৮৭২-৭৩ )। এর পরে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জগদ্বন্ধু ভট্টের মহাজন-পদাবলী ( ১৮৭৪-৭৫ ), অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ ( ১২৮৫ ) এবং সারদাচরণ মিত্রের বিজ্ঞাপতির-পদাবলী ( ১২৮৫ )। এঁরা সবাই ধরে নিয়েছিলেন যে বিজ্ঞাপতি বাঙালী কবি।

বিজ্ঞাপতির বাঙালীতে সংশয় তুললেন জন্ বীম্ ইণ্ডিয়ান-অ্যাস্টিকোয়ারি পত্রিকায় ( ১৮৭৩ ) প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে। তারপরে বার হল বঙ্গদর্শনে ( জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ ) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বেনামি প্রবন্ধ ‘বিজ্ঞাপতি’। বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় যথার্থ প্রভু-গবেষণা এই প্রবন্ধে প্রথম দেখা গেল। মিথিলায় থেকে অনুসন্ধান করে বিজ্ঞাপতি সন্ধে যে সব তথ্য রাজকৃষ্ণ প্রকাশ করলেন এই প্রবন্ধে তা তার অনুবর্তীদের অবশ্যগ্রাহ্য হয়ে এসেছে। গ্রীষ্মন রাজকৃষ্ণেরই পদবী অনুসরণ করেছেন তাঁর মৈথিল-ক্রেষ্টোম্যাথিতে ( ১৮৮২ ) এবং প্রবন্ধে ( ইণ্ডিয়ান-

অ্যাটিকোয়ারি ১৮৮৫, ১৮৯৯)। রাজকৃষ্ণ জ্ঞানিয়ে দিলেন মিথিলায় বিদ্যাপতির নামে এমন পদও প্রচলিত আছে যা বাংলাদেশে পাওয়া যায় নি।

এরকম অনেকগুলি পদ গ্রীষ্মন প্রকাশ করলেন ক্রেটোম্যাথিতে। এই পদগুলি নিয়ে এবং পদকল্পতরু-পদামৃতসমুদ্র-কীর্তনামৃত প্রভৃতি পদসংগ্রহ গ্রন্থ থেকে ব্রজবুলি পদগুলি বেছে নিয়ে একত্র করে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সঙ্কলন করলেন বিদ্যাপতি-পদাবলী (১৩১৬) সারদাচরণ মিত্রের সঙ্কলনের নতুন সংস্করণ রূপে। নগেন্দ্রনাথ যদি বিদ্যাপতি-ভনিতার পদগুলি শুধু নিতেন তবে বলবার কিছু থাকত না। অনিবিচারে কবিরঞ্জন-কবিরাজ ইত্যাদি ভনিতার ভালো ভালো পদগুলি বিদ্যাপতির বলে চালাতে গিয়ে তিনি ভিজ্ঞে কল্ল ভারি করে দিয়েছেন। নগেন্দ্রনাথের সঙ্কলনের ভার-বৃদ্ধি হয়েছে অমূল্যচরণ বিদ্যভূষণের হাতে। তিনি (এবং তাঁহার সহযোগী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র) নগেন্দ্রনাথের সঙ্কলনপদ্ধতিতে সংশয় প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, বাছাই কাজে বেশি দূর অগ্রসর হতে সাহস করেন নি।

বিদ্যাপতির কালনির্ণয়ে নগেন্দ্রনাথ (ও তাঁর অনুবর্তীরা) রাজকৃষ্ণ-গ্রীষ্মনের অতিরিক্ত কিছু বলতে পারেন নি। উপরন্তু অর্বাচীন পাঠের ও অমূলক জনশ্রুতির উপর আস্থা স্থাপন করে বিদ্যাপতিকে অসম্ভাবিতরূপে দীর্ঘজীবী অনুমান করতে বাধ্য হয়েছেন। এই গলদ লক্ষ্য করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কীত্তিলতার ভূমিকায় তা দ্রষ্টব্য। কিন্তু তিনিও প্রমাণগুলির প্রামাণ্য যাচাই না কবে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্বরে স্বর মিলিয়ে গেছেন। বিদ্যাপতির কালনির্ণয়ে হরপ্রসাদ নিজেরই সংগ্রহীত তথ্য—যা আমি এই আলোচনায় কাজে লাগিয়েছি—ব্যবহার করতে পারেন নি। তা ছাড়া বাঙালী বিদ্যাপতির অন্তিত্বও উপেক্ষিত হয়ে এসেছে, যদিও বহুকাল পূর্বে (১৯০৫) শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত এই কবির প্রতি শিক্ষিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের পূর্বে মিথিলায় লেখা কোন বইয়ে বা পুথিতে বিদ্যাপতির কবিতার উল্লেখ নেই। বাংলায় চণ্ডীদাসেরও প্রায় সেই দশা। কবিদ্বয়ের মধ্যে আরও একটু মিল রয়েছে। চণ্ডীদাসের মত বিদ্যাপতিরও বহুস্থ-স্বীকার অপরিহার্য হয়েছে।

বৃহস্পতি বাচস্পতি ইত্যাদির মত বিদ্যাপতি শব্দটিও খুব পুরানো, যদিও বৈদিক এবং ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যে মেলে নি। শব্দটি বৈদিকের চেয়েও প্রাচীন, কেননা এটি প্রাচীন ঈরানীয় ভাষায় পাওয়া গেছে। আবেস্তায় সোমদেবতাকে সম্বোধন করা হয়েছে “বএত্রাপইতে” (অর্থাৎ বিদ্যাপতে) বলে। অর্বাচীন সংস্কৃতে “বিদ্যাপতি” প্রথম পাই কবির নাম রূপে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই বিদ্যাপতি কবি মিথিলার সঙ্গে একেবারে সম্পর্কশূন্য ছিলেন না। ইনি ছিলেন কর্ণদেবের সভাকবি। এঁর লেখা পাঁচটি শ্লোক সত্ব্তিকর্ণায়ুতে সঙ্কলিত আছে।<sup>১</sup> একাদশ শতাব্দীতে কর্ণদেব ও তাঁর পিতা গাঙ্গেয়দেব<sup>২</sup> তীরভুক্তি ও পশ্চিম বাংলা অবধি রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। কর্ণদেবের একটি ছোট প্রত্নলিপি পাওয়া গেছে বীরভূম-সীমান্তে পাইকোড়ে।

মৈথিল কবি দ্বিতীয় বিদ্যাপতিই আসল অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি বললে সকলে এঁকেই বুঝেন। এঁর পরেও বিদ্যাপতি নামে বা বিরুদ্ধে একাধিক কবি ছিল, বাংলাদেশে এবং মিথিলায়। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে শ্রীখণ্ডের এক কবি বিদ্যাপতি-ভনিতায় পদ লিখে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বিদ্যাপতিব ভনিতায় বাংলা রাগাঙ্গিক পদ বহু পাওয়া গেছে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি এক বাঙালী কবি বিদ্যাপতি সত্যনারায়ণের-পাঁচালী কাব্য লিখেছিলেন। গ্রীষ্মস্নেহের সংগ্রহে মৈথিল কবি জয়রামের দুটি পদ আছে।<sup>২</sup> ভনিতায় কবির নামের সঙ্গে বিদ্যাপতি বিরুদ্ধ আছে, “ভগর্হি বিদ্যাপতি কবি জয়রাম”।

বাংলায় যেমন নরহরি-জ্ঞানদাস-লোচন ইত্যাদির ভালো ভালো পদ পরবর্তী কালের কীর্ত্তিনিয়াদের মুখে এবং আখরিয়াদের কলমে “কহে চণ্ডীদাসে” ছাপ পেয়ে

১ ১০৭৬ সংবতে “মহারাজাধিরাজ-পুণ্যাবলোক-সোমবংশোদ্ভব-গরুড়বজ্র-শ্রীমদগাঙ্গেয়দেব-ভুজ্যমান-তীরভুক্তো কল্যাণবিজয়রাজো” “কায়স্থপণ্ডিত” শ্রীগোপতি “নেপালদেশীয়” শ্রীআনন্দের জন্যে রামায়ণের পুথি লিখেছিলেন।

২ একটি পদের রূপান্তর ভোল ঝা সঙ্কলিত মিথিলা-গীতসংগ্রহ প্রথমভাগে আছে। সেটিকে নতুন পদ মনে করে অমূল্যচরণ বিভ্রাতৃষণ বিদ্যাপতি-পদাবলীর মধ্যে নিয়েছেন ( ৭৮৩ )।

এসেছে মিথিলায়ও তেমনি অনেক পদ “ভনই বিজ্ঞাপতি” মার্ক নিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। ‘বাংলার বৈষ্ণবসমাজে জয়দেব-পদ্মাবতীর নজিরে ও চণ্ডীদাস-রামীর আদর্শে বিজ্ঞাপতি-লছিমার রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী খাড়া হয়েছিল প্রায় তিন-চার শতাব্দী আগে। যখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখলেন যে শ্রীচৈতন্য ভালো বাসতেন “চণ্ডীদাস-বিজ্ঞাপতি-রায়ের নাটক-গীতি” শুনতে তখন সহজপন্থী বৈষ্ণব সাধকরা বিজ্ঞাপতিকে তাঁদের একজন সিদ্ধাচার্য্য বানিয়ে নিলেন অনায়াসে।

কবি-সাধকসমাজের বাইরেও একজন বাঙালী বিজ্ঞাপতি ছিলেন। ইনি একটি চিকিৎসাগ্রন্থ লিখেছিলেন ( ১৬৬১ ) ‘বৈদ্যরহস্য’ নামে।<sup>১</sup> এই বিজ্ঞাপতির বাপের নাম বংশীধর।

<sup>১</sup> মিত্র ১৪৮০।

বিজ্ঞাপতির জীবৎকাল নির্ধারণ করতে গেলে প্রথমে আবশ্যক তাঁর পোষ্টা বাজা-জমিদারদের শাসন-কাল ঠিক করা। “মহামহোপাধ্যায় সংঠকুর” শ্রীবিজ্ঞাপতি কামেশ্বর রাজপণ্ডিতের একাধিক বংশধরের সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। এঁদের কাল ও পৌরাণিক্য নির্ভর করছে প্রধানত বিজ্ঞাপতির সংস্কৃত ও প্রাকৃত (অবহট্ট) রচনার উপর। অতএব বিজ্ঞাপতির রচনাসূত্র অনুসরণ করা যাক।

কার্ণাট-বংশীয় হরসিংহদেব (বা হরিসিংহদেব) ছিলেন মিথিলার শেষ স্বাধীন ভূপতি। এঁর রাজধানী ছিল সিমরাওন-গড়। বাংলা মুসলমান-শক্তির ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হবার শতাব্দিক বংসর পরেও যে রাজবংশ পূর্ব-ভারতের বৃহত্তম ভূখণ্ডে হিন্দুর স্বাধীনতা অটুট রাখতে পেরেছিল তার শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন এই শেষ রাজা, সেনবংশের চুড়ামণি লক্ষ্মণসেনদেবের মতই। লক্ষ্মণসেনের মত হরসিংহও কাব্যগীতিরসের বোদ্ধা ছিলেন। বিজ্ঞাপতির পুরুষপরীক্ষার একটি গল্পে হরসিংহদেবের সঙ্গীতকলাজ্ঞানের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। সেকালে উত্তরাপথের শ্রেষ্ঠ হিন্দু রাজা ছিলেন ইনি, তাই একে কবিরা “হিন্দুপতি” বলে অভিনন্দিত করে গেছেন। দিল্লীর সুলতান ঘিয়াসু-দ্-দৌনের সঙ্গে শেষ সংঘর্ষে (১৩২৩-২৪) পরাজয়ের ফলে তীরভুক্তি হরসিংহদেবের হস্তচ্যুত হয়। নেপাল-তরাইয়ে এঁর বংশ রাজত্ব করতে থাকে। এঁর সঙ্গে যে-সব কবি-পণ্ডিত-শুণী ছিলেন তাঁরা এবং তাঁদের বংশধররা নেপালেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। হরসিংহদেবের বংশের সঙ্গে নেপাল-রাজবংশের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল বিবাহসূত্রে।

হরসিংহদেবের সাক্ষিবিগ্রহিক মহামন্ত্রী মহামহন্তক ঠকুর চণ্ডেশ্বর বড় পণ্ডিত ছিলেন। এঁরা বংশানুক্রমে রাজমন্ত্রী,—পিতা মহাসাক্ষিবিগ্রহিক ঠকুর বীরেশ্বর, পিতামহ মহাসাক্ষিবিগ্রহিক ঠকুর দেবাদিত্য, পিতৃব্য মহামহন্তক

গণেশ্বর ( যিনি ‘স্বগতিসোপান’<sup>১</sup> ও ‘দানপদ্ধতি’<sup>২</sup> লিখেছিলেন ), পিতৃব্যপুত্র মহামহত্ত্বক মন্ত্রী রামদত্ত ( যিনি লিখেছিলেন যজুর্বেদীয় ‘বিবাহাদিপদ্ধতি’<sup>৩</sup> ) । চণ্ডেশ্বরের লেখা বা লেখানো অনেকগুলি স্মৃতিনিবন্ধ আছে<sup>৪</sup>। সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রাজমন্ত্রীরা সৈন্যদ্বিপত্যও কবতেন । চণ্ডেশ্বরও হরসিংহদেবের বিজয়বাহিনীর নেতা হয়েছিলেন একাধিকবার । এঁর প্রশংসিকার কবি লিখেছেন, মস্ত্রিরত্নাকর যখন সমরে অগ্রসর হতেন তখন হস্তিবল চমকিত হওয়ায় বঙ্গ-সৈন্য রণে ভঙ্গ দিত, কামরূপ-সেনা বিরূপ হত, চীনেরা কুঞ্জে বিলীন হত, লাটেরা পলায়নপর হত, ইত্যাদি ইত্যাদি ।

বঙ্গাঃ সংজাতভঙ্গাশ্চকিতকরিঘটাঃ কামরূপা বিরূপা-

শচীন কুঞ্জাদিলীনাঃ প্রমুদিতবিলসং [ কিঙ্কিণীকাঃ কিরাতাঃ ] ।

নেপালাদ্ ভূমিপালাদ্ ভুজবলদলিতাশ্চ চলাটাশ্চ লাটাঃ

কর্ণাটাঃ কেন দৃষ্টাঃ প্রসরতি সমরে মস্ত্রিরত্নাকরশ্চ ॥

হরসিংহদেবের রাজ্যকালেই মহামন্ত্রী চণ্ডেশ্বর রাজ্যের প্রায় সমান মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন । তার পরিচয় পাই “রস-গুণ-ভূজ-চন্দ্রেঃ সংমিতে শাকবর্ষে” ( = ১৩১৪ ) বাগমতী-তীরে এঁর তুলাপুরুষ-দানে । পরবর্ত্তী কালে চণ্ডেশ্বরের এই কীর্ত্তি হরসিংহদেবের খ্যাতিকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল পণ্ডিতসমাজে ।

চণ্ডেশ্বর তাঁর পরিজনদের নিয়ে হরসিংহদেবের অনুগমন করেছিলেন নেপাল-তরাইয়ে । তবে তাঁর জ্ঞাতিরা কেউ কেউ দেশেই রয়ে গিয়েছিলেন । এঁদেরই একজন—রাজপণ্ডিত কামেশ্বর যিনি হরসিংহদেবের একজন সভাসদ ছিলেন—তীরভুক্তিতে নবাগত মুসলমান-শক্তির আত্মকূল্য ও আত্মগত্যা করে হরসিংহের ভ্রষ্ট রাজ্যাংশের কিছু অধিকার পেয়েছিলেন । কামেশ্বরের পুত্র ভোগেশ্বর ( বা ভোগেশ ) ফৌজ-শাহ তুঘলককে বাংলা-অভিধানে সহায়তা করেছিলেন বলে “রাউ” অর্থাৎ “রায়”<sup>৫</sup> উপাধি পেয়ে কতকটা যেন আত্মগত্যাভাবে রাজসিংহাসন

<sup>১</sup> লিপিকাল ল-সং ২২৪ ( = ১৩৪৩ ) । <sup>২</sup> ই ২৭১৫ । <sup>৩</sup> লিপিকাল ল-সং ৪১৪ ( = ১৫৩৩ ) ।

<sup>৪</sup> ভোগেশ্বরের নাতিরা “রায়” উপাধি ছেড়ে রাজ্যোচিত “সিংহ” পদবী নিয়েছিলেন ।

লাভ করেছিলেন। তবে সে সিংহাসন স্বাধীন-রাজার নয়, সামন্ত-রাজার বা জমিদারের। বিজাপতি কীর্তিলতায় ভোগেশ্বর সম্বন্ধে লিখেছেন যে প্রিয়সখা বলে ডেকে ফীরুজ-শাহ তাঁকে সংবন্ধিত করেছিলেন, “পিঅসখ ভণিঅ পিরোজ-শাহ সুরতান সমানল”।

ভোগেশ্বরের দুই পুত্র, গণেশ্বর ( বা গণেশ ) এবং ভবেশ্বর ( বা ভবেশ )। কীর্তিলতা অনুসারে ভোগেশ্বরের মৃত্যু হয় ২৫১ লক্ষণ-সংবতে (— ১৩৭০ )।<sup>১</sup> পিতার মৃত্যুর পর দু ভাই রাজ্য ভাগ করে নিয়েছিলেন, অথবা নেপাল-মোরঙ্গের প্রথমত দু ভাই একত্র অধিকার ভোগ করেছিলেন, কিংবা বড় ভাই একমাত্র রাজ্যাধিকারী হয়ে ছিলেন, তা বোঝা যায় না। তবে পরবর্তী রাজারা যে-ভাবে গণেশ ও তাঁর ছেলেদের উপেক্ষা করে এসেছেন তাতে মনে হয় ভোগেশ্বরের সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়েছিল। ভোগেশ মারা যাবার অল্পকাল পরেই গণেশ নিহত হলেন তীরভুক্তির প্রাদেশিক শাসনকর্তা তুর্কী মালিক অসলানের হাতে। গণেশের এই অপঘাতের মূলে হয়ত পারিবারিক বড়ঘন্টা ছিল।

গণেশের তিন ছেলে, রামসিংহ, বীরসিংহ ও কীর্তিসিংহ। কীর্তিলতার মতে বীরসিংহ বড়, কীর্তিসিংহ ছোট।<sup>২</sup> কীর্তিলতায় রামসিংহের নাম আছে প্রসঙ্গক্রমে, এবং মূদ্রিত পাঠ হচ্ছে “রাঅসিংহ”। কিন্তু “মিথিলামহীমহেন্দ্র” মহারাজাধিরাজ রামসিংহদেবের রাজ্যকালে ( ১৪৪৬ সংবৎ = ১৩৯০ ) লেখা পুথি পাওয়া গেছে। এঁর এক সদস্ত পণ্ডিত শ্রীকর অমরকোষের টীকা লিখেছিলেন। মালিক অসলানের কবল থেকে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের আশা করে বীরসিংহ ও কীর্তিসিংহ দু ভাই গেলেন জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর কাছে। ইব্রাহিম তাঁদের ভিড়িয়ে নিলেন নিজের অভিযান-বাহিনীর সঙ্গে। মুখ ফুটে কিছু বলতে না পেরে ব্রাহ্মণসন্তান দু ভাই “তুলুক-সঙ্গে সঞ্চার পরম কট্টে আচার রক্খিঅ” দেশ-বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে মহা ভাবনায়

১ তারিখে সন্দেশের কাব্য আছে। কীর্তিলতা পড়লে মনে হয় যেন গণেশের মৃত্যুর ঠিক পরেই কীর্তিসিংহ জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। অথচ ইব্রাহিমের রাজ্যকাল হচ্ছে ১৪০১-৪০! ২ গ ৪৭৪: ( ‘শুদ্ধিকল্পতরু’ )।

পড়লেন। তাঁরা ভাবতে লাগলেন, আমাদের এই দুঃখকাহিনী মায়ের কানে গেলে তিনি কি আর বাঁচবেন।

তৎখনে চিন্তই একপই কিত্তিসিংহ অরু রাএ

অম্মহ এত্তা দুকখ স্থনি কিমি জিহ্মহ মঝু মাঞে।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মনকে প্রবোধ দিলেন, সেখানে বিশ্বস্ত মন্ত্রী আনন্দ-খান ও সুপবিত্র মিত্র শ্রীহংসরাজ আছেন, আমাদের সহোদর শ্রীরামসিংহ আছেন, মন্ত্রী গোবিন্দ-দত্ত আছেন, বীর হরদত্ত আছেন,—এঁরা নিশ্চয়ই মাকে প্রবোধ দিয়ে রাখবেন।

তহঁ অচ্ছএ মন্তি আনন্দ-খান

জে সন্ধি-ভেদ-বিগ্গহো জ্ঞান।

সুপবিত্ত-মিত্তো সিরি-হংসরাজ

সরবস্ উপেক্খই অম্হ কাজ।

সিবি অম্হ সহোদর রামসিংহ

সংগাম পরকম রুট্ঠ সিংহ।

গুণে গরুঅ মন্তি গোবিন্দ-দত্ত

তসু বংস-বড়াই কহঞে কত্ত।

হরক ভগত হরদত্ত নাম

সংগাম-কম্ম অজ্জুন মান।

তসু পরবোধে মাএ মঝু হিঅ ন দরিল্লই সোগ

বিপঅ ন আবই আসু ঘর জসু অনুরত্ত ও লোগ ॥

যখন অসহ্য হল, সঙ্গীরা একে একে পরিত্যাগ করতে লাগল, তখন সাহস করে কীর্তীসিংহ ও বীরসিংহ ইব্রাহিমের মন্ত্রীদের দ্বারস্থ হলেন। তাঁদের ওকালতিতে স্থলতানের দয়া হল, তিনি ভীরহত্যের দিকে ফিরলেন। কীর্তীলতা অনুসারে অসলানের সঙ্গে কীর্তীসিংহের ষ্ণন্দযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে অসলানের পরাজয় হয়, কীর্তীসিংহ তার প্রাণ না নিয়ে দয়া করে ছেড়ে দেন। এই যুদ্ধকাহিনী অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়। আসলে ইব্রাহিমের বাহিনীর সামনে অসলান দাঁড়াতেই সাহস করে নি। যাই হোক ভাইদের পিতৃরাজ্য সমর্পণ করে ইব্রাহিম চলে যান।



মিথিলায় প্রচলিত একটি কাহিনী এই সঙ্গে তুলনীয়। এখানে নায়ক কীর্তিসিংহ নন, শিবসিংহ। খাজানার দায়ে হোক অথবা ঔদ্ধত্যের জন্তে হোক দিল্লীর বাদশাহ তীরহতে ফোজ পাঠিয়ে দেন রাজাকে ধবে আনতে। শিবসিংহ বন্দী হয়ে দিল্লীতে নীত হলেন। বিজ্ঞাপতিও অনুগমন করলেন তাঁকে উদ্ধার করতে। বাদশাহের কাছে গিয়ে বিজ্ঞাপতি বললেন আমি না-দেখা ব্যাপার বলে দিতে পারি। পরীক্ষার জন্তে বিজ্ঞাপতিকে একটা সিন্দুকে চাবি দিয়ে রাখা হল। অনেকক্ষণ পরে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে কয়েকটি মেয়েকে দেখিয়ে বলা হল ওরা এর আগে কি করেছে তা বর্ণনা করতে। মেয়েরা ইতিমধ্যে যমুনা স্নান করেছিল। বিজ্ঞাপতি সঙ্গে সঙ্গে কবিতা রচনা করে দিলেন, “কামিনী কঙ্ক অসনানে” ইত্যাদি। বাদশাহ খুশি হয়ে শিবসিংহকে ছেড়ে দিলেন এবং বিজ্ঞাপতিকে তাঁর নিবাসগ্রাম বিসপী জাগীর দিলেন। এই কাহিনী জনশ্রুতি মাত্র, তবে একেবারে অমূলক না হতে পারে। কীর্তিসিংহের পিতামহ ভোগেশ ফৌজ-শাহার অনুগত ছিলেন। সুতরাং দিল্লী-দরবারের সঙ্গে তাঁদের পূর্ণাপর বাধ্যবাধকতা ছিল বলে মনে হয়। কীর্তিসিংহের কীর্তি কীর্তিলতায় প্রচুর পল্লবিত হয়েছে, তবুও একথা বুঝতে দেরি হয় না যে দিল্লীর অথবা জৌনপুরের মুসলমান স্থলতানের কাছে তাঁদের যথেষ্ট কষ্ট—সম্ভবত বন্দীর দশা—ভোগ করতে হয়েছিল।

তবে দিল্লীর বাদশাহের কাছে বিজ্ঞাপতির জাগীর পাওয়ার কথাটা নেহাৎ মিথ্যা বলেই মনে হয়। আসলে বিজ্ঞাপতিকে বিসপী গ্রাম কেউই রীতিমত লেখাপড়া করে দান করেন নি, না বাদশাহ না শিবসিংহ। শুধু বিজ্ঞাপতির নামডাকের জোরে তাঁর অধস্তন পুরুষেরা (?) গ্রামটির অধিকার ভোগ করে এসেছিলেন বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি। এই অধিকারে ছেদ পড়ল রেভিনিউ সার্ভের দরুন। তীরহতে যখন সার্ভে হয় তখন বিসপী গ্রামের জমিদাররা স্বত্বপ্রমাণের জন্তে দাখিল করেছিলেন শিবসিংহের নামিত “শাসন” বা ভূমিদান-তাম্রপট্ট। বাদশাহী ফরমান দিলেও চলত কিন্তু পুরানো ফারসী দলিল তৈয়ারী করা ঢের বেশি কঠিন কাজ। শিবসিংহ কর্তৃক বিজ্ঞাপতিকে দেওয়া এই শাসন-পট্টের কথা প্রথম উল্লেখ করেছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সবটা

প্রকাশ করলেন গ্রীষ্মর্ষন ( ১৮৮৫ )। রাজকৃষ্ণ ও গ্রীষ্মর্ষন দুজনেই এটিকে অকৃত্রিম মনে করেছিলেন। কিন্তু প্রভুতাবৃত্তিকের চোখে এটির কৃত্রিমতা অল্পকালের মধ্যেই ধরা পড়ল। শাসনে লক্ষণ-সংবৎ<sup>১</sup>, বিক্রম-সংবৎ<sup>২</sup> ও শক-সংবতের<sup>৩</sup> সঙ্গে “সন” অর্থাৎ ফসলী-হিজরী সংবতেরও<sup>৪</sup> উল্লেখ রয়েছে, অথচ সন প্রবর্তিত হয়েছিল প্রায় দু শ বছর পরে আকবরের দ্বারা! এক টিলে চার পাখীর পরিবর্তে চার টিলে এক পাখী মারতে গিয়ে আরো বিপদ ঘটল, চারটি তারিখে মিল নেই। দলিলটি যে জাল তার আরো প্রমাণ আছে। সে বড় মজার।

শোনা যায় যে-সাহেবের কাছে দলিলটি দাখিল করা হয়েছিল তিনি পণ্ডিত ডাকিয়ে অনুবাদ করিয়েছিলেন। শাসনের শেষ শ্লোকের অনুবাদ শুনে সাহেব নাকি বলেছিলেন, আমরা হিন্দুও নই মুসলমানও নই, গোক ও গুওর দুইই আমাদের চলে; হুতরাং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে আমাদের শাপ লাগবে না। শাসন-পট্ট সত্ত্বেও সম্পত্তি গভর্নমেন্টের খাস হল। অনুবাদের দোষে সাহেব ভুল ভেবেছিলেন। শাপ তাঁর উপর ফলেছিল কিনা জানি না, তবে শাসন-রচয়িতা খ্রীষ্টান সাহেবদেরও বাদ দেন নি। তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে স্বকৌশলে,— হিন্দু ও তুর্ক ছাড়া অপরে ভূমি অধিকার করলে আব্বায়াংসের সঙ্গে স্বর্ধর্ম্য খেতে ( ও খোয়াতে ) হবে। শাসন-লেখকেব একথা অজ্ঞাত ছিল না যে সাহেবদের কাছে একমাত্র অখাণ্ড হচ্ছে মাছুষের মাংস। শ্লোকটি এই,

গ্রামে গৃহস্থ্যমুশ্বিন্ কিমপি নৃপতয়ো হিন্দবোহন্তে তুরুক্কা

গোকোলং স্বাব্বায়াংসৈঃ সহিতমহুদিনং ভুঞ্জতে স্বে স্বধর্ম্ম।

যে চৈনং গ্রামরত্নং নৃপকররহিতং পালয়ন্তি প্রতাপৈ-

স্তেবাং সংকৌত্তিগাথা দিশি দিশি স্থচিরং গীয়তাং বন্দিবৃন্দৈঃ ॥

ভাষা অত্যন্ত ভুল। শিবসিংহের সভায় দিগ্গজ পণ্ডিতের অভাব ছিল না। এমন অখাণ্ড রচনা তাঁদের হাত থেকে বেরতে পারে না। শাসন-পট্টটি জাল, এবং হাল আমলের জাল।

বিজ্ঞাপতির প্রথম বই ‘কীর্তিসিংহ’<sup>১</sup> যে কীর্তিসিংহের জীবৎকালেই লেখা হয়েছিল তা বোঝা যায় প্রত্যেক পল্লবের পুষ্পিক-শ্লোক থেকে। যেমন, “চিরমবতু মহীং কীর্তিসিংহো নরেন্দ্রঃ”, “সদা সফলসাহসো জয়তি কীর্তিসিংহো নৃপঃ” ইত্যাদি। শেষের শ্লোকে বলা হয়েছে যে শ্রীকীর্তিসিংহ নৃপের এই বীরত্বকাহিনী অক্ষয় হোক এবং বিজ্ঞাপতির এই মধুরসনিঃস্রাবী কাব্য আকল্প স্থায়ী হোক।

এবং সঙ্গরসাহসপ্রমথনপ্রালকলকৌদয়াং

পুষ্পাতু<sup>২</sup> শ্রিয়মাশশাস্কতরণীং শ্রীকীর্তিসিংহো নৃপঃ।

মাধুর্য্যপ্রসবস্থলী গুরুষশোবিত্তারশিক্ষাসথী

যাবদ্ বিশ্বমিদং চ খেলনকবেবিজ্ঞাপতেভারতী ॥

এখানে “খেলনকবি” কথাটি সমস্তার সৃষ্টি করেছে। “খেলন” কি বিজ্ঞাপতির আসল নাম অথবা বংশের নাম? এবং তাহলে “কবিশেখর” “কবিকঙ্কণ” ইত্যাদির মত “বিজ্ঞাপতি” কি রাজকবিদের—মিথিলার—উপাধি? কিন্তু “খেলনকবি” তো নামের মত শোনায না। আপাতত এ সমস্তা সমাধানের উপায় দেখা যাচ্ছে না।

কীর্তিসিংহের ভাষা অবহট্ট অর্থাৎ অর্বাচীন অপভ্রংশ। অবহট্টের নামান্তর “লৌকিক” বা “দেশি” ভাষা। বাংলা-হিন্দী-রাজস্থানী-মারাঠী প্রমুখ প্রাদেশিক ভাষাগুলি উদ্ভূত হবার পরেও অনেক দিন ধরে অর্বাচীন অপভ্রংশের স্বে সাহিত্যিক রূপ উত্তরাপথের এ-মুড়া বাংলা থেকে ও-মুড়া গুজরাট পর্যন্ত লৌকিক কাব্য-কবিতা-ছড়ার বাহনরূপে প্রচলিত ছিল তারই নাম অবহট্ট। বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের জড় পাওয়া যায় এই অবহট্ট সাহিত্যে। সমৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের

<sup>১</sup> ভাগ্যগোপালের রাজা জগজ্যোতির্মল্লদেবের আদেশে ৭৪৭ নেপাল-সংবতে (= ১৬২৭) দৈবজ্ঞ নারায়ণসিংহ কর্তৃক লেখা পুথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৩১)।

<sup>২</sup> মুদ্রিত পাঠ “পুষ্পতি”।

বিপুল রসভাণ্ডারের চাবি ছিল পাণ্ডিত্যের গুহায় নিহিত। পণ্ডিতেরা আবার প্রাকৃত-কাব্যের রসিক ছিলেন না। কিন্তু “দেশি” কবিতা পণ্ডিত-মূর্খ কারো কাছে অপাংক্তেয় ছিল না। তাই কীর্তিলতার উপক্রমে বিদ্যাপতির এই কৈফিয়ৎ,

সকল-বাণী বৃহন্ন ভাবই  
পাউঅ-রস কো মম্ব ন পাবই।  
দেসিল-বঅনা সবজন-মিট্টা  
তৈ তৈসন জম্পঞা অবহট্টা ॥

অর্থাৎ, সংস্কৃত-বাণী ভাবনা করে বৃহন্ন ; প্রাকৃত-রসের মর্ম কেউ পায় না; দেশয়ালি বচন সর্বজন-মিষ্ট ; তাই তেমনি করে—দেশি চণ্ডে—আমি অবহট্ট বলছি।

কীর্তিলতা বিদ্যাপতির প্রথম রচনা নয়। এটি লেখার আগেই বিদ্যাপতির (বিদ্যাপতি-পরম্পরার?) কবিশ্য শ্রুতিষ্ঠিত হয়েছিল। তা না হলে এ কথা বলবার মত আশ্চর্য্য বা সাহস তাঁর হত না, যে বালচন্দ্র ও বিদ্যাপতি-বাণী দুইই দুর্জনের উপহাসের বাইরে,—বালচন্দ্র শোভে হর-শিরে বিদ্যাপতি-বাণী নিত্য মুগ্ধ করে বিদগ্ধজনের মন।

বালচন্দ্র বিজ্ঞাবই-ভাসা  
দুহ ন হি লগ্গই দুজ্ঞন-হাসা।  
ও পরমেসর-হর-সির সোহই  
ঈ নিচ্চই নাঅর-মন মোহই ॥

বালচন্দ্রের সঙ্গে নিজের কবিকৃতির তুলনা দেওয়াতে মনে হয় যে বিদ্যাপতির বয়স তখন তরুণ, এখনকার বিজ্ঞাপনের ভাষায় তখন তিনি “উদীয়মান কবি”।

কীর্তিলতায় জোনপুর শহরের উপভোগ্য বর্ণনা আছে। শহরের সমৃদ্ধির বর্ণনায় গ্রামীণ তীরভুক্তির কবি হয়েছেন পঙ্কমুখ। ইতিহাসেও বলে যে ইব্রাহিম-শাহ শকীর<sup>১</sup> সময়ে জোনপুরের শোভা দিল্লীর প্রতিস্পর্দী হয়েছিল।

১ শকী উপাধির কোন ভালো ব্যাখ্যা হয় নি। আমার মনে হয় এঁরা হিন্দুবাংশজাত, সম্ভবত পাহাড়ী ক্ষত্রিয়বাংশীয়। ধর্মগুপ্ত তাঁর রামায়ণ-নাটকে পোষ্টা শ্রীমান্ জয়বৃথসিংহদেবকে “হুবকীকুল-কমলকাননবিকাশনৈকভান্দর” বলেছেন। এই “হুবকী”—ই কি শকী হয়েছে?

কীৰ্ত্তিসিংহের রাজ্যকাল দীৰ্ঘ ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর মৃত্যুর পর গণেশের ছেলেদের রাজ্যের কোন হদিস মেলে না। মনে হয় তাঁদের রাজ্য পিতার পিতৃব্যপুত্র “গরুড়নারায়ণ” দেবসিংহের অধিকারে আসে। বোধ করি সেই সূত্রেই কবিকে পাই কীৰ্ত্তিসিংহের সভা থেকে দেবসিংহের সভায়।

দেবসিংহের সভাসদ রূপে বিদ্যাপতি লিখেছিলেন ‘ভূপরিক্রমা’<sup>১</sup>। পুরাণের রীতিতে সংস্কৃতে লেখা এই বইটিতে নানাদেশের নানাতীর্থে বর্ণনা আছে। প্রসঙ্গক্রমে নানারকম গল্প-কাহিনীও আছে। পুরুষপরীক্ষায় বিদ্যাপতি শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের প্রশংসায় বলেছেন “সঙ্করীপুর-সরোবর-কর্তা হেমহস্তিরথদান-বিদগ্ধঃ” “রণজ্যেতা”। কখন থেকে যে বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষায় পদ লিখতে থাকেন তা বলা যায় না। তবে দেবসিংহের পূর্ববর্তী কোন মৈথিল রাজার উল্লেখ বিদ্যাপতির ভনিতায় পাওয়া যায় নি। দু-তিনটি পদে হাসিনীদেবী-পতি গরুড়নারায়ণ দেবসিংহের উল্লেখ আছে।

বিদ্যাপতি শিবসিংহের যশ গেয়েছিলেন ‘কীৰ্ত্তিপতাকা’-য়<sup>২</sup>। কীৰ্ত্তিলতার মত এটিও অবহট্টে লেখা। কীৰ্ত্তিপতাকার শেষ পুষ্পিকা-শ্লোকে কবি বলেছেন যে শিবসিংহের বীরত্বগাথায় যেমন সব গৃহকোণ মুখরিত হয়েছে তেমনি বিদ্যাপতির এই বাণীও যাবচ্ছন্দবিবাকর লোকের মুখে মুখে ফিরুক।

এবং শ্রীশিবসিংহদেবনূপতেঃ সংগ্রামজাতং যশো

গায়ন্তি প্রতিপত্তনং প্রতিদিশং প্রত্যঙ্গনং স্তব্ধবঃ।

এতৎকীৰ্ত্তি- [স্থাপ্রসাদিতরসা]° বাণী চ বিদ্যাপতে-

রাচন্দ্রার্কমিষং বিরাজতু মুখাশ্চোজেষু [ধৃত্য]° সদা ॥

একটি অবহট্ট কবিতায়<sup>৩</sup>—নিশ্চয়ই কীৰ্ত্তিপতাকা থেকে উদ্ধৃত—দেবসিংহের পরলোকগমনের ও শিবসিংহের রাজ্যলাভের বর্ণনা আছে। এতে দেবসিংহের

<sup>১</sup> সংস্কৃত-কলেজের পুঁথি। লিপিকাল ১৫০৭ (—১৫৪৫ শকাব্দ হলে, ১৪৫০ সংবৎ হলে)।

<sup>২</sup> নেপাল-দরবারের পুঁথি। লিপিকাল ল-সং ৪২৬ (—১৫৪৫)।

<sup>৩</sup> আমার যোজনা।

<sup>৪</sup> প্রথম প্রকাশ করেছিলেন বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার সপ্তম ভাগে (পৃ ৩০-৩১)।

মৃত্যুর বর্ষ দেওয়া আছে লক্ষ্মণ-সংবতে (২২৩) ও বিক্রম-সংবতে (১৪০৫)। দুটি তারিখে সাত বছরের ফারাক। লক্ষ্মণ-সংবতে ভুল আছে, কেননা ২২১ লক্ষ্মণ-সংবতে শিবসিংহকে রাজ্যাধিকারী দেখা যাচ্ছে।

বিদ্যাপতির দ্বিতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ ‘পুরুষপরীক্ষা’<sup>১</sup> শিবসিংহের রাজ্যকালে লেখা। রচনাসমাপ্তির পূর্বেই যে রাজার মৃত্যু হয়েছিল তা জানা যাচ্ছে শেষ পুষ্পিকা-শ্লোকে, “এবং মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবসিংহদেব যুদ্ধেতে সকল শত্রু জয় করিয়া রাজ্য এবং সাংসারিক তাবৎ স্বখভোগ করিয়া শ্রীমন্নহাদেবের সাক্ষাৎকারে দেহত্যাগে মুক্ত হইয়াছেন।”<sup>২</sup> পুরুষপরীক্ষায় অনেক ভালো ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক গল্প-কাহিনী আছে। সে হিসাবে এটিকে ভূপরিক্রমার উপসংহার বলা যায়। শিবসিংহকে বোধ হয় এক সময় গোড়-স্বলতানের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল। তাই পুরুষপরীক্ষায় বিদ্যাপতি বলেছেন,

যো গোড়েশ্বরসজ্জনেশ্বর-<sup>৩</sup> রণক্ষেপীষু লঙ্কা যশো

দিক্কান্তাচয়কুন্তলেষু নয়তে কুন্দলজামাস্পদম্।...

বাজকৃষ্ণ ও গ্রায়সর্ন অনুসারে মৈথিল পণ্ডী মতে দেবসিংহের রাজ্যকাল সূদীর্ঘ একষট্টি বছর আর শিবসিংহের মোটে সাড়ে তিন বছর, শিবসিংহের রাজ্যপ্রাপ্তি ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে, শিবসিংহের ছয় পত্নী—বিশ্বাসদেবী, সমাইনীদেবী, রত্নাদেবী, লখিমাদেবী, উমাদেবী এবং গুণাদেবী, এবং নিঃসন্তান রাজার মৃত্যুর পরে রাজ্যাশাসন করেছিলেন লখিমাদেবী ও বিশ্বাসদেবী। কিন্তু কোন কথাটিই সত্য নয়।

শিবসিংহের রাজ্যকালের, এবং বিদ্যাপতির জীবৎকালের, একটি নির্দিষ্ট বছর জানা গেছে—লক্ষ্মণ-সংবৎ ২২১ (= ১৪১০)। এই সালের কান্তিক মাসে “মহারাজাধিরাজশ্রীমৎশিবসিংহদেবসমুজ্জামানতীরভূক্তো শ্রীগজরথপুরনগরে সপ্রক্রিয়-সদুপাধ্যায় ঠাকুর-শ্রীবিদ্যাপতীনায়াজিয়া” খোয়াল-গ্রামীণ শ্রীদেবশর্মা ও বলিয়াস-গ্রামীণ শ্রীপ্রভাকর দুজনে মিলে তর্কাচার্যঠাকুর শ্রীধর বিরচিতকাব্যপ্রকাশবিবেকের পুঁথি লিখেছিলেন।<sup>৪</sup> এখানে প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাপতির তথাকথিত স্বহস্তলিখিত

<sup>১</sup> মিত্রে ১৯২২। লিপিকাল ল-সং ৫০৪ (= ১৬২৩)। <sup>২</sup> হরপ্রসাদ রায়ের অনুবাদ (১৮১৫)।

<sup>৩</sup> “গজেন্দ্রব” পাঠ ভ্রান্ত। <sup>৪</sup> গ ৪৭৩৮।

ভাগবত-পুথির কথা বলি। এই পুথির দোহাই দিয়েছেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সকলেই। কিন্তু তারিখের পাঠে নানা মূনির নানা মত। রাজকৃষ্ণ-গ্রীষ্মর্সন পড়েছিলেন লক্ষণ-সংবৎ ৩৪২; নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও তাঁর অনুবর্তীরা পড়েন ৩০২। রাজকৃষ্ণ ও গ্রীষ্মর্সন যখন পুথি দেখেছিলেন তখন পুথির বয়স কিছু কম ছিল এবং অবস্থাও নিশ্চয়ই ভালো ছিল। স্মৃতরাং এঁদের পাঠই গ্রাহ্য, যতক্ষণ না পুথি অথবা ভালো প্রতিলিপি চাক্ষুষ করা যায়। পুথি যদি বিদ্যাপতির লেখা হয় তবে তাঁর জীবৎকালের শেষের দিকে একটি বছর জানা গেল, লক্ষণাব্দ ৩৪২ (= ১৪৬৮)। কবি যে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে। সে কথা পরে বলছি।

শিবসিংহের রাজ্যকালে বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভা মধ্যগগনারূঢ় হয়েছিল। এঁর অধিকাংশ পদের ভিত্তিতে শিবসিংহের উল্লেখ আছে। শিবসিংহের বিরুদ্ধে যে “রূপনারায়ণ” ছিল তা বিদ্যাপতির পদেই জানি। অথচ রাজারও এই বিরুদ্ধ ছিল। স্মৃতরাং রূপনারায়ণ বললে শুধু শিবসিংহকে বোঝাবে না। পদেব ভিত্তিতে শিবসিংহের পত্নীদের যে নাম আছে তাতে লখিমাদেবী, স্মৃতিমাদেবী, মোদবতীদেবী—এই তিন জনকেই ঠিক-মত পাওয়া যায়। “সোরমদেই” “মধুমতিদেই”, “রেবতুদেই”, “রূপিনিদেই” এগুলি ভ্রান্ত পাঠ।<sup>১</sup> তীরহতের শুদ্ধান্তঃপুরে আরও লখিমাদেবী ছিলেন। শিবসিংহের পিতৃব্যপুত্র নরসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নীর নামও ছিল লখিমা।

শিবসিংহের মৃত্যুর পর বিদ্যাপতিকে মৌলিক কবি-শিল্পী রূপে আর পাই না, পাই প্রধানত স্মার্তপণ্ডিত-মূর্তিতে।

‘লিখনাবলী’-র<sup>২</sup> রচয়িতা যদি এই বিদ্যাপতি হন তবে তিনি একদা দ্রোণবারের রাজা, সর্বাদিত্যের পুত্র, “গিরিনারায়ণ” পুরাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। এই পুরাদিত্যই তাঁকে দিয়ে লিখনাবলী লিখিয়েছিলেন। গ্রন্থের উপক্রমে বিদ্যাপতি বলেছেন,

সর্বাদিত্যতনুজশ্চ দ্রোণবারমহীপতেঃ।

গিরিনারায়ণস্বাজ্ঞাং পুরাদিত্যশ্চ পালয়ন্।

<sup>১</sup> পরে আলোচনা করছি। <sup>২</sup> প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে দরভঙ্গায় মুদ্রিত হয়েছিল।

অল্পশ্রতোপদেশায় কৌতুকায বহুশ্রতাম্ ।

বিদ্যাপতিঃ সতাং প্রীত্যৈ করোতি লিখনাবলীম্ ॥

উপসংহার-শ্লোক থেকে জানা যায় যে নিষ্ঠুর বৌদ্ধ রাজা অজুর্নকে সংগ্রামে পরাজিত কবে পুরাদিত্য লুপ্তিত সম্পদ অভাবী লোকেদের দান করেছিলেন এবং সপ্তরী জনপদ অধিকার করেছিলেন ।

জিহ্বা শক্রকুলং তদীয়বহুভির্ঘেনাখিনস্তপিতা

দোদর্পাজিতসপ্তরীজনপদে রাজ্যস্থিতিঃ কারিতা ।

সংগ্রামেহজুর্নভূপতির্বিনিহতো বৌদ্ধো নৃশংসায়িত-

স্তেনেয়ং লিখনাবলী নৃপ-পুরাদিত্যেন নির্মাপিতা ॥

যারা মনে করেন যে এই অজুর্ন ভূপতি ছিলেন তীরহতের ব্রাহ্মণ-রাজবংশীয় অজুর্ন-সিংহ তাঁরা নিতান্ত ভ্রান্ত । এঁরা বৌদ্ধ ছিলেন না । ইনি যদি নেপালের জয়াজুর্নমল্লদেব ( —রাজ্যকাল চতুর্দশ শতকের শেষ পাদ— ) হন তা হলে বিদ্যাপতির প্রথম রচনা এই লিখনাবলী । নেপালের রাজবংশ তখন পূরাপূরি বৌদ্ধ না হোক বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল খুবই ।

সপ্তদশ শতকৈব একেবারে উপান্তে সঙ্কলিত লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত এই পদাংশে পুরাদিত্যের নাম আছে,

পুরহ পুরাদিত অভিমত পুরু

দারিদ-দুঃখ দূরে পবিহরু ।

তোহরা চরণ সরণ জে আব

ধন বিত পুত পরমপদ পাব ॥

নিঃসন্তান শিবসিংহের রাজ্যাধিকার পেলেন তাঁর অমুজ পদ্মসিংহ । শারীরিক অথবা মানসিক অস্থস্থতার জন্তে অথবা অন্য কোন কারণে পদ্মসিংহের পত্নী বিশ্বাসদেবী রাজ্যভার নিজের হাতে নিয়েছিলেন । বিশ্বাসদেবীরই ছত্রচ্ছায়ায় বিদ্যাপতি দেখা দিলেন শিবসিংহের মৃত্যুর পর । রানীর জন্তে কবি দুখানি



পূজাপদ্ধতি বই সঙ্কলন করলেন, ‘গঙ্গাবাক্যাবলী’<sup>১</sup> ও ‘শৈবসর্বস্বহার’ ( বা শৈবসর্বস্বহার’ )<sup>২</sup> ।

গঙ্গাবাক্যাবলীর শেষ শ্লোকে বিদ্যাপতি বলছেন যে বিশ্বাসদেবীর নিবন্ধ তিনি শুধু প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধৃত করে দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন ।

কিয়ন্নিবন্ধমালোক্য শ্রীবিদ্যাপতিন্মুরিণা ।

গঙ্গাবাক্যাবলী দেব্যাঃ প্রমাণৈবিমলীকৃতা ॥<sup>৩</sup>

শৈবসর্বস্বহারের উপক্রমে কবির লেখনী রাজমহিষীর স্তুতিগুঞ্জে মূখরিত হয়েছে অক্ষরা ছন্দের চৌতালে,

তৃক্ষাশোভেরিব ত্রিগুণগগনদৃশে বিশ্ববিখ্যাতবংশে  
সম্ভূতা পদসিংহস্কৃতিপতিদয়িতা ধর্ম্মকশ্মিকসীমা ।  
পত্ন্যঃ সিংহাসনস্থা পৃথুমিখিলমহীমণ্ডলং পালযন্তী  
ত্রীমদ্বিশ্বাসদেবী জগতি বিজয়তে চর্য্যাকরুন্ধতীব ॥  
ইন্দ্রশ্বেব শচী সমুজ্জলগুণা গৌরীব গৌরীপতেঃ<sup>৪</sup>  
কামশ্বেব রতিঃ স্বভাবমধুরা সীতেব রামশ্চ যা ।  
বিষ্ণোঃ ত্রীরিব পদসিংহনূপতেরেবা পরা প্রেয়সী  
বিশ্বখ্যাতনয়া দ্বিজেন্দ্রতনয়া জাগতি ভূমণ্ডলে ॥...  
লীলালোলাবনালী[ক]চিনিচয়দলদ্বীচিবিস্তারভার-  
প্রব্যাক্তোন্মুক্তমুক্তারলতরতরদ্বন্দ্বসন্দোহবাহুঃ ।  
পুষ্পাং পুষ্পোঘমালাকুলকলিতলসদভূঙ্গসঙ্গীতসঙ্গী  
ত্রীমদ্বিশ্বাসদেব্যাঃ সমরুচিরুচিরো বিশ্বভাগস্তভাগঃ ॥

১ ই ৮১৩A, মিত্র ১৮৮৮। ‘গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী’ (মিত্র ১৮৬৭) বিদ্যাপতির রচনা নয় বীরেশ্বরের পুত্র গণপতির ( বা গণেশ্বরের )। গণেশ্বরকে অনেকে বিদ্যাপতির পিতা মনে করে ভুল করেন। গণেশ্বরের পুত্র “মহামহন্তক” রামদত্ত কয়েকখানি স্মৃতিনিবন্ধ লিখেছিলেন। গণপতির অপরাধ বই হচ্ছে ‘স্বর্গতিসোপান’। ২২৪ লক্ষণ-সংবতে লেখা এই বইয়ের পুঁথি নেপাল-দরবারের সংগ্রহে আছে।

২ মিত্র ১৮৮৩।

৩ দানবাক্যাবলীতেও এইরকম উক্তি আছে।

নিত্যং দেবদ্বিজার্থং দ্রবিণবিতরণারম্ভসম্ভাবিতশ্রী-

ধর্মজ্ঞা চন্দ্রচূড়প্রতিদিবসসমারাদনৈকাগ্রচিত্তা ।

বিজ্ঞানুজ্ঞাপ্যবিদ্যাপতিকৃতিনমসৌ বিশ্ববিখ্যাতকীৰ্ত্তিঃ

শ্রীমদ্বিখ্যাসদেবী বিরচয়তি শিবং শৈবসর্বস্বসারম্ ॥

অর্থাৎ, দুধের সাগর থেকে যেমন লক্ষ্মী উঠেছিলেন তেমনি বিশ্ববিখ্যাত গুণগণাঢ্য বংশে জন্মেছিলেন রাজা পদ্মসিংহের প্রিয়া, যিনি ধর্মকর্মের চরম করেছেন। পতির সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে বিশাল মিথিলা-মহী পালন করছেন যে শ্রীমতী বিখ্যাসদেবী তিনি পাতিব্রত্যাচর্যায় অরুন্ধতীর মত জগতে বিজয়িনী।

ইন্দের গুণোজ্জ্বলা শটীর মত, গৌরীপতির গৌরীর মত, কামের রতির মত, রামের স্বভাবমধুবা সীতার মত, বিষ্ণুর লক্ষ্মীর মত, পদ্মসিংহ নৃপতির পরম প্রেমসী ইনি, দ্বিজেন্দ্রকন্যা এবং বিখ্যাত নীতিজ্ঞা, ভূমণ্ডলে জাজল্যমান রয়েছেন।...

লীলাচঞ্চল বনানীর কান্তিজয়ী তরঙ্গবিস্তারের ভারে প্রকটিত উন্মুক্ত মুক্তার তরল রুচির চন্দ্রে যার বাহ দোলায়মান, মালার মত পুষ্প হতে পুষ্পাস্তরে অবিরত চলমান বিলাসী ভূঙ্গশ্রেণীর সঙ্গীতের সঙ্গী, এমন বিশ্বভাগ তড়াগই কান্তি-সৌন্দর্য্যে শ্রীমতী বিখ্যাসদেবীর সমান।

দেবদ্বিজের জন্ম নিত্য ধনবিতরণে যার সম্পদ গৌরবান্বিত হয়েছে, ধর্মজ্ঞা যিনি, চিত্ত যার চন্দ্রচূড়ের নিত্যপূজায় নিলীন, সেই বিশ্ববিখ্যাতকীৰ্ত্তি শ্রীমতী বিখ্যাসদেবী বিজ্ঞদের অনুজ্ঞাপ্য কৃতী বিদ্যাপতিকে দিয়ে মাঙ্গল্য শৈবসর্বস্বসার রচনা করছেন।

এই প্রশস্তি থেকে ঠিক বোঝা যায় না বিখ্যাসদেবী তখন সধবা কি বিধবা। তবে তাঁকে যে-ভাবে অরুন্ধতী থেকে সীতা পর্য্যন্ত পৌরাণিক পতিবত্নী পতিব্রতাদের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় যে পদ্মসিংহ তখন জীবিত ছিলেন।

বিদ্যাপতির কোন পদে পদ্মসিংহ-বিখ্যাসদেবীর উল্লেখ নেই। এর কারণ দু-রকম হতে পারে। হয়ত বিদ্যাপতি তখন পদ রচনা ছেড়ে দিয়েছিলেন, নয় বয়সের পার্শ্বক্যের জগ্নে পদ্মসিংহের সঙ্গে তাঁর তেমন অন্তরঙ্গতা ছিল না। মিথিলার এই শ্রোত্রিয় রাজবংশ ছিল বিশেষ করে শিবের উপাসক। তাঁরা

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়গীতি শুনতেন সর্বদা ভক্তিভরে কিনা জানি না তবে প্রধানত বিলাসকলাকুতূহী হয়ে। স্বতরাং বিশেষ সৌহৃদ্য না থাকলে তখনকার দিনেও প্রণয়কবিতায় কোন পতিপত্নীর নাম নেওয়া সম্ভব হত না।

তারপর বিদ্যাপতিকে দেখি “দর্পনারায়ণ” নরসিংহের সভায়। নরসিংহ ও তাঁর পত্নী ধীরমতিদেবীব আশ্রয়ে থেকে বিদ্যাপতি খান তিনেক বই সঙ্কলন করেছিলেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে দায়ভাগসম্বন্ধীয় নিবন্ধ ‘বিভাগসাব’।<sup>১</sup> গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের পরের শ্লোকে বিদ্যাপতি রাজার এই বংশপরিচয় দিয়েছেন,

রাজ্যে ভবেশাধ্বরিসিংহ আসীং

তংসুহুনা দর্পনারায়ণেন<sup>২</sup>।

রাজ্যে নিযুক্তোহত্র বিভাগসারং

বিচার্য বিদ্যাপতিবাতনোতি ॥

দ্বিতীয় বই ‘দানবাক্যাবলী’-ও<sup>৩</sup> স্মৃতিনিবন্ধ, ধীরমতিদেবীর নিদেশে লেখা। গ্রন্থারম্ভে মহাদেবীর এই প্রশস্তি আছে,

শ্রীকামেশ্বররাজপণ্ডিতকুলান্ধারসারঃ প্রিয়া-

মারামো নরসিংহদেবমিথিলাভূমণ্ডলাখণ্ডলঃ।০...

তশ্চোদারগুণাশ্রয়শ্চ কুতিনঃ স্বাপালচূড়ামণেঃ

শ্রীমদ্বীরমতিঃ প্রিয়া বিজয়তে ভূমণ্ডলালঙ্কৃতিঃ।০...

বিজ্ঞানজ্ঞাপ্যবিদ্যাপতিমতীকুতিনং সম্প্রমাণামুদারং

রাজ্ঞী পুণ্যাবলোকা বিরচয়তি নবাং দানবাক্যাবলীং সা ॥

অর্থাৎ, রাজপণ্ডিত কামেশ্বরের বংশের তিলক, সম্পদের আশ্রয়, মিথিলা-ভূমির ইন্দ্র, নরসিংহদেব।০...উদারগুণবান্ কুতী সেই নৃপতিবর্ধ্যের প্রিয়া পৃথিবীর অলঙ্কার শ্রীমতী ধীরমতি বিজয়িনী। ০...অতিশয় কুতী এবং বিজ্ঞদের অনুজ্ঞাপ্য বিদ্যাপতিকে দিয়ে শুচিদৃষ্টিমতী রাজ্ঞী এই প্রমাণযুক্ত উদার নব দানবাক্যাবলী রচনা করালেন।

১ মিত্র ২০৩৭।

২ ছন্দের অনুরোধে “নারায়ণ” হয়েছে “নরায়ণ”।

৩ মিত্র ৩১২, ১৮৩০, নেপাল-দরবারের পুণ্ডি, ৩৯৬ লক্ষণ-সংবতে (= ১৫১৪) লেখা।

দানবাক্যাবলীকে “নবা” বলবার হেতু এই যে এর পূর্বে এই নামে একটি বই লিখেছিলেন মহামন্ত্রী চণ্ডেশ্বর ।

৩৪১ লক্ষ্মণ-সংবতে (= ১৪৬০) বিদ্যাপতি ( অথবা রাজমহিবী ) দানবাক্যাবলীর একটি পুথি রত্নপাণিকে দিয়েছিলেন । এই খবর পাই একটি পুথির পুষ্পিকা-শ্লোকে,

বর্ষে গোড়মহীভূজঃ শশিসরিম্নাথায়িচিহ্নে শুচৌ

পঞ্চম্যাং ভৃগুনন্দনে রতিপতিঃ শ্রীমানসে শ্রীর্ষদা ( ? ) ।

এতৎ পুস্তকমুত্তমং গুণগগগ্রামাভিরামায় বৈ

গোবিন্দার্চনতৎপরায় ভবতে শ্রীরত্নপাণেহস্ত তে ॥<sup>১</sup>

এই “গোবিন্দার্চনতৎপব” রত্নপাণি নিশ্চয়ই সেই রত্নপাণি যিনি মিথিলার এক রাজার—সম্ভবত নরসিংহের—নিদেশে ( “শ্রীমৈথিলেশাজয়া” ) ‘কৃষ্ণার্চনচন্দ্রিকা’<sup>২</sup> লিখেছিলেন । রত্নপাণি বিদ্যাপতির বন্ধু ছিলে । এঁর পিতা অচ্যুত শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন । এই কথা লিখেছেন রত্নপাণির পুত্র রবি তাঁর লেখা কাব্য-প্রকাশটীকা ‘মধুমতী’-তে ।<sup>৩</sup>

বিদ্যাপতি যে ৩৪১ লক্ষ্মণাব্দে (= ১৪৬০) শুধু জীবিত নয়, সমর্থ ও অধ্যাপনরত ছিলেন তার স্বাদীন ও বলবৎ প্রমাণ মিলেছে । এই সালে, মুড়িয়ার গ্রামে, বিদ্যাপতির এক পড়ুয়া ছাত্র শ্রীরূপধর হলায়ুধ-মিশ্রের ব্রাহ্মণসর্বস্ব নকল করে সদব্রাহ্মণ শ্রীসোমেশ্বরকে দিয়ে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে শুদ্ধ করে নিয়েছিলেন । পুথির<sup>৪</sup> মূল্যবান পুষ্পিকাটি এখানে উদ্ধৃত করছি ।

লসং ৩৪১ মুড়িয়ার-গ্রামে সপ্রক্রিয়সত্‌পাধ্যায়-নিজকুলকুমুদিনীচন্দ্র-

বাদিমত্তেভসিংহসচ্চরিত্রপবিত্র-পণ্ডিত-শ্রীবিদ্যাপতি-মহাশয়েভ্যঃ

পঠতা ছাত্র-শ্রীরূপধরেণ লিখিতমদঃ পুস্তকম্ ।

মিত্র ৩১২ । লিপিকাল ১৬৮৫ শকাব্দ ।

<sup>১</sup> মিত্র ১৮৯৪ ।

<sup>২</sup> এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা নব-পঞ্চায় একাদশ খণ্ডে মনোমোহন চক্রবর্তীর প্রবন্ধ ( পৃ ৪২২ পাদটীকা ) দ্রষ্টব্য ।

<sup>৩</sup> নেপাল-দরবারের পুথি ।

পক্ষে সিতেহসৌ শশিবেদরাম-

যুক্ত নবম্যাং নৃপলক্ষণকে ।

শ্রীপূর্বসোমেশ্বর-সদৃষিজন

পুস্তী বিস্তৃতা লিখিতা চ ভাদ্রে ॥

নরসিংহ-ধীরমতিদেবীর আদেশে লেখা বিদ্যাপতির তৃতীয় নিবন্ধ হইতেছে ‘দুর্গাপূজাতরঙ্গিনী’। উপক্রমে রাজস্বত্বের পর বলা হয়েছে যে পূর্বেকার নিবন্ধ দেখে রাজা বিদ্যাপতিকে নির্দেশ দিয়ে বিশ্বের হিতকামনায় দুর্গোৎসবপদ্ধতি লেখাচ্ছেন।

বিশেষাং হিতকাম্যয়া নৃপবরোহন্তজ্ঞাপ্য বিদ্যাপতিং

শ্রীদুর্গোৎসবপদ্ধতিং বিতরুতে দৃষ্ট্য নিবন্ধস্থিতিম্ ॥

আর এক মৈথিল পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় মাধবও ‘দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী’ নামে বই লিখেছিলেন।<sup>২</sup>

১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর বিদ্যাপতি বেশিদিন জীবিত ছিলেন বলে মনে হয় না। সেইজন্তেই বোধ হয় তাঁকে আর কোন রাজার সম্পর্কে পাই না। তবুও নরসিংহের পববন্তী রাজাদের অনুসরণ করা যাক আলোচনার সমগ্রতার জন্তে।

নরসিংহের তিন পুত্র, “হৃদয়নারায়ণ” ধীরসিংহ, “হরিনারায়ণ” ভৈরবসিংহ ( বা ভৈরবেন্দ্র ) এবং চন্দ্রসিংহ। ধীরসিংহের নাম পাই তাঁর পৌত্র গদাধরের নির্দেশে লেখা তন্ত্রপ্রদীপে। এটি সারদাতিলক তন্ত্রের টীকা। ধীরসিংহের বিবাদের উল্লেখ রয়েছে ভৈরবসিংহের কারিত ‘বিষ্ণুপূজাকল্পলতা’-য়।<sup>৩</sup> ধীরসিংহ

<sup>১</sup> মিত্র ১৮৭৬। বাজকৃষ্ণ-গ্রীষ্মর্দনে যে পুঁথি দেখেছিলেন তাতে নরসিংহের বদলে “কপনারায়ণ” ভৈরবেন্দ্রের নাম আছে। “রূপনারায়ণ” ছিল ভৈরবেন্দ্রের পুত্র রামভদ্রের বিরুদ্ধ। বিনোদবিহারী কাব্যার্থ যে পুঁথি দেখেছিলেন তাতে “ভৈরবান্ধজ” আছে। গ ৪৭৬০ হতে বেশ বোঝা যায় যে রচনার কাজে নরসিংহ ও তাঁর ছেলের নির্দেশ বিদ্যাপতি পেয়েছিলেন। <sup>২</sup> মিত্র ১৮৭৮।

<sup>৩</sup> নেপাল-দরবারে হুঁটি পুঁথি আছে। একটির লিপিকাল ল-সং ৩৪৭ (= ১৪৬৬)। এ স্বচ্ছন্দে রচনাকাল হতে পারে।

অন্তত ১৪৪০ থেকে ১৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যাধিকারী ছিলেন। কেননা এই দুই সালে এঁর রাজ্যকালে লেখা পুঁথি পাওয়া গেছে।

ভৈরবসিংহের নিজস্ব সভায় দু-তিনজন বড় পণ্ডিতকে পাই—বর্দ্ধমান, বাচম্পতি ও ঋচিপতি। ভৈরবসিংহের নির্দেশে ধর্ম্মাধিকরণিক বর্দ্ধমান লিখেছিলেন ‘দণ্ডবিবেক’ ‘স্মৃতিতত্ত্বামৃত’, ‘কৃত্যমহার্ণব’ ইত্যাদি, বাচম্পতি লিখেছিলেন ‘মহাদাননির্ণয়’, ‘শূদ্রাচারচিন্তামণি’, ‘পিতৃভক্তিচিন্তামণি’ প্রভৃতি, ঋচিপতি লিখেছিলেন অনর্থরাঘব ইত্যাদির টীকা। কৃত্যমহার্ণবের রচনাকাল থেকে ভৈরবসিংহের রাজ্যকালের একটা বছরের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে—৩৪১ লক্ষ্মণ-সংবৎ (= ১৪৬০)।

মিথিলাবলয়বিভোজঃ-শ্রীহরিনারায়ণস্ত কৃতিরেষা।

প্রকাশিতা তু যাবদ্ ভুবনে বিম্বেণাবিলোচনে গগনে ॥

তবে এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে নেপালের মত তীরহতেও সম্ভবত পিতার জীবৎকালেই পুত্রেরা রাজসম্মানের অধিকারী হত। তা ছাড়া অল্পগত লেখকের পক্ষে রাজপুত্রকে রাজা বানিয়ে দেওয়া খুবই সহজ।

আগেই বলেছি যে মিথিলার রাজবংশ ছিল শৈব। ভৈরবসিংহ হয়েছিলেন বৈষ্ণবভাবাপন্ন। বর্দ্ধমান বলেছেন কৃত্যমহার্ণবে, “শ্রীবাসুদেবভক্তঃ...শ্রীমানযং নরেন্দ্রঃ”। বর্দ্ধমান ও বাচম্পতি প্রমুখ এঁর কতিপয় সভাসদও বৈষ্ণব ছিলেন বলে মনে হয়। বর্দ্ধমান পদাবলী লিখেছিলেন কিনা জানি না, তবে লিখলে ভালোই করতেন। দণ্ডবিবেকের এই মঙ্গলাচরণ শ্লোক দুটিতে নিপুণ চিত্রকরের লেখনীস্পর্শ আছে,

পাণিভ্যামুপজাতবেপথুতয়া যত্নেন যঃ কল্পিতো

যেন শ্বেদজলৌঘপূরিততয়া নাপেক্ষিতোঽশুগ্রহঃ।

সম্ভ্যার্থভ্রমবেত্য যো মুকুলিতে সব্যো করে কশ্মুনা।

সাদৃশ্যং গতবান্ স পাতু শিবয়োঃ সায়ন্তনোঃখ্যাঞ্জলিঃ ॥

১ একটি পুঁথি লেখা হয়েছিল ৩২১ লক্ষ্মণাদে (সাহিত্য-পরিবর্তনপত্রিকা সপ্তম ভাগ পৃ ৩৩)। আর একটি, মহাভারতের কর্ণপর্বের পুঁথি, লেখা হয়েছিল ৩০৭ লক্ষ্মণাদে (বিহার-উড়িয়া রিসার্চ সোসাইটির পত্রিকা প্রথম পৃ ৫৪৮)।

সার্কিং রাধিকয়া বনেমু বিহরহস্তাঃ কপোলস্থলে  
ঘর্যাত্তোবিসরং প্রসারিণমপাকর্তৃং করেণ স্পৃশনু ।  
তত্র প্রত্যুত সান্ত্বিকাম্বুমিলনাদৌ জায়মানে জবাদ্  
অব্যাদ্ বো বিফলপ্রয়াসবিকলে গোপালরূপো হরিঃ ॥

অর্থাৎ, কম্প উৎপন্ন হওয়া যা যত্নে কল্পিত হয়েছে, স্বেদজলে পূর্ণ বলে যা জলের অপেক্ষা করে নি, সন্ধ্যার ঔপযোগিতা বুঝে দক্ষিণ করে যা শাঁখের সাদৃশ্য পেয়েছে, শিব-শিবানীর পাণিধয়ের সেই সান্ধ্য-অর্ঘ্যাঞ্জলি সকলকে রক্ষা করুক ।

রাধিকার সঙ্গে বনে বিহার করতে করতে তাঁর গণ্ডস্থলে গড়িয়ে পড়া ঘামের ফোঁটাগুলি মুছে দিতে গিয়ে হাতের ছোয়া লাগায় রাধিকার অঙ্গে সান্ত্বিক ভাবের উদ্বেকে বেশি ঘাম হওয়ায় বিফলপ্রয়াস যে গোপালরূপ হরি তিনি তোমাদের পালন করুন ।

বাচস্পতি মহাদাননির্ণয় আরম্ভ করেছেন এই গোপাল-বন্দনা করে,

অভিনবনবনীতপ্ৰীতমাতাম্রনেত্রং

বিকচনলিনলম্বীস্পদ্বিসানন্দবক্তৃম্ ।

হৃদয়ভবনমধ্যে যোগিভিধ্যাতনীলং

নবগগনতমালশ্রামলং কঙ্কীদীড়ে ॥

অর্থাৎ, অভিনব নবনীতে প্রীত হয়ে যার নেত্র রাগরক্ত হয়েছে এবং সানন্দ বদন প্রফুল্ল কমলের শোভা হরণ করেছে, হৃদয়ভবনের মধ্যে নীলকান্তি থাকে যোগীরা ধ্যান করেন, নির্মল গগন ও তমালের মত শ্রামল এমন অনির্বচনীয় কাউকে আমি বন্দনা করি ।

ভৈরবেশ্বের অমুজঃ চন্দ্রসিংহের নাম বড় পাওয়া যায় না । কিন্তু “শ্রীচন্দ্রসিংহ-নৃপতের্দয়িতা” লখিমাদেবী অখ্যাত নন । ইনি ভাগিনেয় বা ভ্রাতৃস্পৃহ ( ? ) মিসরু-মিশ্রকে দিয়ে দুটি বই লিখিয়েছিলেন ‘পদার্থচন্দ্র’ (বা ‘পদার্থচন্দ্রিকা’ )<sup>২</sup> ও ‘বিবাদচন্দ্র’<sup>৩</sup> । বই দুটির নামকরণে লখিমাদেবীর স্বামিভক্তির পরিচয় বোধ

হয় রয়েছে। মিথিলার রাজপরম্পরার প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাসে ইনিই একমাত্র রাজ-মহিষী লখিমাদেবী। বিজ্ঞাপতির পদের ভনিতায় যে শিবসিংহ-মহিষী লখিমাদেবীর নাম বারবার পাই তা কোন পুথির শ্লোক অথবা পুষ্পিকার দ্বারা সমর্থিত হয় নি।

ভৈরবসিংহের ছুটি ছেলে, রামভদ্র ও পুরুষোত্তম। এঁরা সহোদর কিনা জানি না। তবে পুরুষোত্তমের মায়ের নাম ছিল জয়া। “শ্রীভৈরবেন্দ্রধরগী-পতিধর্মপত্নী রাজাধিরাজপুরুষোত্তমদেব-মাতা” জয়াদেবীর নিদেশে বাচস্পতি ‘দ্বৈতনির্ণয়’<sup>১</sup> রচনা করেছিলেন। কবি গজসিংহের ছুটি পদে নৃপ-পুরুষোত্তম ও অসমতিদেবীর উল্লেখ আছে।<sup>২</sup> ইনি ভৈরবসিংহের পুত্র পুরুষোত্তম হওয়াই সম্ভব বলে মনে করি।

রামভদ্রের বিরুদ্ধ ছিল “রূপনারায়ণ”। জীবনাথের একটি পদের ভনিতায় “মেধাদেউ-পতি” রূপনারায়ণের উল্লেখ আছে।<sup>৩</sup> এই রূপনারায়ণ রামভদ্র হলে মেধাদেবী এঁরই পত্নী নাম। রামভদ্রের সভাতেও ধর্মাদিকরণিক মহামহোপাধ্যায় বর্দ্ধমানকে পাই। বর্দ্ধমান ‘গঙ্গাকৃত্যবিবেক’ রচনা করেছিলেন “মহারাজাধিরাজ-হরিনাবায়ণাঙ্ক-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্ব্যমভদ্রদেবপাদানাং কৃতে”। গ্রন্থারম্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে ইনি বাজাব এই বংশপবম্পবা দিয়েছেন,

কামেশো মিথিলামশাসদুদভুদস্মাদ্ ভবেশঃ স্মৃতঃ

সংজ্ঞে হবিসিংহভূপতিরতো জাতো নৃসিংহো নৃপঃ।

তস্মাদ্ ভৈরবসিংহভূপতিবভূং শ্রীরামভদ্রস্তুতো

দীপাদীপ ইবাভবং স ইব সম্রাজাঃ গুণৈকজিতঃ ॥

গঙ্গাকৃত্যবিবেকে বর্দ্ধমান স্বরচিত ‘গয়াবিবি’ ( বা ‘গয়াকৃত্য’ ) নিবন্ধের নাম করেছেন। বোধ হয় এই বইটিকেই অনেকে বিজ্ঞাপতির রচনা ‘গয়াপত্তন’ (!) মনে করেছেন।

<sup>১</sup> মিত্র ২৭৫। <sup>২</sup> লোচনের রাগতরঙ্গিনীতে ( পৃ ৬৮, ৭২ ) উদ্ধৃত। <sup>৩</sup> ঐ পৃ ১১২। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত পদটি ( ৬০ ) বিজ্ঞাপতির ভনিতায় দিয়েছেন। <sup>৪</sup> ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পুথি ( প্রাচ্য ৩৫৬৭ A )। লিপিকাল ল-সং ৩৭৬ ( = ১৪২৬ )। কাওয়েল ভুল করেছেন রামভদ্রের স্থানে ভৈরবসিংহকে ধরে। ১৪২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভৈরবসিংহের বেঁচে থাকার কোন স্বাধীন প্রমাণ নেই।



বাচস্পতির পিতৃভক্তিরঙ্গিণীতে রামভদ্র উল্লিখিত হয়েছেন গ্রন্থের উত্তোক্তা বলে। তখনও তিনি রাজা হন নি। পুষ্পিকা,—“ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজশ্রীহরিনারায়ণায়ুজ-শ্রীরূপনারায়ণপদবীমলকৃত-মিথিলামণ্ডলাখণ্ডল-শ্রী রামভদ্রচরণাদিষ্টেন পরিষদা শ্রীবাচস্পতিশর্মাণা বিরচিতোহং শ্রাদ্ধকল্পঃ পরিপূর্ণঃ”।

১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেও রামভদ্র জীবিত ছিলেন। এর প্রমাণ পাই মহামহোপাধ্যায় হরিনাথের ‘স্মৃতিসার’-এর এক পুথির পুষ্পিকায়। সে পুথি লেখা হয়েছিল “সম্বৎ ৩৭৭ ফাল্গুন সুদি অষ্টম্যাং চন্দ্রে রত্নপুর-তপাসন্ন-গুএহিয়ারি-গ্রামে মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদরূপনারায়ণ-ভূজ্যমানায়াং তীরভূক্তো”।<sup>১</sup>

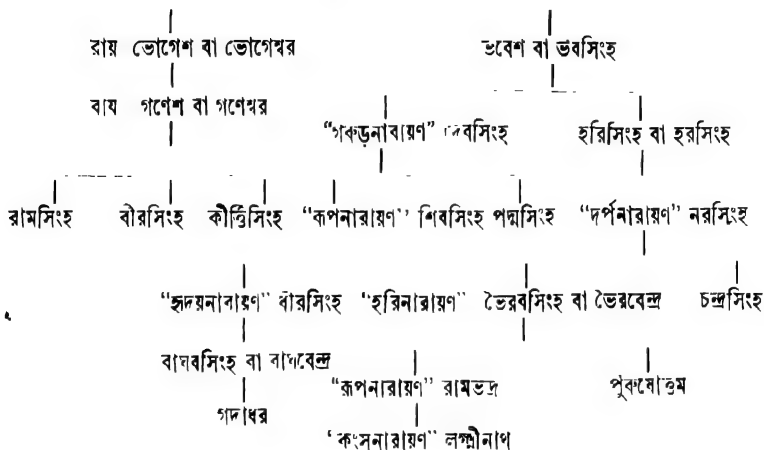
ধীরসিংহের পুত্র রাঘবেশ্বের ( বা রাঘবসিংহের ) এবং পৌত্র গদাধরের নাম আছে ‘তন্ত্রপ্রদীপ’-এ।<sup>২</sup> সারদাতিলকের এই টীকাটি কবেছিলেন বা করিয়েছিলেন গদাধর। গদাধরের নিদেশে নকল করা পুথির পুষ্পিকায় এঁর জীবকালের দুটি তারিখ মিলছে। ৩৭২ লক্ষ্মণাব্দে (= ১৪২১ ) ইনি ভোজদেবের ‘বিবিধ-বিদ্যাচতুর’<sup>৩</sup> পুথি লিখিয়েছিলেন শুভপতিকে দিয়ে। দু বছর পরে লিখিয়েছিলেন কৃত্যকল্পতরুর দানখণ্ড অংশের পুথি।<sup>৪</sup>

রামভদ্রের পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র “কংসনারায়ণ” লক্ষ্মীনাথ। ভৈরব-সিংহের সভাসদ “বৈজোলীগ্রামনিবাসি-বিখ্যাত-খোআলগ্রামীণ” মহামহোপাধ্যায় কৃচিপতি-শর্মা<sup>৫</sup> পুত্র “আগমাচার্য্য” হরপতি “সমস্তপ্রক্রিয়াবিরাজমান-শিবভক্তি-পরায়ণ-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমৎকংসনারায়ণ-শ্রীমল্লক্ষ্মীনাথদেব-প্রোৎসাহিতাজ্ঞয়া” তান্ত্রিক-পূজানিবন্ধ “মন্ত্রপ্রদীপ”<sup>৬</sup> লিখেছিলেন। লক্ষ্মীনাথের রাজ্যকালের একটি বছর জানা গেছে। ৩২২ লক্ষ্মণাব্দে (= ১৫১০ ) এই মহারাজাধিরাজ কংসনারায়ণ-দেবের জ্যেষ্ঠ উদয়কর দেবীমাহাত্ম্য-পুথি নকল করেছিলেন।<sup>৭</sup> লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে<sup>৮</sup> উদ্ধৃত গোবিন্দদাসের দুটি পদের ভূমিতায় কংসনারায়ণ ও তাঁর পত্নী সোরমদেবীর উল্লেখ আছে। এই গোবিন্দদাস যদি বাঙালী গোবিন্দদাস কবিরাজ না হন তবে এই কংসনারায়ণ লক্ষ্মীনাথ হতে পারেন।

<sup>১</sup> নেপাল-দরবারের পুথি। <sup>২</sup> মিত্র ২১৭২। লিপিকাল ১৪৩৩ শকাব্দ। <sup>৩</sup> নেপাল-দরবারের পুথি। <sup>৪</sup> গ ৪০২৬। <sup>৫</sup> এঁর উল্লেখ আগে করেছি। <sup>৬</sup> মিত্র ২০১১। <sup>৭</sup> নেপাল-দরবারের পুথি। <sup>৮</sup> পৃ ১০০-১১।

উপরের আলোচনায় নির্ধারিত তীরহুতের শ্রোত্রিয়-রাজবংশপরম্পরা বোঝবার সুবিধার জন্তে এখানে পীঠিকার আকারে দেওয়া গেল।

বাজপণ্ডিত কামেশ বা কামেশ্বর



বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত ও প্রচারিত পদাবলীর ভূমিতায় অনেক ব্যক্তির এবং পতিপত্নীর নাম পাওয়া যায়। কতকগুলিকে সহজেই কবির পোষ্টা রাজা-রানী বলে চিনতে পারা যায়। আর কতকগুলি কবির বন্ধু ও পোষ্টা-স্থানীয় রাজপরিজনের কিংবা রাজপরিবারের নাম বলে মনে হয়। যে যে নাম পাওয়া যায় তার ফিরিস্তি দিচ্ছি।

“ভোগীসর-রাও পদমা-দেই” পাই একটি পদে।<sup>১</sup> এঁরা কীর্তিসিংহের পিতা-মাতা হলে এবং ভূমিতা অকৃত্রিম হলে পদটি বিদ্যাপতির কবিস্বীবনের প্রথম দিকের রচনা।

“গ্যাসদীন সুলতান” আছে একটি পদে।<sup>২</sup> মনে হয় ইনি বাংলাদেশের ইলিয়াস-শাহী সুলতান ঘিয়াসু-দ্-দীন আজম-শাহ (রাজ্যকাল ১৩৯২-১৪১০)। নিজের লেখা একটি আংশিক কবিতা পূরণ করতে ইনি ফারসী কবি হাফেজকে আমন্ত্রণ করে শিরাজে লোক পাঠিয়েছিলেন। হাফেজ আসেন নি কিন্তু কবিতাটি পূরণ কবে দিয়েছিলেন। এসিয়ার একপ্রান্তে বিদ্যাপতি আর অপর প্রান্তে হাফেজ এই মহাকবিদ্বয়ের আত্মিক মিলন হয়েছিল এই গোড়-সুলতানের দরবারে।

“আলম-সাহ”-ও আছে একটিমাত্র পদে।<sup>৩</sup> কবির ভূমিতা “বিদ্যাপতি” নয়, “দস-অবধান” অর্থাৎ দশাবধান। এ বিরুদ্ধ বিদ্যাপতির হতে পারে। আলম-শাহ কে জানি না। তবে, এ যদি আজম-শাহের ভ্রাতুষ পাঠ হয় তবে এখানেও ঘিয়াসু-দ্-দীনের উল্লেখ পাচ্ছি।

“মালিক বহারদিন” উল্লিখিত হয়েছেন একটি পদে।<sup>৪</sup> মালিক অসলানের মত বহারু-দ্-দীনও কি তীরহতের শাসনকর্তা ছিলেন দিল্লীর জৌনপুরের অথবা গোড়ের তরফে?

<sup>১</sup> গুপ্ত ৮০১। <sup>২</sup> রাগতরঙ্গিনী পৃ ৫৭, গুপ্ত ২৬৮ (পাঠ “গ্যাসদেব”)। <sup>৩</sup> রাগতরঙ্গিনী পৃ ৮৫ পদকল্পতরু (ভূমিতাহীন); গুপ্ত “নানাপ্রকার” ৬। <sup>৪</sup> গুপ্ত ৪৩৮।

“নূপ দেবসিংহ-গুরুড়নারায়ণ হাসিনীদেই” মিলছে পাঁচটি পদে।<sup>১</sup> এঁরা শিবসিংহের পিতামাতা।

“গুরুড়নারায়ণ-নন্দন” “রূপনারায়ণ-শিবসিংহ” ও “লখিমাদেই” পাওয়া যায় বিস্তারিত পদে।<sup>২</sup> বিদ্যাপতির নকলকারীরা সবাই এই ভিনিতা চালিয়েছেন। একটি পদে আছে “লখিমাদেই-পতি রূপনারায়ণ সুখমাদেই-রমানে”।<sup>৩</sup> এক সঙ্গে দুজন রানীর উল্লেখ আর পাওয়া যায় নি, তাই ভিনিতায় গোলমাল আছে বলে মনে হয়। “রাজা রূপনারায়ণ...রাএ শিবসিংহ সুখমাদেই” আছে একটি পদে।<sup>৪</sup> একটি পদে পাই “শিবসিংহ সোরমদেবী”।<sup>৫</sup> এখানে হয় “সোরম” “সুখমা”-র ভ্রান্ত পাঠ, নয় পূর্বের পদ দুটি “সুখমা” “সোরম”-র ভ্রান্ত পাঠ। দুটি পদে আছে “রাজা শিবসিংহ...মোদবতীদেই-কন্ত”।<sup>৬</sup> একটি পদে পাই “শিবসিংহ রাজা...মধুমতিদেই-সুকন্তা”।<sup>৭</sup> এখানে “মধুমতী” “মোদবতী”-র ভুল পাঠ অথবা উপরের “মোদবতী” “মধুমতী”-র ভুল পাঠ হতে পারে। কীর্ত্তনানন্দে উদ্ধৃত একটি পদের ভিনিতায় আছে “রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ রেণুকদেবী-সুকন্তা”। মিথিলার পাঠে আছে “লখিমাদেই-সুকন্তা”।<sup>৮</sup> এই পাঠই ঠিক। একটি পদে আছে “রাএ শিবসিংহ-রূপিনীদেই”।<sup>৯</sup> রূপিনীদেবীকে অন্তত মন্ত্রী রত্নধরের পত্নীরূপে পাই।<sup>১০</sup> স্মরণ্য এই ভিনিতায় ভুল আছে।

“হরিসিংহদেব” পাই একটি পদে।<sup>১১</sup> ইনি শিবসিংহের পিতৃব্য হরিসিংহ বলে মনে হয়।

একটি পদে আছে “হিন্দুপতি”।<sup>১২</sup> “হিন্দুপতি” ছিল কাগাঁট-বংশীয় হরসিংহদেবের বিরুদ্ধে। কবি উমাপতির অনেকগুলি পদের ভিনিতায় “হিন্দুপতি” আছে। পদটি তাই উমাপতির রচনা বলে মনে করি। অতএব কবির ভিনিতা “বিদ্যাপতি” না হয়ে “উমাপতি” হতে পারে।

- রাগতরঙ্গিনীতে দুটি আছে (পৃ ৪৬, ৮৩)। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্কলনে আরো তিনটি আছে,—৫৫ (পাঠান্তরে), ২৬৯, ৪১৮ (“গজসিংহদেব” বদলে “নূপ সিংহ দেব” পড়তে হবে)।

<sup>২</sup> রাগতরঙ্গিনীতে আছে চৌদ্দটি, তার মধ্যে একটিতে (পৃ ১০৭) পাই “শিবসিংহ-রাউ”। গুপ্ত ৪০৭।

<sup>৩</sup> প্র ১২৭। <sup>৪</sup> রাগতরঙ্গিনী পৃ ৯৬। <sup>৫</sup> গ্রীষ্মদর্শন ৭৫ (গুপ্ত ৬৯৩), গুপ্ত ৭৪৮। <sup>৬</sup> গুপ্ত ১৮৬।

<sup>৭</sup> প্র ৫০। <sup>৮</sup> প্র ৬৭৮। <sup>৯</sup> প্র ৩৩৩। <sup>১০</sup> পৃ ৭৬৩। <sup>১১</sup> গ্রীষ্মদর্শন ২৭ (গুপ্ত ১৫৩)।

একটি পদে “নৃপ রাঘব”,<sup>১</sup> একটি পদে “রাঘবসিংহ-সোনমতী”,<sup>২</sup> আর একটি পদে “মোদবতী-পতি রাঘবসিংহ,”<sup>৩</sup> উল্লিখিত হয়েছেন। এই রাঘবসিংহ যদি ধীরসিংহের পুত্র হন তবে পদগুলি বিদ্যাপতির রচনা হওয়া একেবারে অসম্ভব না হতে পারে। তবে রাগতরঙ্গিনীতে এই ভনিতার কোন পদ নেই। সেইজন্তে মনে হয় যে ইনি দরভঙ্গা-রাজবংশের রাঘবসিংহ।

দুটি মল্লিদম্পতীর উল্লেখ আছে কয়েকটি পদে, “মতি ( = মতী ) মহেশ ( মহেশ্বর ) রেণুকাদেবী”<sup>৪</sup> এবং “মতি ( = মতী ) রতিধর রূপিনীদেই”<sup>৫</sup>।

যে পদটিতে “রাএ” দামোদরের উল্লেখ রয়েছে তাতে বিদ্যাপতির বিরুদ্ধ পাই দশশতাবধান ( “দশা সএ অবধান” )।<sup>৬</sup>

“অরজুন-রাএ”-র সঙ্গে “কমলাদেবী”-কে পাই দুটি পদে,<sup>৭</sup> “গুণাদেই রানি”-কে একটি পদে<sup>৮</sup>।

একটি পদে আছে “কুমর অমর জ্ঞানোদেই”।<sup>৯</sup>

“চন্দল ( চন্দন )-দেইপতি বৈজলদেবা ( বৈদনাথ )”-র উল্লেখ রয়েছে দুটি পদে।<sup>১০</sup>

শঙ্কর (?) ও “জএমতীদেই”-র নাম পাই একটি পদে।<sup>১১</sup>

১ গ্রীষ্মর্দ ৬১ ( গুপ্ত ৭০০ )। ২ গুপ্ত ৭২৪। ৩ গ্রীষ্মর্দ ৭৬ ( গুপ্ত ৭৮৪ )। ৪ রাগতরঙ্গিনী পৃ ৪২ ( গুপ্ত ৬০২ ), গুপ্ত ৭৬, ৮০৩। ৫ গুপ্ত ৩৩৩। ৬ ঐ ১২০। ৭ ঐ ৯২, ৩০০। ৮ ঐ ৭২৫।

৯ ঐ ৭২৫। ১০ রাগতরঙ্গিনী পৃ ১০৮ ( গুপ্ত হরগোবিন্দ ) ১২, গুপ্ত ঐ ১২। ১১ গুপ্ত ৩৫৭।

বিদ্যাপতির কোন পদে তাঁর নামের সঙ্গে যে বিশেষণ বিরুদ্ধ বা উপাধি ব্যবহৃত হয়েছে তা যদি আর কোন পদে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় তবে সে পদকে বিদ্যাপতির রচনা বলে নির্ধারণ করা সঙ্গত হবে না অথবা হেতু না থাকলে। বিদ্যাপতির নামের গৌরব খুবই হয়েছিল, স্তবরাং নিজের নাম বাদ দিয়ে কবি যে বিরুদ্ধ মাত্র ব্যবহার করবেন তা মনে হয় না। তবে যেখানে ছন্দে বাধে সেখানে “বিদ্যাপতি”-র স্থানে নামাস্তর বা বিরুদ্ধ থাকা স্বাভাবিক। কবিজীবনের প্রথমে যখন বিদ্যাপতি নাম প্রথিত হয় নি, তখনও বিরুদ্ধ ব্যবহার অনপেক্ষিত নয়। এই যুক্তি অনুসারে “অভিনব-জয়দেব” ভনিতায় অবহট্ট পদটি<sup>১</sup> বিদ্যাপতির লেখা বলা যেতে পারে। “বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার”-এ কোন আপত্তি নেই, তবে “কবিকণ্ঠহার” থাকলে তা বিদ্যাপতিরই পদ হবে এমন কথা বলা চলে না। তবে সেই সঙ্গে শিবসিংহ-লখিমা ইত্যাদি থাকলে<sup>২</sup> পদ বিদ্যাপতির রচনা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। “কবিশেখর” হয়ত বিদ্যাপতির অগ্রতম বিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু শুধু “কবিশেখর”-ও অনেকে ছিলেন।

বিদ্যাপতির পদাবলীতে আর যে সব কবির পদ ঢুকে গেছে তাঁদের আলোচনা করি।

### যশোধর

“নব-কবিশেখর” যশোধর ভনিতার পদটিতে “সাহ হুসেন”-এর উল্লেখ আছে। পদটি মিলেছে শুধু রাগতরঙ্গিনীতে।<sup>৩</sup> নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত “যশোধর” বদলে “বিদ্যাপতি” করেছেন। হুসেন-শাহকে এখানে পঞ্চগৌড়েখর বলা হয় নি, তাই মনে হয় যে ইনি জৌনপুরের শেষ সুলতান হুসেন-শাহ শকৌ, যিনি রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে প্রথমে তীরহতে পরে বাংলায় এসে গোড়-সুলতান হুসেন-শাহার আশ্রয়ে শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন। যশোধর নামও মৈথিল ধরণের, জগদ্ধর-রুদ্রধর-লক্ষ্মীধরের মত। যশোবাজ-খানের সঙ্গে যশোধরকে এক মনে করলে ভুল করা হবে।

১ গুপ্ত “নানাপ্রকার” ১০। ২ রাগতরঙ্গিনী পৃ ৫২, ৯১। ৩ প্র পৃ ৬৭।

## কবি-রতনাঞ্জী

কবিরতনাঞ্জী ও কবিরতন ভনিতায় দুটি পদ আছে রাগতরঙ্গীতে।<sup>১</sup> প্রথম পদের ভনিতায় “দেবলদেবি লখনচন্দ-রাজা” উল্লিখিত আছেন। দ্বিতীয়টি শিব-বন্দনা। রাগতরঙ্গীতে দুটি ভনিতাহীন পদে রাজা লখনচন্দের নাম আছে,<sup>২</sup> তার মধ্যে প্রথমটি গদ্যপদ্য ( “দণ্ডক” ) ছন্দে লেখা। এ দুটিও কবি-রত্নের রচনা হতে পারে।

এক “কবিরত্ন” বিষ্ণুদেব, যিনি “বিদিতো বিদেহে করষহাবংশজ-বংশগোত্রঃ” রামদত্তের প্রপৌত্র বাসুদেবের পৌত্র এবং রঘুনন্দন-সত্যবতীর পুত্র ছিলেন, ১৫৬৮ ( “বসু-রস-শর-শশী” ) শকাব্দে ( = ১৬৪৬ ) ‘রত্নকলাপ’ লিখেছিলেন।<sup>৩</sup> ইনিই কি কবি ?

## ভানু

এই ভনিতার পদটিতে<sup>৪</sup> চন্দ্রসিংহের উল্লেখ আছে। এই চন্দ্রসিংহ “দর্পনারায়ণ” নরসিংহের পুত্র হতে পরেন। ভোল বা সঙ্কলিত যিথিলাগীতসংগ্রহে<sup>৫</sup> যে ভানুনাথ কবির পদ সঙ্কলিত হয়েছে তার ভনিতায় মহেশ্বরসিংহের উল্লেখ আছে। এই মহেশ্বর সিংহ যদি দরভঙ্গার বর্তমান রাজবংশের মহেশ্বরসিংহ হন তবে ভানুনাথ প্রায় আধুনিক কালের লোক হয়ে পড়েন।

## রুদ্রধর

এই ভনিতার পদটিতে<sup>৬</sup> “রূপনারায়ণ”-শিবসিংহের ও লখিমার নাম আছে। এই কবি যদি ‘ত্রতপদ্ধতি’, ‘শুদ্ধিবিবেক’, ‘বর্ষকৃত্য’ প্রভৃতি নিবন্ধের সঙ্কলয়িতা স্মার্ত পণ্ডিত রুদ্রধর-উপাধ্যায় হন তবে ইনি পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগের লোক ছিলেন।

<sup>১</sup> পৃ ৭৬-৭৭ ( গুপ্ত ১৬ বিজ্ঞাপতি-ভনিতায় ), পৃ ১০৫ ( গুপ্ত “হরগৌরী” ৭; বিকৃতপাঠ, চারটি বেশি ছত্র )। <sup>২</sup> পৃ ৮৮-৮৯, ১১০। <sup>৩</sup> নেপাল-দরবারের পুথি। লিপিকাল ১৬১২ শকাব্দ।

<sup>৪</sup> গুপ্ত ৩২২ ( “নেপালের পুথি” )।

<sup>৫</sup> প্রথমভাগ, পদসংখ্যা ২।

<sup>৬</sup> গুপ্ত ৫০১ ( “নেপালের পুথি” )।

## গজসিংহ

রাগতরঙ্গিণীতে: “গুণময় কবি” গজসিংহের তিনটি পদ আছে। একটিতে “নৃপ-পুরুষোত্তম অসমতিদেই”-র উল্লেখ আছে, অপরটিতে শুধু নৃপ-পুরুষোত্তমের নাম আছে। জয়াদেবীর গর্ভে “হরিনারায়ণ” ভৈরবেশ্বরের এক পুত্র জন্মেছিল পুরুষোত্তম নামে। এই “রাজাধিরাজ পুরুষোত্তমদেব”-এর মাতা জয়াদেবীর অহুরোবে মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি-মিশ্র ‘দৈতনির্গম’<sup>১</sup> লিখেছিলেন। গজসিংহের উদ্ভিষ্ট নৃপ এই পুরুষোত্তম হতে পারেন।

## গোবিন্দদাস

রাগতরঙ্গিণীতে দুটি পদ আছে যথাক্রমে গোবিন্দ ও গোবিন্দদাস ভনিতায়।<sup>২</sup> দুটি পদেই কংসনারায়ণ-সোরমদেবীর উল্লেখ আছে। এই “কংসনারায়ণ” “রূপনারায়ণ”-রামভদ্রের পুত্র লক্ষ্মীনাথ হওয়া অসম্ভব নয়। প্রথম পদে বাংলার ছন্দঃস্পন্দ অমুভূত হয়। স্তবরাং বাঙালী কবির দাবি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ষোড়শ শতকের শেষার্ধ্বে উত্তরবঙ্গে এক জমিদার ছিলেন কংসনারায়ণ নামে। কিন্তু বাঙালী কোন পদকর্তা ভনিতায় রাজার সঙ্গে রানীর নাম করেন নি।

## কংসনারায়ণ

এই ভনিতায় দুটি পদ আছে রাগতরঙ্গিণীতে<sup>৩</sup> আর একটি নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্কলনে<sup>৪</sup>। রাগতরঙ্গিণীর প্রথম পদটি কীর্ত্তনানন্দে বিদ্যাপতির ভনিতায় আছে। দ্বিতীয়পদের ভনিতায় গোলমাল কিছু আছে,

সুখি-সমাদ সমাদরে সমদল

নসিরাসাহ সুরতানে

নসিরাত্তপতি সোরমদেই-পতি-

কংসনরাএন ভানে ॥

পদটি কি পূর্বোক্ত গোবিন্দদাসের রচনা ?

১ পৃ ৫০, ৬৮, ৭২। শেষের পদটিতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ধৃত পাঠে শিবসিংহ-লিখিত আছে।

২ মিত্র ২৭৫। ৩ পৃ ১০০, ১০১ (গুপ্ত ৫২৩ বিজ্ঞাপতি-ভনিতায়)। ৪ পৃ ৭৭, ৯৭। ৫ ৪৭৯।



## জীবনাথ

এঁর একটি পদ আছে রাগতরঙ্গিণীতে।<sup>১</sup> এই ভনিতায় আর একটি পদ আছে মিথিলাগীতসংগ্রহে।<sup>২</sup> প্রথম পদের ভনিতায় “মেধাদেই-পতি রূপনারায়ণ”-এর উল্লেখ আছে। এই “রূপনারায়ণ” রামভদ্র হওয়া সম্ভব।

## অমিয়কর

রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত “এমিঞকর” ভনিতার পদটিতে<sup>৩</sup> “রূপনারায়ণ”-শিবসিংহ ও লখিমাদেবীর উল্লেখ আছে। গ্রীষ্মস্নেহের সঙ্কলনে<sup>৪</sup> লখিমার স্থানে “প্রাণবতী” আছে। নগেন্দ্রনাথের সঙ্কলনে<sup>৫</sup> “অমিয়কর” বদলে “সুকবি ভনতি” পাই।

## ধরণীধর

রাগতরঙ্গিণীতে এই ভনিতায় পদটি<sup>৬</sup> “মোরঙ্গিআ কোড়ার” রাগিণীর উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হয়েছে। কবি বোধ হয় নেপাল-তরাইয়ের অধিবাসী ছিলেন।

## ভবানীনাথ

এঁর একটিমাত্র পদ রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হয়েছে।<sup>৭</sup> ভনিতায় “নৃপ-দেব”-এর উল্লেখ আছে,

ভবানীনাথ হেন ভানে

নৃপ-দেব জত রস জানে...

নগেন্দ্রনাথের সঙ্কলনে ভনিতাটি এইভাবে পরিবর্তিত হয়েছে,

কবি বিদ্যাপতি ভানে

নৃপ সিবসিংঘ রস জানে...

পদটি রাধাকৃষ্ণের নোকাবিলাসের। ছন্দে অভিনবত্ব আছে। ভাষায় বাংলার রেশ পাই।

<sup>১</sup> পৃ ১১১-১২।    <sup>২</sup> দ্বিতীয় ভাগ পদসংখ্যা ৪১।    <sup>৩</sup> পৃ ৮৪।    <sup>৪</sup> ৩৭।    <sup>৫</sup> ৩১৭।

<sup>৬</sup> পৃ ৯৮ (গুপ্ত ৭২২ বিদ্যাপতি-ভনিতায়)।    <sup>৭</sup> পৃ ৯৫ (গুপ্ত ১২৬ বিদ্যাপতি-ভনিতায়)।

## প্রীতিনাথ

“নূপ” প্রীতিনাথ ভনিতার পদটি রাগতরঙ্গিণীতে পাওয়া গেছে।<sup>১</sup> নগেন্দ্রনাথ চালিয়েছেন বিদ্যাপতির নামে।<sup>২</sup>

## কবি-কুমুদী

এঁর পদটিও রাগতরঙ্গিণীতে মিলেছে<sup>৩</sup> এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক বিদ্যাপতির ভনিতায় পরিবর্তিত হয়েছে।<sup>৪</sup>

## লখিমীনাথ

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্কলনে এই ভনিতায় একটি পদ আছে।<sup>৫</sup> এঁকে “কংসনারায়ণ” লক্ষ্মীনাথ মনে করবার কারণ নেই।

১ পৃ ৮০।    ২ ৩৪২।    ৩ পৃ ৬৭।,    ৪ ৬৪১।    ৫ ১৬৩।



নেপালে ও মোরঙ্গে (অর্থাৎ নেপালের তরাইয়ে) বাঙালী কবি-পণ্ডিতের গতিবিধি অনেকদিন থেকেই ছিল। বাঙালী বৌদ্ধদেরও প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল এই দেশ। বাঙালীর লেখা সব চেয়ে প্রাচীন পুথি যা মহাকালের গ্রাস এড়িয়ে এসেছে তা ছিল নেপালেই। দ্বাদশ শতাব্দীতে নেপালে বাঙালী বাসিন্দা খুব কম ছিল না। ৩১৩ নেপাল-সংবতে (= ১১২৩) “রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীলক্ষ্মীকাম-দেবশু বিজয়রাজ্যে” নেপালে বসে বাংলা অক্ষরে বাঙালী পণ্ডিতের লেখা ‘নাগানন্দ’ নাটকের পুথি নেপাল-দরবারের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে নেপালের মল্ল-রাজবংশের গুরু ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ। চতুর্দশ শতকের মাঝখানে এই রাজগুরু ছিলেন রামদাস। এঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্মগুপ্ত ছিলেন “পরমরাজকবি”। ধর্মগুপ্ত তাঁর পিতার সম্বন্ধে বলেছেন,

বিখ্যাতো জগতীতলে স জয়তি ত্রীকণ্ঠপূজাপরো

নেপালাবনিপালমণ্ডলগুরুঃ শ্রীরামদাসঃ [কৃতী] ।...

বাপ ছেলেকে সমস্তে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে কথা ধর্মগুপ্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন তাঁর একটি নাট্যরচনার উপসংহারে,

পিত্রা পুত্রকুপাপরেণ নিপুণং শাস্ত্রান্বয়ং শিক্ষিত

এতাং ভাবরসোজ্জ্বলাং স কৃতবান্ রামাঙ্কিতাং নাটিকাম্ ॥

রাজকবি ধর্মগুপ্ত খ্যাত ছিলেন “বালবাগীশ্বর” বা “বালসরস্বতী” বলে।<sup>১</sup> এঁর লেখা দুটি নাটক পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ‘রামাঙ্ক-নাটিকা’ আগেকার রচনা বলে মনে হয়।<sup>২</sup> নাটিকাটির প্রথম অভিনয় হয়েছিল ললিতাপুরে (ললিতাপত্তন বা পাটনে)। প্রস্তাবনায় গণেশবন্দনায় এই কথা আছে,

মণিনাগশিরোমণিদীধিতিভী-

রুচিরং স্কৃতিদূতয়া ত্রয়তে ।

১ রামাঙ্ক-নাটিকা পুথির শেষে আছে,—“তেনৈব ধর্মগুপ্তেন শ্রীমতা রামদাসিনা ।

বালবাগীশ্বরেণয়ং লিখিতা রামাঙ্কনাটিকা” ।

২ কেম্ব্রিজ পুথি অতিরিক্ত ১৪০৭ (বেগুলের বিবরণী)। লিপিকাল—এবং রচনাকাল—নেপাল-সংবৎ ৪৮০ (= ১৩৬০) ।

ললিতাপুরমেতদিহারতো

গণনাথ বিনাশয় বিল্লগণম্ ॥

দ্বিতীয় বচনা ‘রামায়ণ-নাটক’<sup>১</sup>। “শ্রীমতো ভগবতো গোপালেশ্বরস্মারাদন-পরায়ণেন শ্রীশিখরনারায়ণচরণসেবকেন শ্রীরুক্মিণীতংপরেণ সুরকীকুলকমলকানন-বিকাশনৈকভাস্করেণ-শ্রীমতা জয়যুথসিংহদেবেন” আদিষ্ট হয়ে হরিশঙ্কররথমাত্রা-মহোৎসবপ্রসঙ্গে নানাदिगदेशসমাগত সভাসদ্বর্গের বিনোদের জন্মে “তত্র ভবতঃ শ্রীরামদাসহৃদয়নন্দনস্ত পরমরাজকবেরাধ্যশ্রীবালসরস্বতীপ্রথিতকীর্তিমণ্ডলস্ত শ্রীমতো ধর্মগুপ্তস্ত অভিনবকৃতং চতুরঙ্ক-রামায়ণনাটকম্” রচিত ও অভিনীত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন এই নাটক ও রামায়ণ-নাটক একই বই। তা নয় বলেই এটিকে কবি “অভিনবকৃত” বলেছেন। উপাধির ঘটা দেখে স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যেতে পারে যে রামায়ণ-নাটক তাঁর প্রৌঢ় বয়সের লেখা।

ধর্মগুপ্তেরা যে বাঙালী ছিলেন তার অব্যর্থ প্রমাণ মিলছে কবির পুত্র রামগুপ্তের নকল করা মহাভাবত পুথিতে।<sup>২</sup> মহাপ্রস্থান-পর্বের এই পুথিটি রামদাস নকল করেছিলেন বঙ্গাব্দে ৫৪৫ নেপাল-সংবতে (= ১৪২৫) “মহাপাত্র-শ্রীরাজসিংহদেবঃ মহামাত্যশ্রীনাথসিংহঃ এতয়োঃ শিরোভূতপ্রস্তাবক্ষণে”। রাজসিংহ-শ্রীনাথসিংহও নিশ্চয়ই বাঙালী ছিলেন। তা না হলে তাঁরা বাংলা অক্ষরে পুথি লেখাতেন না। পুথির শেষে লিপিকর আত্মপরিচয় দিয়ে পোষ্টাদের আশীর্বাদ করেছেন এই বলে,

সদ্বামদাসকবিনন্দনো যঃ

সো বালবাগীশ্বরধর্মগুপ্তঃ ।

তস্তাশুজঃ পণ্ডিতরাজগুপ্তো

ব্রাতা স্ততশ্চাশ্চি চ রামগুপ্তঃ ॥

এতৎ ব্যাখ্যান কথিতুম্ভয়ানামশিষ্টকম্ ।

তেন স্বরয়া লিখিতং ন দোষ প্রিয়স্ব বৃধৈঃ ॥

স্বখীভবন্ত শ্রীসপ্তকুটুম্ব শ্রী[উ]ভয়মহাপাত্রাণাম্ ।

<sup>১</sup> নেপাল-দরবারের পুথি ।

বালবাগীশ্বরের পুত্র আর পণ্ডিত-রাজগুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্র হলে কি হয় রামগুপ্তের সংস্কৃতজ্ঞান পরিচয় দেওয়ার মত ছিল না। পুষ্পিকার শেষ তিন ছত্রের ভাষা বৌদ্ধ সংস্কৃত বললেই হয়।

মিথিলার শেষ স্বাধীন রাজা কর্ণাটবংশীয় হরসিংহদেবের সভায় অন্তত দুজন নাট্যকারকে পাচ্ছি, জ্যোতিরীশ্বর ও উমাপতি। “কবিশেখরাচার্য্য” জ্যোতিরীশ্বর লিখেছিলেন ‘ধূর্তসমাগম’ গ্রন্থসন।<sup>১</sup> গোড়াতেই স্নলতান-বিজয়ী হরসিংহদেবের প্রশস্তি আছে,

নানাযোধনিরুদ্ধনির্জিতস্বরত্রাণত্রসদ্বাহিনী-  
নৃত্যদভীমকবন্ধমেলকদলদভূমিভ্রমভূধরঃ।  
অস্তি শ্রীহরসিংহদেবনূপতিঃ কর্ণাটচূড়ামণি-  
দৃপ্যং পার্থিবসার্থমৌলিমুকুটগুস্তাভ্রিপঙ্কেকঃ ॥

জ্যোতিরীশ্বরের ‘বর্ণনরত্নাকর’ মৈথিল ভাষাব সব চেয়ে পুরানো বই, গড়ে লেখা।<sup>২</sup>

“মহামহোপাধ্যায় কবিপণ্ডিতমুখ্য” উমাপতি-উপাধ্যায় সেকালে প্রচলিত ভাষাগীতি-সংবলিত নাট্যরচনার আদর্শে ‘পারিজাতমঙ্গল’ বা ‘পারিজাতহরণ-নাটক’<sup>৩</sup> লিখেছিলেন “যবনবনচ্ছেদনকরালকরবাল”, বিচ্ছেদগতচতুর্বেদপথপ্রকাশ”, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর “দশমাবতার, “হিন্দুপতি” হরসিংহদেবের আমন্ত্রণে সমাগত ভূপালমণ্ডলের বীররসাবেশ শমনের উদ্দেশ্যে। পারিজাতমঙ্গলে মৈথিল পদ আছে একুশটি। জয়দেবের পদাবলীর মত এগুলিও নাট্যরচনাটির সর্বস্ব।

পূর্বপশ্চিমের সমবেত মুসলমান-শক্তির আক্রমণ বারবার ব্যর্থ কবে অবশেষে পরাজিত হয়ে হরসিংহদেবকে মিথিলা ত্যাগ করে তাঁর রাজ্যের উত্তরভাগে মোরঙ্গে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এ ঘটনা ঘটেছিল ১২৪৫ (“বাণাক্ষি-যুগ্ম-শলী”,

<sup>১</sup> গ ৫৩৪০, ৫৩৪১। <sup>২</sup> ত্রিযুক্ত ববুয়া মিশ্র ও ত্রিযুক্ত হনুতীকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৪১)।

<sup>৩</sup> মিথিলায় মুদ্রিত। বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির পত্রিকা তৃতীয় খণ্ডে গ্রীসন কর্তৃক প্রকাশিত।

“বাণাক্ষি-মাস”) শকাব্দে (— ১৩২৩-২৪)।<sup>১</sup> হরসিংহদেবের উত্তর প্রদেশে আসার পর থেকে নেপাল-মোরঙ্গে নাটগীতির ও পদাবলীর চর্চা জাঁকিয়ে উঠেছিল। হরসিংহের পৌত্রী, জগৎসিংহের<sup>২</sup> কন্যা, রাজলদেবীর বিবাহ হয়েছিল নেপালের যুবরাজ জয়স্বিত্তিমল্লের সঙ্গে ৪৭৪ নেপাল-সংবতে (— ১৩৫৪)। জয়স্বিত্তিমল্লের সভাকবি, “নাট্যবেদবিশাবদ” রাজবর্দ্ধনের পুত্র মণিক<sup>৩</sup>, রাজার নিদেশে ‘অভিনব-রাঘবানন্দ’<sup>৪</sup> ও ভৈরবানন্দ’<sup>৫</sup> নামে দুখানি নাটক লিখেছিলেন। অভিনবরাঘবানন্দ-নাটকের বিষয় রামায়ণ-কাহিনী। রচনার উপলক্ষ্য জয়স্বিত্তিমল্লদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার জয়ধর্মমল্লের “রঘুকুলোচিত্রতত্ত্বভঙ্গমহোৎসবপ্রসঙ্গ”। ভৈরবানন্দ-নাটকের বিষয় পুরাণের ধরণের রোমাটিক কাহিনী। এটি লেখা হয়েছিল রাজকুমারের বিবাহোৎসব উপলক্ষ্যে।

চন্দনবর্মার পুত্র, জয়স্বিত্তিমল্লদেবের মন্ত্রী, জয়তবর্মার জ্যেষ্ঠ মণিক<sup>৬</sup> মানবন্ধ্যায়শাস্ত্র অনুবাদ করেছিলেন নেপালের ভাষা নেওয়ারীতে ৫০০ নেপাল-সংবতে ( ১৩৮০ )।<sup>৭</sup> এই জয়তই কি নেপালে লেখা সব-চেয়ে পুরানো নাটক যা পাওয়া গেছে, ‘মহীরাবণবধ’, তার রচয়িতা? জয়স্বিত্তিমল্লদেবের রাজ্যকালে ৪৫৭ নেপাল-সংবতে (— ১৩৩৭) নাটকটি লেখা হয়েছিল। পুথিও এই সময়ের। কবি তখন তরুণ এবং তখনো রাজসভায় আসন পান নি। মহীরাবণবধ রচনার উদ্যোক্তা ছিলেন “মহাপাত্র” ( অর্থাৎ রাজসভাসদ ) জয়শীহমল্লবর্ম। পুথিটি মহাপাত্র নিজে নকল করেছিলেন, “শ্রীজয়শীহমল্লবর্মণৈঃ সত্ত্বার্থহেতুনা স্বহস্তেন লিখিতম্”। “উত্তরবিহার-মহাপাত্র”-এর এই সাহিত্যপ্রীতি প্রশংসনীয়।

পঞ্চদশ শতকেব শেষ প্রান্তে জয়ধর্মমল্লদেবের মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য ভাগ হয়ে গেল তিন ছেলের মধ্যে। বড় ছেলে রাজ্য করতে থাকেন পুরানো রাজধানী ভাতগাঁও ( ভক্তপত্তন বা ভক্তপুৰী ) নিয়ে। অন্যজ দুজন রাজধানী করলেন

<sup>১</sup> ই ৭৭৭৫। জার্মান প্রাচ্যপন্নিদের পুথি ( পিশেলের বিবরণী )।

<sup>২</sup> নেপাল-দরবারের প্রাচীন ‘বংশাবলী’ পুথিতে কর্ণাটবংশজ তিরুজতিয়া জগৎসিংহ-কুমারের উল্লেখ আছে। পারিজাতমঞ্জলের দুটি গদের ভনিতায় হরসিংহের পটমহাদেবী “জগ-মাতা” বলে উল্লিখিত হয়েছেন। <sup>৩</sup> পুরানাম ছিল বোধ হয় মণিবর্দ্ধন। <sup>৪</sup> কেম্ব্রিজ পুথি অতিরিক্ত ১৬৫৮ ( বেঙলের বিবরণী )। <sup>৫</sup> নেপাল-দরবারের পুথি।

যথাক্রমে কাঠমাণ্ডুতে ও বনেপায়। বনেপার জয়রামল্লদেবের অনুসরণ করে পরবর্তী একাধিক রাজা নিজের নামে নাটক চালিয়েছিলেন। জয়রামল্লের ‘পাণ্ডববিজয়’ নাটকে তাঁর মহিষী নাথল্লদেবী ও পুত্র বিজয়মল্লের নাম আছে।

উমাপতি-উপাধ্যায়ের মত বিদ্যাপতিও সম্ভবত সঙ্গীতনাটক লিখেছিলেন। ‘মণিমঞ্জরী’ নাটিকা এবং ‘গোরক্ষবিজয়’ নাটক বিদ্যাপতির লেখা বলে অনেকে মনে করেন। প্রথমটির খোঁজ পাই নি, দ্বিতীয়টির নেপালে প্রাপ্ত পুথির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি বছর তিন চার আগে দেখেছিলুম। কিন্তু পুথি সবটা না দেখলে এসম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনী নিয়ে নাটক নেপালে লেখা হয়েছিল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে।

এই প্রসঙ্গে ‘মাধবানলকথা’-র উল্লেখ করি। সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষায় গদ্যো-পদ্যো লেখা এই ছোট রোমান্টিক কাব্য একাধিক কবির নামে পাওয়া গেছে। একটি পুথির শুধু পুষ্পিকায় পাই “ইতি শ্রীবিদ্যাপতিবিরচিতা মাধবানলকথা সমাপ্তা”।<sup>১</sup> এই পুথির সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক সবই রয়েছে আনন্দধরের মাধবানলকামকন্দলা কাব্যে। রচনার মধ্যে বিদ্যাপতির নাম অথবা স্বতন্ত্র রচনা কিছুই নেই। সুতরাং এটিকে বিদ্যাপতির রচনা মনে করলে ভুল হবে।

বিদ্যাপতি যে একটি প্রহসন ( অথবা কৃষ্ণলীলা নাটিকা ) রচনা করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্কলনে একটি পদ আছে<sup>২</sup> যেটি এই রকম কোন পাঠ্যরচনার অন্তর্গত ছিল বলে মনে করি। সেকালের এক-ধরণের নাটগীতে পাত্রপাত্রী রঙ্গভূমিতে প্রথম প্রবেশ করেই হয় গান গেয়ে নয় শ্লোক পড়ে নিজের নিজের ভূমিকার পরিচয় দিত দর্শকশ্রোতাদের কাছে।<sup>৩</sup> যেমন, সিদ্ধিনরসিংহদেবের নিদেশে লেখা হরিশ্চন্দ্র-নাটে<sup>৪</sup> কালিকাদেবীর বন্দনার পর নাটমঞ্চে পাত্রপাত্রীর একে একে এইরূপে আবির্ভাব,

<sup>১</sup> গ ১০৪৬০। লিপিকাল সংবৎ ১৮১০ শকাব্দ ১৬৭৫ ( = ১৭৫৩ )। <sup>২</sup> “নানাপ্রকার” ১৫।

<sup>৩</sup> ভারতচন্দ্র-রায়ের অসমাপ্ত শেষ রচনা চণ্ডী-নাটকেও এই রকম দেখি।

<sup>৪</sup> জার্মান প্রাচ্য পরিষদের পুথি ( পিশেলের বিবরণী )।

হরিশ্চন্দ্র ॥ সমস্ত পৃথ্বীপতিরগ্রগস্তা  
যুদ্ধে ধনে ত্রীদশমোহতিদাতা ।  
গুণেন বাচা যশসাদ্বিতীয়ঃ  
সোহং হরিশ্চন্দ্র ইহাগতোহস্মি ॥

মদনাবতী ॥ প্রোংফুল্পদ্বায়তপত্নেনত্রা  
স্ববর্ণবর্ণা শরদিন্দুবক্তা ।  
রূপৈরুদারৈর্ধ্যরুপমানবাহা  
তব প্রিয়াং মদনেতি নাম্না ॥

বোহিদাশ ॥ হৃদয়বিরাজিততরলিতহারঃ  
শীলযুতঃ কৃতনীতিবিচারঃ ।  
বোহিদাশ ইতি বিদিতকুমারঃ  
সোহং বালঃ তনুস্বকুমারঃ ॥

বিশ্বামিত্র ॥ দণ্ডকমণ্ডলুমণ্ডিতহস্তঃ  
স্বললিতলিঙ্গকবিভূষিতমস্তঃ ।  
কৌশিকমুনিরহমপগতলোভ-  
শ্চলকাষায়পটাপিতশোভঃ<sup>১</sup> ॥

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি লেখা সরস-রামের ‘আনন্দবিজয়’-নাটিকাতেও<sup>২</sup> এইরকম পাই। বিজ্ঞাপতির এই পদটিও রঙ্গমঞ্চে প্রথম আবির্ভূত কুট্টিনীর (—কৃষ্ণলীলায় জরতী বড়াইয়ের মত—) উক্তি বলে মনে করি,

হমে ধনি কুটনি পরিণতি নারী  
বৈসহ বাস ন কহৌঁ বিচারি ।  
কাহকে পান কাহ দিঅ সান  
কত ন হকারি কএল অপমান ।

১ পাঠ “শ্চলকাষায়বটাপিতশোভঃ” ।

২ দরভঙ্গা রাজাপ্রসে মুদ্রিত ( ১৩৩৩ )



কয় পরমাদ দিয়া মোর ভেল  
 আহে জীবন কতয় চল গেল ।  
 ভান্ধল কপোল অলক ভরি সাজু  
 সঙ্কুল নয়নে কাজর রাজু ।  
 ধবলা কেস কুসুম করু বাস  
 অধিক সিদ্ধারে অধিক উপহাস ।  
 থোথর থৈয়া থন দুও ভেল  
 গরুঅ নিতম্ব কই চল গেল ।  
 জীবন সেস সুখাএল অঙ্গ  
 পাছু হেরি বিলুলইতে উমত অনঙ্গ ।  
 খনে খন ঘোঘট বিঘট সমাজ  
 খনে খনে অব হকারলি লাজ ।  
 ভনহি বিজ্ঞাপতি রস নহি ছেও  
 হাসিনিদেই-পতি দেবসিংঘ দেও ॥

রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত কালিকা-বন্দনার পদটিও<sup>১</sup> বিজ্ঞাপতির কোন নাট্যরচনার প্রারম্ভগীতি বলে অনুমান করি। পদটি নিঃসন্দেহ বিজ্ঞাপতির, যেহেতু ভনিতায় “হাসিনিদেই-পতি গরুড়নারায়ণ দেবসিংহ নরপতি”-র উল্লেখ আছে। কবি ভীষ্মের যে দুটি পদে ॐ জগনারায়ণ-প্রভাবতীদেবীর নাম আছে সে দুটি উর্বশীপুরুষবার উপাখ্যান অবলম্বনে এঁর রচিত কোন নাটক থেকে নেওয়া বলে বোধ হয়।

উমাপতি-উপাধ্যায়ের পারিজাতমঙ্গলের পদগুলি নিয়েই মৈথিল গীতিকাব্যের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। এঁরও আগে নিশ্চয়ই কোন কোন কবি পদ লিখেছিলেন। উমাপতির পদাবলীর নিখুঁত গঠন থেকে এই অনুমান করতেই

১ পৃ ৮৯-৯০ ( গুপ্ত “হরগৌরী” ১ ) ।

২ পৃ ৪৩-৪৪, ৫৭-৫৮ ।

হয় যে এগুলি কিছুতেই প্রথম প্রচেষ্টা নয়। কিছুকাল ধরে পদরচনা না চললে এরকম পদ লেখা হতে পারে না। তবে সেরকম কোন পদের হৃদিস এখনও মেলে নি। জয়দেবের গীতগোবিন্দেব চর্চা মিথিলায় খুব জোরেই চলত। রাধাকৃষ্ণ-বিলাসগীতি ছাড়াও আদি-রসাল বিষয়ের আলোচনায় মুখর ছিল সেকালের মিথিলা। রতিশাস্ত্রের কয়েকটি প্রসিদ্ধ বই—পদ্মশ্রী-জ্ঞানের<sup>১</sup> ‘নাগরসর্বস্ব’, ভানুদত্তের ‘রসমঞ্জরী’, জ্যোতিরীশ্বরের ‘পঞ্চসায়ক’, জগদ্বরের ‘রসিকসর্বস্ব’—তীরভুক্তিতেই লেখা। আদিসবল্লভ অনেকগুলি প্রহসনও তীরহৃৎের কবি-পণ্ডিতের রচনা। যেমন, জ্যোতিরীশ্বরের ‘ধূর্তসমাগম’, অমরেশ্বরের ‘ধূর্তবিভ্রম’,<sup>২</sup> “কবিরাজশেখর” শঙ্করের ‘নটকমেলক’<sup>৩</sup>। অতএব আদিসের আনুশঙ্গিক বলে রাধাকৃষ্ণলীলা-পদাবলীও এখানে অত আগে পুষ্পিত ও ফলিত হয়েছিল। ভক্তিরসের প্রাবল্য ছিল হরগৌরী-পদাবলীতে।

পারিজাতমঞ্জলের বাইরেও উমাপতি-ভনিতায় দু’একটি পদ মিলছে আধুনিক-নাংগ্রহে। এগুলি দেবীবন্দনা।<sup>৪</sup>

উমাপতির কিছু পদ বিদ্যাপতির নামে চলে গেছে। কিন্তু কতগুলি তা বলা কঠিন। দুটি নামই চার-অক্ষরের, শেষ দু’অক্ষরেও মিল। সুতরাং ভনিতা-পরিবর্তন সহজেই হতে পেরেছিল।

<sup>১</sup> দীপঙ্করশ্রী-জ্ঞান, পদ্ম-শ্রীজ্ঞান ইত্যাদি নামে সকলে মনে করেন “শ্রীজ্ঞান” উপাধি। কিন্তু তা নয়, উপাধি “জ্ঞান” (তুলনীয় আধুনিক পদবী “জ্ঞানী”), নাম দীপঙ্করশ্রী, পদ্মশ্রী। তুলনীয় মঞ্জুশ্রী, অশোকশ্রী-মিত্র, কবিশ্রী-মিত্র ইত্যাদি। <sup>২</sup> গ ৮২৩৫। কবি ছিলেন কোন মহেন্দ্রনাথ (?) নৃপতির পুরোহিত (“পোরোহিতামবাধ্য নাথ-নৃপতেঃ ক্ষৌণীমহেন্দ্রনাথঃ”)। পিতা ধ্যানেশ্বরও কতগুলি নাট্যরচনা লিখেছিলেন (“যোহসৌ নাটকনাটিকাশ্রকরণব্যায়োগনির্মাণভূঃ”)। পিতামহ ধর্মেশ্বর শাস্ত্রবিচারে উৎকলের রাজা বীরনৃসিংহদেবকে পরাজিত করেছিলেন। কবির নিবাস ছিল তীরভুক্তিতে হরিহরন গ্রাম। প্রহসনখানি লেখা হয়েছিল কবির “আয়্যনো বিনোদার্থম্”। <sup>৩</sup> গ ৮২৩৪। <sup>৪</sup> মৈথিল-ভক্তপ্রকাশ (দরভঙ্গা ১৯২২) পৃ ১৮, ১৫।

হরসিংহদেবের পর থেকে মোরঙ্গ, অর্থাৎ নেপাল-তরাইয়ে, বিস্তৃত মৈথিল ও মিশ্র ব্রজবুলি ভাষায় গীতিকবিতারচনার রীতি ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছিল। এইখান থেকেই নেপাল-রাজসভায় মৈথিল-ব্রজবুলি-বাংলা পদাবলী-রচনার রীতিও প্রবর্তিত হয়েছিল।

রাগতরঙ্গিণীতে “লক্ষ্মিনরাএন নৃপ” ভনিতায় একটি পদ আছে।<sup>১</sup> ইনি মোরঙ্গ-রাজ লক্ষ্মীনারায়ণ বলে মনে করি। মোরঙ্গের রাজা ত্রিবিক্রমের সভাপণ্ডিত মুরারি-মিশ্র তাঁর ‘শুভকর্ষনির্ণয়’-এর<sup>২</sup> উপক্রমে এই মোরঙ্গ-রাজবংশাঙ্কন দিয়েছেন,

লক্ষ্মীনারায়ণ

|

রূপনারায়ণ

|

বীরনারায়ণ

|

নরনারায়ণ

|

জগৎনারায়ণ

|

ত্রিবিক্রম

লক্ষ্মীনারায়ণের প্রশংসা করে মুরারি লিখেছেন,

দুষ্টানামেকশাস্তা হরিচরণপরঃ পৌরবর্গস্ত পাতা

বৈরশ্রেণীনিস্তা দ্যুতিজিতমদনঃ শীঘ্রভূরিপ্রদাতা ।

বিশ্বব্যাপিপ্রতাপজিজগতি বিদিতে চাকমোরঙ্গদেশে<sup>৩</sup>

লক্ষ্মীনারায়ণাখ্যঃ সমভবদবনীপালমালাবতঃসঃ ॥

১ পৃ ৬৫ ( গুপ্ত ৭২২ বিজ্ঞাপতি-ভনিতায়) । ২ মিত্র ১২৮৭ । মৈথিল পুথি, লিপিকাল লক্ষণ-সংবৎ ৫৮৪ ( = ১৭০৩ ) । ৩ মুদ্রিত পাঠ “চাক + বঙ্গদেশে” ।

অর্থাৎ যিনি দুষ্টদের একমাত্র শাস্তিদাতা, হরিচরণপরায়ণ, প্রজাপালনকারী ও বৈরি-সমূহ-হননকারী, দেহকান্তিতে যিনি মদনকে জয় করেছেন, যিনি শীঘ্র ও প্রচুর দান করেন, যার প্রতাপ বিশ্বব্যাপী, এমন লক্ষ্মীনারায়ণ হয়েছিলেন রাজবৃন্দচূড়ামণি ত্রিভুবনে বিখ্যাত হৃন্দর মোরঙ্গদেশে।

মুরারির জীবৎকাল সপ্তদশ শতকের এদিকে নয়। তা হলে লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যকালের নিম্নতম সীমা হবে ষোড়শ শতকের প্রথম পাদ।

এক “কবিভিণ্ডম” লক্ষ্মীদত্ত ‘পাণ্ডবচরিত’ মহাকাব্য<sup>১</sup> লিখেছিলেন। ইনি ছিলেন ত্রীশ্রীমল্লক্ষ্মীনারায়ণরাজপণ্ডিত<sup>২</sup>। এই লক্ষ্মীনারায়ণ মোরঙ্গ-রাজ হতে পারেন। লক্ষ্মীদত্তের পুরা নাম যদি লক্ষ্মীনাথ-দত্ত হয় তবে লক্ষ্মীনাথ ভনিতার পদটি<sup>৩</sup> এঁরই রচনা হতে পারে।

রূপনারায়ণের ভনিতা-যুক্ত পদ থাকলে তা শিবসিংহ-রূপনারায়ণের পদের সঙ্গে মিশে গেছে। রূপনারায়ণ-মেধাদেবীর উল্লেখযুক্ত পদটি<sup>৪</sup> এই রাজসভার কবি জীবনাথের রচনা বলে মনে হয়।

বীরনারায়ণের বিরুদ্ধ ছিল বোধ হয় “কংসদলন” বা সিংহদলন”<sup>৫</sup>। বিদ্যাপতি-ভনিতার একটি পদে “কংসদলন নারায়ণ”-এর উল্লেখ আছে।<sup>৬</sup> তবে এখানে শ্রীকৃষ্ণ উদ্দিষ্ট হতে পারেন। এঁর সভাকবি “চতুর” চতুর্ভূজের-ভনিতায়ুক্ত একটি পদ রাগতরঙ্গীতে আছে।<sup>৭</sup> নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্কলনে আরও একটি আছে।<sup>৮</sup>

নরনারায়ণ ও জগৎনারায়ণ, পিতা ও পুত্র দুজনেরই সভাকবি ছিলেন “কুমার” ভীষ্ম। রাগতরঙ্গীতে এঁর তিনটি পদ আছে। একটি পদে<sup>৯</sup> নরনারায়ণ-

<sup>১</sup> মিত্র ২০০৪। মৈথিল পুথি।

<sup>২</sup> গুপ্ত ১৬৩।

<sup>৩</sup> রাগতরঙ্গী পৃ ১১১-১২।

<sup>৪</sup> এঁর সভাকবি চতুর্ভূজ ‘গীতগোপাল’ কাব্যে লিখেছেন যে তাঁর জাহাঙ্গীরের কাছে পোষ্টা রাজা “সিংহদলনরায়” উপাধি পেয়েছিলেন। বঙ্গাব্দে, ৪০৯ লক্ষণ-সংবতে (— ১৬১৮) লেখা গীতগোপালের পৃথি নেপাল-দরবারের সংগ্রহে আছে। কাব্যটি গীতগোবিন্দের অনুকরণে লেখা।

<sup>৫</sup> রাগতরঙ্গী পৃ ৮৫-৮৬ ( গুপ্ত ১৪ )। <sup>৬</sup> এ পৃ ১০০। <sup>৭</sup> “প্রহেলিকা” ২০। <sup>৮</sup> পৃ ৬৯।

ধরমাদেই-র উল্লেখ আছে, দুটি পদে ‘মোরঙ্গ-মহীপতি’ প্রভাপতিদেই-পতি জগনারায়ণের নাম আছে।

ত্রিবিক্রম “নৃপতি”-র উল্লেখ পাচ্ছি গঙ্গাধরের একটি পদে। পদটি দেবী-বন্দনার, রাগতরঙ্গিণীতে সঙ্কলিত।<sup>২</sup>

রাগতরঙ্গিণীতে “রসময়” শ্যামসুন্দর ভনিতায় যে পদটি আছে<sup>৩</sup> তাতে উল্লিখিত কমলাবতী-পতি কৃষ্ণনারায়ণ মোরঙ্গের রাজবংশীয় হতে পারেন।

<sup>১</sup> পৃ ৪৩-৪৪, ৫৭-৫৮। দ্বিতীয় পদটি নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্কলনে (“নানাপ্রকার” ৩) বিদ্যাপতি-লিখমাদেই-শিবসিংহের ভনিতায় আছে।    <sup>২</sup> পৃ ৭৮।    <sup>৩</sup> পৃ ১১৫।



নেপালে মৈথিল ও বাংলা গীতিকবিতা প্রবেশ করেছিল চতুর্দশ শতকে, হরসিংহ-দেবের স্মৃতি। এই-রকম পদ প্রথমে নাটগীতির জগ্রেই লেখা হত, পরে পদাবলী-রূপেও লেখা হতে থাকে। নেপাল রাজ-সভায় পদাবলীচর্চার ইতিহাস আমরা ধারাবাহিকভাবে পাচ্ছি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত। মল্লবংশের রাজ্যলোপ হলে পরে এই ধারা লুপ্ত হয়ে যায়। আমার মনে হয় মোরঙ্গ-নেপালের রাজসভার আওতায়ই বাংলা-মৈথিল পদাবলীর মিশ্রণে এবং অবহট্টের ঠাটে ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়েছিল।

ভাতগাঁও-এর ত্রৈলোক্যমল্লের রাজ্যকালে ( ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ) লেখা একখানি কৃষ্ণলীলা-নাটকে কয়েকটি পদ আছে বাংলায় ও মৈথিলে লেখা। কয়েকটি পদে কবির ভনিতা পাওয়া যায় রামভদ্র ও বীরনারায়ণ। ভনিতাহীন এই পদের<sup>১</sup> ভাষা যে বাংলা তা অনিবার্য বিকৃতি সত্ত্বেও বেশ বোঝা যায়,

সঘন বরিসে মেহা

সুমরি সুবন্ধু-নেহা<sup>২</sup>

জীব চুটুপুট নীদ ন আএ<sup>৩</sup> বিরহ দগধ-দেহা।

মন পংক্ষি হয় জাবো

জাহা গিয়া [ লাগ ] পায়িবো

হাতে ধরিয়া পায় পড়িয়া গলায়<sup>৪</sup> তুলিয়া লয়িবো।

চন্দন চির ন ভাএ<sup>৫</sup>

কুসুম সাজ সুখাএ<sup>৬</sup>

অঙ্গ মোড়ি মোড়ি<sup>৭</sup> আঙ্গন ঠাড়ি<sup>৮</sup> মন চৌদিক ধাএ<sup>৯</sup> ॥

<sup>১</sup> ত্রিমূল প্রবোধচন্দ্র বাগচীর “নেপালে ভাষা নাটক” ( সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা ষট্টিংশ ভাগ ) প্রবন্ধে উদ্ধৃত। <sup>২</sup> মুদ্রিত পাঠ “মহা”। <sup>৩</sup> এ “আবে”। <sup>৪</sup> এ “গলা”। <sup>৫</sup> এ “চিরণ ভাবে”।

<sup>৬</sup> এ “সোহাবে”।

<sup>৭</sup> এ “মোরি মোরি”। <sup>৮</sup> এ “ঠারি”। <sup>৯</sup> এ “ধাবে”।

ললিতাপুর ( পাটন ) শাখার ত্রিনিবাসমল্লদেবের সভায় এক কবি রামভদ্রকে পাচ্ছি। তিনি যদি এই রামভদ্র হন তবে নাটকটি ত্রৈলোক্যমল্লদেবের রাজ্যকালে লেখা হয়েছিল।

ত্রৈলোক্যমল্লের পুত্র জগজ্জ্যোতিমল্লদেব ( রাজ্যকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ) সংস্কৃত ও দেশি সাহিত্যের খুব পোষকতা করেছিলেন। এঁর নামে বহু গীতিকবিতা<sup>১</sup>, তিন-চারখানি ভাষা-নাটক, সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুবাদ ও টীকা<sup>২</sup> এবং অগ্ন্যগ্নি নিবন্ধ<sup>৩</sup> পাওয়া গেছে। ‘হরগৌরীবিবাহ’ নাটক<sup>৪</sup> লেখা হয়েছিল ৭৪৯ নেপাল-সংবতে ( = ১৬২২ )। এতে পঞ্চান্নটি পদ আছে। ‘মুদিতকুবলয়াশ্ব’ নাটক<sup>৫</sup> লিখেছিলেন বিষ্ণুপঞ্চগ্রামীণ ভারতজাগোত্রীয় মৈথিল কবি-পণ্ডিত রামচন্দ্র-শর্মা<sup>৬</sup> ও জয়মতীর পুত্র বংশমণি-ওঝা। পদাবলীতে ও সংলাপে মৈথিল এবং বাংলার ব্যবহার আছে। কবি বংশমণিকে পরে প্রতাপমল্লের সভায় পাই। জগজ্জ্যোতিমল্লদেবের নামিত অপর নাট্যরচনা হচ্ছে ‘কুঞ্জবিহারি-নাটক’<sup>৭</sup>। পূর্বে যে বাংলা পদটি উদ্ধৃত করেছি তা এই নাটকেরই বলে মনে হচ্ছে।

নেপাল-রাজবংশের তিন শাখার তিন সমসাময়িক রাজার মধ্যে সাহিত্যচর্চা নিয়ে বোধ হয় আড়াআড়ি হয়েছিল। ভাতগাওঁয়ের জগজ্জ্যোতিমল্লদেবের প্রতিস্পন্দী ছিলেন কাঠমাণ্ডুর প্রতাপমল্লদেব ও ললিতাপুরের সিদ্ধিরসিংহদেব। “কবীন্দ্র” প্রতাপমল্লদেবের নামে অনেকগুলি রচনা প্রচলিত আছে। যেমন

১ ‘গীতপঞ্চালিকা’ ( নেপাল-দরবারের পুথি )। রচনাকাল “ধ-শরতিথি” ( ১৫৫০ ) শকাব্দ ( - ১৬২৮ )। ২ ‘সঙ্গীতচন্দ্র’-এর অনুবাদ ( নেপাল-দরবারের পুথি )। মূল বই “দূর্য্যং দক্ষিণদেশতঃ” আনা হয়েছিল ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে ( “যাতে নেপালিকাস্থে রসযুগমুনিভিঃ” ) এবং

ত্রিমুচ্ছ্রীজগজ্জ্যোতির্মল্লতৃপতিতুস্তয়ে।

সিংহদেবহস্তেনায়ং শিবেন লিখিতো মুদা।

‘নাগরসর্বধ’-এর টীকা ( নেপাল-দরবারের পুথি )।

৩ যেমন, ৭৪৭ নেপাল-সংবতে ( ১৬২৭ ) দৈবজ্ঞ নারায়ণসিংহ সঙ্কলিত ‘জ্যোতিষসংগ্রহ’ ( নেপাল-দরবারের পুথি )। ‘নরপতিজয়চর্যাটীকা’ ( ঐ )। এটির রচনা ও লিপি কাল ১৫৬৯ শকাব্দ ( ১৬১৭ )।

৪ কেম্ব্রিজ-পুথি অতিরিক্ত ১৬৯৫। “জার্মান প্রাচ্য পরিষদের পুথি।

৫ নেপাল-দরবারের পুথি।

‘বৃষ্টিচিন্তামণি’,<sup>১</sup> ‘অবলোকিতেশ্বরস্তুবরাজ’,<sup>২</sup> ‘স্বয়ম্ভুট্টারকস্ফোত্র’,<sup>৩</sup> ‘অবিজ্ঞাধরী-গীতস্তুব’,<sup>৪</sup> ‘হরমেখলাটীকা’,<sup>৫</sup> ‘সঙ্গীতভারোদয়চূড়ামণি’,<sup>৬</sup> ইত্যাদি।

প্রতাপমল্লদেবের তুলাপুরুষদান-মহোৎসব উপলক্ষ্যে ১৫৭৭ শকাব্দে (১৬৬৫) বংশমণি ‘গীতদিগম্বর’ নাটক<sup>৭</sup> লিখেছিলেন। বংশমণি একটি মহাকাব্যও লিখেছিলেন, ‘হরিকেলি’।<sup>৮</sup> এতে কংসবধ পর্য্যন্ত কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে। বংশমণির আর একটি রচনা হচ্ছে ‘চতুরঙ্গতরঙ্গিনী’।<sup>৯</sup> এটি লেখা হয়েছিল কৃষ্ণানন্দ-রায়ের অমুরোধে। ইনি কি বাঙালী ছিলেন?

১৭৩ নেপাল-সংবতে (= ১৬৩৩) লেখা একটি পুথির পুষ্পিকায় লেখক ভাতগাওঁয়ের জগজ্যোতির্মল্লদেব ও ললিতাপুরের সিদ্ধিনরসিংহমল্লদেব দুজনের নাম করেছেন,—“শ্রীভক্তাপুরীমহানগরয়া রাজাধিরানশ্রী জগজ্যোতির্মল্লদেবয়াতিক্রিয়া-সংগ্রহ.....কালন্দবৃহপুস্তকং ররিতাপুরিমহানগরগ্যাং গরুড়জাবতারাে শ্রীসিদ্ধি-নরসিংহমল্লদেব ॥ তস্য পুত্র বৃষধ্বজাবতারং শ্রীশ্রীনিবাসমল্ল তস্য উভয়রাজ্যে শুভং ॥”<sup>১০</sup> এর থেকে জানা যায় যে সিদ্ধিনরসিংহমল্লের ও শ্রীনিবাসমল্লের বিরুদ্ধ ছিল যথাক্রমে “গরুড়ধ্বজাবতার” ও “বৃষধ্বজাবতার”।

সিদ্ধিনরসিংহদেবের (মৃত্যু ১৬৫৭) রাজ্যকালে লেখা হয়েছিল ‘গোপীচন্দ্র-নাটক’<sup>১১</sup> ও ‘হরিশ্চন্দ্র-নৃত্য’ (অর্থাৎ হরিশ্চন্দ্র-নাট্য)<sup>১২</sup>। হরিশ্চন্দ্র-নাট্যের রচয়িতা রামভদ্রের বাপের নাম শঙ্কর। সিদ্ধিনরসিংহমল্লের পুত্র শ্রীনিবাসমল্লদেবের নির্দেশে কবি রামভদ্র ‘ললিতকুবলয়াশ্রমদালসা-নাটক’ (বা ‘শিবপার্বতীমহিমানৃত্য’)<sup>১৩</sup> রচনা করেছিলেন। রচনাকাল এবং প্রাপ্ত পুথির লিপিকাল “হরমুখ-বহু-মুনি” (১৮৫৫) নেপাল-সংবৎ (= ১৬৬৫)। গোপীচন্দ্র-নাটকের প্রধান অংশ পণ্ড, তার

<sup>১</sup> কেমব্রিজ পুথি অতিরিক্ত ১৪৭২।

<sup>২</sup> গ্রেটব্রিটেনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি হজসন-সংগ্রহ ৩০ (কাউয়েল-এগলিঙের বিবরণী)। <sup>৩</sup> নেপাল-দরবারের পুথি। <sup>৪</sup> কেমব্রিজ পুথি অতিরিক্ত ১৬৪১। বচনাকাল নেপাল-সংবৎ ৭৮৩ (= ১৬৬৩)।

<sup>৫</sup> গ ৮১৪৮। <sup>৬</sup> কেমব্রিজ পুথি অতিরিক্ত ১৬৮৭।

<sup>৭</sup> কেমব্রিজ-পুথি অতিরিক্ত ১৩৮২। শ্রীযুক্ত হনুতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুলিপি। বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস প্রথমখণ্ড দ্রষ্টব্য। <sup>৮</sup> জার্মান প্রাচ্য পরিষদের পুথি।



ভাষা বাংলা। পুরুষাভুক্রমে নেপাল-বাসী কোন বাঙালী কবির রচনা বলে বোধ হয়।

রাগভরঙ্গিণীতে<sup>১</sup> নেপাল-বরাড়ী রাগিণীর উদাহরণে “রাজঃ শ্রীনিবাসমল্লস্ত” বলে এই চার ছত্র উদ্ধৃত হয়েছে,

উপমিঅ আনন নীরজ-পঙ্কজ শশধর দিবস মলীনে  
ভৌহ অনুপম অধর সোহাঞন নবপল্লবরুচি জীনে  
সুন পেঅসি কী মোর পরল গরু- [ অ অপরাধে ]  
বহ মলয়ানিল জার কলেবর ন কর মনোরথ-বাধে ॥

ভাতর্গাওয়ের জিতামিত্রমল্লদেবের উদ্যোগে ‘অশ্বমেধ-নাটক’<sup>২</sup> প্রভৃতি লেখা হয়েছিল। জিতামিত্রমল্লের পর তাঁর ছেলে ভূপতীন্দ্রমল্ল রাজা হয়েছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। ইনিও অনেকগুলি নাটক লিখিয়েছিলেন। ‘ভৈরবপ্রাচুর্ভাব-নাটক’<sup>৩</sup> রচিত হয়েছিল ৮৩৩ নেপাল-সংবতে ( = ১৭১৩ ) এঁর আদেশে “শ্রীশ্রীরাজকুমারস্ত উপনয়নমহোৎসবে শ্রীশ্রীশ্বেষ্টদেবতাপ্রীতিকামনয়া”। বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী নিয়ে ‘বিদ্যাবিলাপ-নাটক’<sup>৪</sup> লিখেছিলেন “দ্বিজ” কালীনাথ। ছুটি ছাড়া এতে সব পদেই লালমতীদেবী-সুত, বিশ্বলক্ষ্মীদেবী-পতি ভূপতীন্দ্রের ভনিতা আছে। রচনা-কাল ও লিপি-কাল নেপাল-সংবৎ ৮৪০ ( = ১৭২০ )। “দ্বিজ” কৃষ্ণদেবের ‘মহাভারত-নাটক’-এও<sup>৫</sup> একটি ছাড়া সব পদে ভূপতীন্দ্রমল্লদেবের ভনিতা রয়েছে। কয়েকটি পদের ভাষায় বাংলার ছাপ উজ্জল। ভূপতীন্দ্র নিজে একটি পদাবলী-সঙ্কলন করেছিলেন অথবা কোন সভাকবিকে দিয়ে করিয়েছিলেন ৮২৫ নেপাল-সংবতে ( = ১৭০৫ )।<sup>৬</sup> এতে পদসংখ্যা হচ্ছে ১৩২।

ভূপতীন্দ্রমল্লের পুত্র রণজিতমল্লদেব ভাতর্গাওয়ের শেষ নেওয়ারী রাজা। সাহিত্যের একজন বড় পোষ্টা ছিলেন ইনি। এঁর সুদীর্ঘ রাজ্যকালে অনেকগুলি নাট্যগীত লেখা হয়েছিল। রাজসভায় শুধু খাটি নেপালী কবি নয়, মৈথিল এবং

<sup>১</sup> পৃ ৪৮। <sup>২</sup> নেপাল-দরবারের পুথি। লিপিকাল ও রচনাকাল নেপাল-সংবৎ ৮১০ ( = ১৬৯০ )।

<sup>৩</sup> গ্রেট-ব্রিটেনের এডিনবার্গ সোসাইটির পুথি হজ্‌সন-সংগ্রহ ৩৬। <sup>৪</sup> শ্রীযুক্ত ননীপোলা বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ‘নেপালে বাঙ্গালা নাটক’ ( ১৩২৪ )। <sup>৫</sup> হজ্‌সন-সংগ্রহ ৫৩।

বাক্সালী কবিও ছিল। ‘মাধবানলকামকন্দলা-নাটক’ মৈথিল কবি “দ্বিজ” ধনপতির লেখা। ‘রামচরিত-নাটক’ বাঙালী কবি গণেশের।<sup>১</sup> এটি লেখা হয়েছিল ৮৮৫ নেপাল-সংবতে (= ১৭৬৫)। এর প্রায় সব গানেই দেখি রণজিতমল্লের ভনিতা।

“সঙ্গীতবিভাকর” জগজ্জ্যোতিমল্লদেবের দৌহিত্র (?) অনন্তসিংহ মাতামহের কাছে সম্বন্ধে অধ্যয়ন করে “সঙ্গীতশাস্ত্রার্ণবপারগ” হয়েছিলেন।<sup>২</sup> তাঁর পুত্র পূর্ণসিংহও “সঙ্গীতে সকলেহভবচ্চ নিপুণস্তাতপ্রশিক্ষাবশাৎ”। পূর্ণসিংহ লিখেছিলেন ‘সঙ্গীতসারার্ণব’<sup>৩</sup> কোন এক “গৌরীপতেঃ স্মৃৎ”-র উপরোধে। রাগতরঙ্গিণীতে “কবিরাজ পূর্ণমল্ল”-এর যে গঙ্গাবন্দনা পদটি আছে<sup>৩</sup> তা পূর্ণসিংহের রচনা বলে মনে করি। মল্ল-রাজবংশের দৌহিত্র বলেই ইনি পূর্ণসিংহের বদলে পূর্ণমল্ল ভনিতা দিয়ে থাকবেন।

<sup>১</sup> নেপালে বাক্সালা নাটক। <sup>২</sup> নেপাল-দরবারের পুথি। <sup>৩</sup> পৃ ৫১-৫২।

রাগতরঙ্গিণীতে এই সব কবির একটি করে পদ আছে,—চতুরানন,<sup>১</sup> হরিদাস,<sup>২</sup> সদানন্দ,<sup>৩</sup> “রসময় কবি” জয়কৃষ্ণ,<sup>৪</sup> মধুসূদন<sup>৫</sup> । “সিংহ ভূপতি” ভনিতায় পদ আছে দুটি,<sup>৬</sup> “নৃপ সিংহ”<sup>৭</sup> ভনিতায় একটি । “সিংহ ভূপতি” নাম হতে পারে, কোন “সিংহ” ভূপতিকেও বোঝাতে পারে । পদকল্পতরুতে সিংহ-ভূপতি ও ভূপতি ভনিতায় কয়েকটি পদ আছে, একটিতে আছে ভূপতিনাথ । এটি নাম বলেই মনে হয় । তা হলে কি কবির ( বা কবির পোষ্ঠার ) পুরা নাম ভূপতিনাথসিংহ ? কয়েকটি পদে “চম্পতি” বা চম্পতি-পতি” ভনিতাও পাওয়া যায় । এই সব পদ নগেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপতির বলে গ্রহণ করেছেন ।

“চন্দ্রকলা” ভনিতার পদটি<sup>৮</sup> রাগতরঙ্গিণীতে “ইতি বিজ্ঞাপতি-পুত্রবধূঃ” বলে উদ্ধৃত হয়েছে সুপ্রিয় রাগিণীর উদাহরণ হিসাবে । পদটি জয়দেবের রচনার মত দীর্ঘ-সমাসবহুল । প্রায়ই মিল নেই । ভনিতার ছত্র লঘু ছন্দেব ।

“চন্দ্রকলা” কবি-ভনিতা বলে বোধ হয় না, রাধার সখীর নাম হওয়া সম্ভব । পদের প্রথম অংশ কৃষ্ণের উক্তি । শেষ অংশ সখীর উক্তি,

চন্দ্র কবি<sup>৯</sup> জয়দেব মুদ্রিত মান তেজ তোহে রাধিকে

বচন মম ধর কৃষ্ণ অম্বর কিম্বু কামকলা শুভে ।

চন্দ্রকলাহে বচন করসি

মানিনি মাধব অম্বরসি ॥

দরভঙ্গার বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহেশ-ঠাকুরের পৌত্র সুনন্দ-ঠাকুরের সভাকবি “কাত্যায়নগোত্র” “কুজৌলীকুলনন্দন” সরস-রাম ( বা রাম ) সংস্কৃতে-প্রাকৃতে রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক একখানি নাটিকা লিখেছিলেন “আনন্দবিজয়”<sup>১০</sup> ।

<sup>১</sup> পৃ ৬১ ( দেবীন্দ্রনা ) । মিথিলাগীতিসংগ্রহ তৃতীয় ভাগে ( ৩৭ ) চতুরানন ভনিতায় আর একটি পদ আছে । <sup>২</sup> পৃ ৬১-৬২ ( শিববিষয়ক ) । <sup>৩</sup> পৃ ১১২ ( দেবীন্দ্রনা ) । <sup>৪</sup> পৃ ৮৭-৮৮ ।

<sup>৫</sup> পৃ ১০২ । <sup>৬</sup> পৃ ৬০ ( শুক্ল ৫২১ ), পৃ ৭৪-৭৫ ( শুক্ল ১৭৫ ) । <sup>৭</sup> পৃ ৭৩-৭৪ ( শুক্ল ২৪ ) ।

<sup>৮</sup> পৃ ৫৩-৫৪ । <sup>৯</sup> অর্থাৎ কবিচন্দ্র । <sup>১০</sup> দরভঙ্গা রাজশ্রেণীতে মুদ্রিত ( ১৩৩৩ ) ।

নামে। এতে ঊনত্রিংশটি মৈথিল পদ আছে। ভনিতায় কবি রাজার উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি পদে দুই রানী কমলাবতী-প্রাণবতীর নাম আছে। লোচনের রাগতরঙ্গিনীতে এই পদের কোনটি উদ্ধৃত হয় নি।

রাগতরঙ্গিনী সঙ্গীতের বই, লিখেছিলেন বা সঙ্কলন করেছিলেন মহেশ-ঠাকুরের পৌত্র, স্বন্দর-ঠাকুরের পুত্র মহীনাথের সময়ে তাঁর অমুজ নরপতি-ঠাকুরের নিদেশে। সঙ্কলন-কাল সপ্তদশ শেয পাদ, সম্ভবত ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।<sup>১</sup> বিভিন্ন রাগরাগিণীর উদাহরণ রূপে বহু পদ উদ্ধৃত হয়েছে। বইটির মূল বক্তব্য অর্থাৎ text সংস্কৃতে ও হিন্দী দোহায় এবং কচিং মৈথিল ও হিন্দী কবিতায়। দোহাগুলি কোন পুরানো হিন্দী বই নেওয়া কেন না এগুলির ভাষায় স্থানে স্থানে অবহট্টের প্রভাব আছে। উদাহরণ পদাবলীর মধ্যে লোচনের পদ আছে আটটি, তার মধ্যে কয়েকটিতে সপত্নীক মহীনাথের এবং নরপতির উল্লেখ আছে। আধুনিক সংগ্রহ মিথিলাভক্তপ্রকাশে একটি ভনিতাহীন পদে মহীনাথ-নরপতিব নাম আছে।<sup>২</sup> ‘রাগসঙ্গীতসংগ্রহ’ নামে আর একটি বইও লোচন সঙ্কলন করেছিলেন। রাগতরঙ্গিনীতে এর উল্লেখ আছে।

রাগতরঙ্গিনী পাঁচ তরঙ্গে বিভক্ত। তৃতীয় ও চতুর্থ তরঙ্গই সব চেয়ে বড়। পদাবলী এই দুই তরঙ্গেই উদ্ধৃত হয়েছে “মিথিলাপভ্রংশভাষয়া শ্রীবিদ্যাপতিকবিনিবন্ধান্তান্তা মৈথিলগীতগতয়ঃ” প্রদর্শনের জ্ঞ।

বিদ্যাপতির সম্বন্ধে লোচন কিছু নূতন কথা বলেছেন।<sup>৩</sup> শিবসিংহদেব তাঁর প্রধান গায়ক জয়তকে বিদ্যাপতির কাছে নিযুক্ত করেছিলেন—“কবিশেখর-বিদ্যাপত্যে তু সন্নাস্তঃ”—তাঁর পদাবলীতে স্বর লাগাবার জন্মে। জয়ত ছিলেন কায়স্থ। পিতা উদয়। পিতামহ স্বমতি ছিলেন কলাবান্ কথক। জয়তব পুত্র কুম্ভও বড় গায়ক হয়েছিলেন। পিতা-পুত্রের পর বিদ্যাপতির-পদাবলীর বড় গায়ক হয়েছিলেন হরিহর-মল্লিক, তার পর হরিহরের মেজ ছেলে ঘনশ্যাম, এবং তারপর ঘনশ্যামের তিন ছেলে লচ্ছীরাম, রাঘবরাম ও টীকারাম।

নেপাল-মোরঙ্গের রাজসভায় বাঙালী কবি-পণ্ডিতের উপস্থিতি যে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চলে এসেছে তার প্রমাণ আগে দিয়েছি। বাংলা-মৈথিলী-অবহট্ট ও সম্ভবত নেওয়ারী মিশিয়ে পদাবলীর বিশিষ্ট ভাষা যে নেপাল-মোরঙ্গে উদ্ভূত হয়েছিল তাও বলেছি। বাংলায় ব্রজবুলি আলাদা করে সৃষ্ট হয়েছিল অথবা নেপাল-মোরঙ্গ-তীরহুত থেকে এসেছিল তা এখন ঠিক করে বলবার উপায় নেই। বাংলায় ব্রজবুলি কবিতার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ লেখকেরা প্রায় সবাই বৈষ্ণব ছিলেন। বাঙ্গালী বৈষ্ণবরাও যে মিথিলায় পড়তে যেতেন তার প্রমাণ পেয়েছি। নেপাল-দরবারের সংগ্রহে উদয়নের গ্রায়তাৎপর্য টীকার একটি পুথি আছে। এই পুথি লেখা হয়েছিল ১৪১০ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মিথিলায় “সধপ-গ্রামে মহামহোপাধ্যায়-সনুমিত্র-শ্রীমচ্ছরনাং চোপাড্যাং গোড়ীয়াষষ্ঠ-শ্রীমদ্বাসুদেবেন”। সুতরাং মিথিলার সঙ্গে বৈষ্ণবপদ-কর্তাদের সম্পর্ক নিতান্ত গৌণ ছিল না।

তবে লেনা-দেনা উভয়তই ছিল। রাগতরঙ্গিণীতে দেশীয়-বরাডী রাগিণীর উদাহরণে কবিশেখর-ভনিতায় যে পদটি আছে তা লোচন বলেছেন “ইতি বিদ্যাপতেঃ”। ভনিতায় নসরৎ-শাহের উল্লেখ আছে,

কবিশেখর ভন অপকুব রূপ দেখি

রাএ নসরদ-সাহ ভজলি কমলমুখি ॥

এই নসরৎ-সাহ বাংলার সুলতান হুসেন-শাহের পুত্র, এবং পদটি বাঙালী কবিশেখরের।

রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত কোন কোন পদেও বাংলার প্রভাব আছে। যেমন,

নন্দক নন্দন কদবৌরি তরুতলে ধিরে' ধিরে' মুরলি বোলাব

সময় সঁকেত- নিকেতন বৈসল বেরি বেরি বোলি পঠাব।

সামরী তোরা লাগি অহুখনে বিকল মুরারি। ধ্রু।

১ পৃ ৪৪-৪৫। ক্ষণদা-গীতচিন্তামণিতে এই ভনিতাই আছে। পদকল্পতরুতে (১৬৭) যে ভনিতা আছে তা স্পষ্টই অর্বাচীন,—“ভনই বিদ্যাপতি সে বর নাগর, রাই-রূপ হেরি অন্তর গরগর।” নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (৩৪) পদকল্পতরুর বিকৃত পাঠই নিয়েছেন।

জমুনাক তীর-উপ- বন উদবেগল ফিরি ফিরি পথহি<sup>১</sup> নিহারি ।  
 গোরস বিকৈ নিতে অবইঠে জাইঠে জনি জনি পুছ বনবারি ।  
 তৌহে মতিমান স্মৃতি মধুসূদন বচন শুনহ কিছু মোরা  
 ভনই বিদ্যাপতি সুন বরজৌবতি বন্দহ নন্দকিশোরা ॥<sup>২</sup>

এ পদ মৈথিল বিদ্যাপতির নয় । বাঙালী বিদ্যাপতির কিনা বলতে পারি না, তবে কবিতাটির মূল রূপ নিঃসন্দেহ বাঙালীর রচনা ।

বিদ্যাপতি-ভনিতার আর একটি পদের<sup>৩</sup> প্রথম চার ছত্র উদ্ধৃত করছি । এর মধ্যেও বাংলার রেশ লক্ষ্য করা যায় ।

চল চল স্মরি শুভকর আজ  
 ততমত করইঠে নহি হোএ কাজ ।  
 গুরুজন-পরিজন-ডর কর দূর  
 বিহু সাহসে সিধি আস ন পূর ।  
 বিহু জপলে সিধি কেঅণ নহি পাব  
 বিহু গেলে ঘর নিধি নহি আব ।...

বাংলা-ঢঙের পদে শিবসিংহ-লখিমার নাম বড় পাওয়া যায় না ।

বাঙালী কাব্যরসিকেরা বিদ্যাপতির পদাবলী সঞ্চয়ন ও সংরক্ষণ কবে এসেছেন পঞ্চদশ শতক থেকে । সেই সময় থেকে ঊনবিংশ শতক অবধি বাঙালী কবি বিদ্যাপতির পদের অনুকরণ ও অনুসরণ করে এসেছেন । ষোড়শ শতাব্দীর এক কবি বিদ্যাপতি ভনিতায় পদও লিখেছেন । সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক কবি বিদ্যাপতির ভনিতা দিয়ে নিজেদের পঙ্গু পদাবলী জীইয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন । কোন কোন কবি-রসিক আবার বিদ্যাপতির মৈথিল পদকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন অল্পবিস্তর স্বাধীনভাবে । একটি উদাহরণ দিই । রাগতরঙ্গিনীতে বিদ্যাপতির একটি দীর্ঘ পদ আছে, বৃন্দাবনে বসন্তশোভার বর্ণনা ।<sup>৪</sup> এই পদটি

<sup>১</sup> মূদ্রিত পাঠ “তহি” ।      <sup>২</sup> পৃ ৪৭ ।

<sup>৩</sup> পৃ ৩৮ (স্তম্ভ ৩৮, গ্রীষ্মসর্গ ২৫—শুধু প্রথম দু ছত্র মেলে) ।      <sup>৪</sup> পৃ ৬৩-৬৪ ।

কোন বারমাসিয়া গীতিগুচ্ছের প্রথম পদ ছিল বলে মনে করি। একটি পুথিতে  
বিজ্ঞাপতি-ভনিতায় একটি বাংলা পদ পেয়েছি যা এই সম্ভাবিত বারমাসিয়া  
পদাবলী'ব মর্যাদ্যবাদ।<sup>১</sup> পদটির আরম্ভ ও শেষ এই,

মাঘেতে মাধব কৈলে মথুরা গমন  
দশদিগ শূন্য দেখি আর বৃন্দাবন।...  
ভনয়ে বিজ্ঞাপতি শুন বরনারী  
তিলেক ধৈরজ কর মেলিবে মুরারি ॥

<sup>১</sup> বর্দ্ধমান সাহিত্যসভার পুথি ৫৫৪।

বিজ্ঞাপতি আজ অবধি যে কবিখ্যাতি পেয়ে এসেছেন তার অনেকটাই তাঁর পূর্বগামী ও অমুগামী কবিদের প্রাপ্য। উমাপতি বিজ্ঞাপতির প্রায় একশ বছর আগেকার কবি। এঁর একাধিক পদের ভাব বিজ্ঞাপতির নামিত পদে বিস্তারিত ও তরলিত হয়েছে। পরবর্তী অনেক শক্তিশালী কবিও যে বিদ্যাপতির মত, এমন কি তাঁর চেয়েও ভালো পদ লিখেছেন, তা গীতিত্রিংশতিকা অংশ পড়লে বোঝা যাবে। বিদ্যাপতি বড় কবি এবং তিনি অনেক ভালো পদ লিখেছেন। তবুও ঠাঁরা বিদ্যাপতি-পদাবলীর মস্তমধুর তাঁদের আমি এইটুকুই বলবো যে বহু স্থান-কাল-পাত্রের মধু শুধু একজনের সঞ্চয় মনে করে তাঁরা কল্পনার চক্র গড়ে তুলেছেন। ইতিহাসের চর্চা ও সাহিত্যের আলোচনা ঠিক এক বস্তু নয় স্বীকার করি। কিন্তু ইতিহাসকে একেবারে অস্বীকার করে সাহিত্য হতে পারে আলোচনা চলে না। ভাবকল্পনার ভাঁটিতে বিদ্যাপতি-পদাবলীর সাহিত্যরস চোলাই করবার আগে পদগুলি ভালো করে বেছে নেওয়া দরকার। ইতিহাসের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকলে

— নেই তাই ঝাচ্ছ থাকলে কোথা পেতে

কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে। —

এই ছড়াও মেঘদূত-শকুন্তলা-রঘুবংশের কবির রচনা বলতে হয়।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর মৈথিল-ব্রজবুলি কবিতা পুরাপুরি প্রণয়রসাত্মক লৌকিক গীতি। আদিরসাত্মক সংস্কৃত প্রকীর্ত্তন কবিতার ভাব এগুলিতে নূতন আধারে পরিবেশিত হয়েছে। ভক্তিরসের পদগুলি বন্দনীগীতি, সেগুলিতে সাহিত্যরস বড় নেই, সুতরাং এ আলোচনার বাইরে। রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীতে ভক্তিভাবে পল্লব-উদ্গম হল বাংলাদেশে, শ্রীচৈতন্ত্যের জীবনরস-নিষেক পেয়ে। কিন্তু সেখানেও পুরানো আধারের কাঠিগে ও কৃত্রিমতায় সে রস শীঘ্রই শুকিয়ে এল। তবে কিছু পরিমাণে রয়ে গেল প্রার্থনা-পদাবলীতে। কিন্তু তাতে সাহিত্যরসের মাত্রা খুব বেশি নয়।



আসল কথা হচ্ছে এই যে মৈথিল-ব্রজবুলি গীতিকবিতার মধ্যে কবির অকৃত্রিম আত্মপ্রকাশ ও আন্তরিকতা ততটা কখনই ছিল না যতটা আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে কবীরের দোহাবলীতে কিংবা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় মীরার পদাবলীতে পাই। বিজ্ঞাপতি ছিলেন রাজসভার পণ্ডিত ও কবি, তাই তাঁর লেখনী চলত দরবারি চালে। দরবারি মোহর পেয়েই তাঁর পদাবলী সহজে কালজয়ী হয়েছে। কবীর-মীরার গানে পাণ্ডিত্যের জোলুস নেই, দরবারি অলঙ্কারের কিংখাপে সেগুলি মোড়া নয়। তবে কবিরূপের অকৃত্রিম ভাবরস তাঁদের কবিতাকে যে সর্বজনীনতার ও সর্বকালিকতার উচ্চ ভূমিতে তুলেছে সেখানে বিজ্ঞাপতি-গোষ্ঠীর মৈথিল-ব্রজবুলি-পদাবলী কখনই লাগ পায় নি। মৈথিল-বাংলা-ব্রজবুলিতে বিরহের পদ তো কতই রয়েছে, কিন্তু বিরহের বাস্তব ব্যাকুলতায়, রসের ও ভাবের নিটোল অখণ্ডতায়, মীরাবাইয়ের এই নিরাভরণ পদটির জোড়া কোথায় ?

॥ আনন্দভৈরব ॥

সখী মেরী নী'দ নসানী হো

পিয়কো পন্থ নিহারত সিগরী রৈন বিহানী হো। ৳।

সব সখিয়ন মিলি সীখ দই মন এক ন মানী হো

বিনি দেখ্যা কল নাহি' পড়ত জিয় ঐদী ঠানী হো।

অঙ্গি অঙ্গি ব্যাকুল ভঙ্গ মুখি পিয় পিয় বাণী হো

অন্তর বেদন বিরহ কী বহ পীড় ন জানী হো।

জু' চাতক ঘন কু' রটে মছরী বিনি পানী হো

মীর'। ব্যাকুল বিরহিণী স্বধ-বুধ বিসরানী হো ॥

ভক্তিরসের প্রাণবল্য সাহিত্যরসকে কখনই নষ্ট করতে পারে না, যদি রচনাস্ব-কবিরূপের আন্তরিকতা থাকে। যেমন মায়ের সঙ্গে মীরার এই সংলাপ-পদটি,

তু মত গরজে মাইড়ী সাধ'। দরসন জাতী

রাম-নাম হিরদে বসৈ মাহিলে মদ-মাতী।

মাঙ্গ কহে—স্নন ধীহড়ী কাহে গুণ ফুলী

লোক সোঠৈ স্বথ-নী'দড়ী থে কু' রৈনজ ভুলী।

গেলী ছনিয়া বাবলী জ্যা কুঁ রাম ন ভাবে  
 জ্যারেঁ হিরদে হরি বসে তাঁ কুঁ নৌদ ন আবে ।  
 চৌবাস্তা কী বাবডী জ্যা কুঁ নীর ন গীজৈ  
 হরি-নালে অমৃত ঝরৈ জ্যা কী আস করীজৈ ।  
 রূপ-স্বরূপা রাম জী মুখ নিরখত জীজৈ  
 মীরাঁ ব্যাকুল বিরহিণী অপনী কর লীজৈ ॥

বিদ্যাপতির কৃতিত্ব খর্ব বা অস্বীকার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাই এই কথা যে বিদ্যাপতির কবিত্বধারা প্রবাহিত হয়েছিল সেকালের সভাসাহিত্যের বাধা নহলে। তাঁর কাব্যকলার চারুতা, তাঁর গীতিকবিতার স্বর-স্বরধুনী সেকালের বিদগ্ধসমাজকে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করেছিল, এবং তা এখনো আমাদের মন ভোলায়! কিন্তু তাঁর রচনায় ভাবরসের সে সর্বভূমিকতা সে প্রাণশক্তি কই যাতে করে অনাগত দিনেও তা সাহিত্যরসিকের কৌতুহলেব পসার না হয়ে জীবনরসিকের পাথের হবে।

জীবনের স্পর্শই আসল কবিত্বের সোনার কাঠি। এরই স্পর্শ থাকায় নিতান্ত সম্প্রদায়গত রচনা যা লুই-কাহ্ন থেকে শুরু করে পাঞ্জাবের বাবা ফরীদু-দ্-দীন, কাশী-কোশলের কবীর, রাজস্থানের মীরা, বঘেলখণ্ডের গেয়ানদাস প্রভৃতি সন্ত-ভক্ত-কবিদের ভজন-পদাবলীর মধ্য দিয়ে এসে বাংলার বাউল গানের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েছিল এবং যা রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভাস্পর্শে নবমঞ্জরিত হয়েছে, তা আমাদের সাহিত্যের চলতি বাজারে কখনো দামের ছাপ পায় নি। রবীন্দ্রনাথ যদি মরমিয়া-বাউল গীতিবাক্যের অন্তর-ঐশ্বৰ্য্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি না ফেরাতেন তবে আজও এ বস্তু সম্পূর্ণ উপেক্ষিত রয়ে যেত।

তবে মৈথিল-ব্রজবুলি পদাবলী আগাগোড়াই সাময়িক খদ্যোত-সাহিত্য নয়। এর মধ্যে অমরতার বীজ গুপ্ত আছে। তাই সেকালেব তুচ্ছ রচনার জালজঞ্জাল এড়িয়ে এগুলিই শুধু বহু শতাব্দীর খেয়া বেয়ে একালের ঘাটে এসে লেগেছে। আমাদের দায় এগুলিকে ভবিষ্যতের বন্ধরে পৌছে দেওয়া। তাই বোঝা হালকা করে এগুলিকে অনাগত কালের রসতীর্থের অভিমুখে এগিয়ে দিবার জন্মেই আমার এই আলোচনা ॥

# গীতিত্রিংশতিকা



## উমাপতি

১

॥ নট ॥

কি কহব মাধব তনিক বিসেসে  
অপনহু তমু ধনি পাব কলেসে ।  
অপনুক আনন আরসি হেরী  
চানক ভরম কোপ কত বেরী ।  
ভরমহু নিঅ-কর উর পর আনী  
পরস-তরস সরসীকহ জানী ।  
চিকুর-নিকর নিঅ-নয়ন নিহারি  
জলধর-জাল জানি হিঅ হারী ।  
অপন বচন পিক-রব অহুমাণে  
হরি হরি তেহ পরিতেজয় পরাণে ।  
মাধব অবহু করিঅ সমধাণে  
সুপুরুথ নিঠুর ন রহয় নিদাণে ।  
সুমতি উমাপতি ভন পরমাণে  
মাহেসরিদেই হিন্দুপতি জানে ॥

২

॥ মালব ॥

হরি-সউ প্রেম আস কর লাওল  
পাওল পরিভব ঠামে  
জলধর-ছাহহি তর হম সুতলহু  
আতপ ভেল পরিণামে ।

সখি হে মন জহু করিঅ মলানে  
 অপন করম-ফল হম উপভোগব  
 তোহেঁ কিঅ তেজহ পরানে । ৫ ।  
 পুরুব-পিরিতি-রিতি হনি জউ বিসরল  
 তইও ন হনকর দোসে  
 কত ন জতন ধরি জউ পরিপালিঅ  
 সাপ ন মানয় পোসে ।  
 কবছ নেহ পুহু নহি পরগাসিঅ  
 কেবল ফল অপমানে  
 বেরি সহস দস অমিঅ ভিজাবিঅ  
 কোমল ন হোঅ পথানে ।  
 গুরু উমাপতি পছ দেব পরসন  
 মান হোএব অবসানে  
 সকল-নৃপতি-পতি হিন্দুপতি জিউ  
 মহারানী-বিরমানে ॥

৩

॥ বিভাস ॥

সহস পূর্ণ সসি রহও গগনে বসি  
 নিসি বাসর দেও নন্দা  
 ভরি বরিসও বিস বহও দহও দিস  
 মলয়-সমীরন মন্দা ।  
 সাজনি আব জীবন কোন কাজে  
 পছ মোহি হিন করু অপজস জগ ভরু  
 সহয় ন পারিঅ লাজে । ৬ ।

কোকিল অলিকুল কলরবে আকুল  
 করও দেহও ছুই কানে  
 সিসির-স্বরভি জত দেহ দহও তত  
 হনও মদন পঁচবাণে ।  
 স্নকবি উমাপতি হরি হোএ পরসন  
 মান হোএত সমধানে  
 সকল-নৃপতি-পতি হিন্দুপতি জিউ  
 মহেসরি-দেই রমানে ॥

৪

। মালব ।

অরুণ পুরুব-দিসি বহলি সগরি নিসি  
 গগন-মগন ভেল চন্দা  
 মূনি গেলি কুমুদিনি তইও তোহর ধনি  
 মুনল মুখ-অরবিন্দা ।  
 কমল বদন কুবলয় ছুছ লোচন  
 অধর মধুরি-নিরমাণে  
 সগর সরীর কুমুম তুঅ সিরিজল  
 কিএ তুঅ হৃদয় পথানে ।  
 অসকতি করকংকণ নহি পরিহসি  
 হৃদয় হার ভেল ভারে  
 গিরি-সম গরুঅ মান নহি মুঞ্চসি  
 অপকুব তুঅ বেবহারে ।  
 অবগুন পরিহরি হরখি হেক ধনি  
 মানক অবধি বিহানে  
 হিমগিরি-কুমরী-চরণ হৃদয় ধরি  
 স্নমতি উমাপতি ভানে ॥

## বিজ্ঞাপতি

৫

॥ বিহাগড়া-কেদার ॥

উদয়ল কেস কুসুম ছিরিআএল বণ্ডিত দমন অধরে  
নয়ন দেখিঅ জনি অরুণ কমলদল মধুলোভে বৈসল ভয়রে ।

কলাবতি কৈতব না করহ আজ

কঞোন নাগর-সঙ্গ রয়নি গমণলহ কহ মোহি পরিহরি লাজ । ৫৭ ।  
পীন পয়োধর নথরেথ স্তম্বর করেঁ বাধহ কাঁ গোঁরি  
মেক-শিখর নব উগি গেল সমধর গুপ্তি ন রহলি এ চোরি ।  
বেকতে ও চোরি গুপ্ত কর কতিখন বিজ্ঞাপতি কবি ভান  
মহলম জুগপতি চিরেঁ জীবৈ জীবথু গ্যাসদীন সুরতান ॥

৬

॥ মাধবী-বরাড়ী ॥

সমন-পরসেঁ খসু অম্বর রে দেখল ধনি-দেহ  
নবজলধর-তর চমকএ রে জনি বীজুরি-রেহ ।  
আজ দেখলি ধনি জাইতেঁ রে মোহি উপজল রঙ্গ  
কনকলতা জনি সঙ্কর রে মহী নিরঅবলম্ব ।  
তা পুসু অপরূব দেখল রে কুচয়গ-অরবিন্দ  
বিগসিত নহিঁ কিছু কাণ রে সোঁঝা মুপচন্দ ।  
বিজ্ঞাপতি কবি গাওল রে বৃদ্ধএ রসমস্ত  
দেবসিংহ নৃপ নাগর রে হাঁসিনৌদেবি-কন্ত ॥

৭

॥ করুণা-সুহব ॥

কুল গুণ গৌরব শীল সোভাও  
সবে লএ চঢ়লিছ তোহরহিঁ নাও ।



হমে অবলা কত কহব অনেক  
আইতি পড়ল বৃষ্টি অবিবেক ।  
হঠ তেজ মাধব কর মোহি পার  
সবতই বড় থিক পর-উপকার ।  
হমরা ভেলি আবে তোহরি আস  
সে ন করিঅ জে হো উপহাস ।  
তোহেঁ পরপুরুষ হমছ পরনারী  
হৃদএ কাঁপ তুঅ রীতি বিচারি ।  
ভল-মন্দ জানি করিঅ পরিণাম  
জস-অপজস পএ রহ গএ ঠাম ।  
ভনই বিজ্ঞাপতি তোহেঁ গুণমান  
হাথি-মহতৈ নর কে নহি জান ।

৮

॥ জীবিতী ॥

জীবন রূপ অছল দিন চারি  
সে দেখি আদর কএল মুরারি ।  
অব ভেল ঝাল কুসুম সবে ছুছ  
বারি-বিহন সর কেও নহি পুছ ।  
হমরি ও বিনতি কহব সখি রোএ  
স্বপুরুষ-বচন অফল নহি হোএ ।  
জাবে রহএ ধন অপনা হাথ  
তাৰে সে আদর কর সংগ-সাথ ।  
ধনিক-ক আদর সবতছ হোএ  
নিরধন বাপুর পুছ নহি কোএ ।  
ভনই বিজ্ঞাপতি রাখব সীল  
অঞো জগ জীবিত নবো নিধি মীল ॥



৯

॥ ত্রী ধনছী ॥

মলিন কুম্বতনু চীরে  
 কর পর বদন নয়ন ঢক নীরে ।  
 কি কহব মাধব তাহী  
 তুঅ গুণ-নুবধি মৃগুধি ভেলি রাহী ।  
 উর' নুর সামরি বেণী  
 কমলকোষ জনি কারিনাগিনী ।  
 কেঅও সখি তাকএ সাঁসে  
 কেওঅ নলিনীদলে' করএ বতাসে ।  
 কেঅও বোল আএল হরি  
 উদসি উঠলি স্থনি নাম তোহরী ।  
 স্বকবি বিদ্যাপতি গাবে  
 বিরহিণীবদন সখী সমুঝাবে ॥

১০

॥ শঙ্কক-নাগ ॥

করতল কমলনয়ন ঢর নীর  
 ন চেতএ কুম্বল সঁভর ন চীর ।  
 তুঅ পথ হেরি হেরি চিত নহি খীর  
 স্থমরি পুরুষ-নেহা দগধ-সরৌব ।  
 কঠে পরি মাধব সাধব মান  
 বিরহি জুবতি মাগ দরসন দান ।  
 জল-মধে কমল গগন মধে স্থর  
 আতর চাঁদহ কুমুদ কত দূর ।

গগন গরজ মেঘা সিখর মঘুর  
কত জন জান সিনেহ কত দূর ।  
ভনই বিজ্ঞাপতি বিপরীত মান  
রাধাবচনে লজ্জাএল কাঙ্ক্ষ ॥

১১

॥ কাম-সুহব ॥

বদন চাঁদ তোর                      নয়ন চকোর মোর  
রূপ-অমিঞ-রস পীবে  
অধর মধুরি-ফুল                      পিঅ মধুকর তুল  
মধু বিহু কতিখন জৌবে ।  
হে মানিনি মন তোর গঢ়ল পসানে  
অপনে রভসেঁ হসি                      কিছুও উতর দেখি  
সুখে জাও নিসি অবসানে ।  
নিঞ মনে ন গুনসি                      পর-বোল ন সুনসি  
ন [ বুঝসি ] ছইলরি বাণী  
অপন অপন কজা                      কহিতৈঁ পরম লজা  
অরখিত আদর হানী ।  
ভনই বিজ্ঞাপতি                      সুহু বর-জৌবতি  
সবে-খন ন করিঅ মানে  
রাজা সিবসিংহ                      রূপনরাএন  
লখিমাদেবী-রমানে ॥

১২

॥ উত্তম-নাট ॥

সখি হে বাল'ভ জিতব বিদেশে  
হমে কুলকামিনী কহইতে অহুচিৎ  
তোহরু দেহহু উপদেশে ।

## ବିଦ୍ୟାପତି-ଗୋଷ୍ଠୀ

ଝେନ ବିଦେଶକ ବେଳୀ  
 ଦୁରଜନେଁ ହମର ଦୁଧ ନ ଶୁଭ୍ରାପବ  
 ଠେଁ ତୋହେଁ ପିଆଁ ଗେଲ ଏଲୌ ।  
 କିଛି ଦିନ କରଥୁ ନିବାସେ  
 ହମେ ପୂଜ୍ଞଳ ସେ ସେହେଁ ପଏ ଭୁଞ୍ଜବ  
 ରାଧଥୁଁ ପର ଉପହାସେ ।  
 ହୋଏ ତାହେଁ କିଏ ବଧ-ଭାଗୀ  
 ଝହିଥନେଁ ଛାହିଁ ମନେ ମାଧବ ଚିନ୍ତବ  
 ହମଛ ମରବ ଧମି ଆଗୀ ।  
 ବିଦ୍ୟାପତି କବି ଭାଂନେ  
 ରାଜା ଶିବସିଂହ ରୁପନରାଂନେ  
 ଲଖିମାଦେବୀ-ରମାନେ ॥

୧୭

॥ ଯୋଗିଆ-ଆମାବରୀ ॥

କାଳି କହଳ ପିଆଁଞ୍ଜେଁ ମାଂଝାହି ରେ	ଜାଏବ ମୋଞ୍ଜେଁ ମାଝୁଆଁ ଦେଶ
ମୋଞ୍ଜେଁ ଅଭାଗଳି ନାହିଁ ଜାନଳ ରେ	ମର୍ଗାହି ଛେତଛ୍ ମେହି ଦେଶ ।
ହୃଦୟ ବଡ଼ ଦାରୁଣ ରେ	ପିଆଁ ବିଛୁ ବିହରି ନ ଜାଏ । ଛୁ ।
ଏକାହିଁ ସୟନ ସଖି ସ୍ତୂତଳ ରେ	ଅଛଳ ବାଳଂଭ ନିମିତ୍ତ ଭୋର
ନ ଜାନଳ କତିଧନ ତେଜି ଗେଲ ରେ	ବିଛୁରଳ ଚକେବା-ଜୋର ।
ସୁନ ସେଜ୍ଞ ହିଅଁ ସାଳ ଏ ରେ	ପିଆଁଞ୍ଜେଁ ବିଛୁ ମରବ ମୋଞ୍ଜେଁ ଆଜି
ବିନତି କରଞ୍ଜେଁ ସଖି ଲୋଲିନି ରେ	ମୋହି ଦେହେଁ ଅଗିହର ମାଞ୍ଜି ।
ବିଦ୍ୟାପତି କବି ଗାଂଢ଼ଳ ରେ	ଆଏ ମିଳତ ପିଆଁ ତୋର
ଲଖିମାଦେବୀ-ବରନାଗର ରେ	ସିବସିଂହ ନାହିଁ ଭୋର ॥

১৪

॥ বিভাসী ॥

কুসুমবস অতি মুদিত মধুকর      কোকিল পঞ্চম গাব  
 ঋতু বসন্ত      দিগন্ত বালভ      মানস দহো দিশ ধাব ।  
 সজ্জনিত্রা, তেজল তেল তমোল তাপন সপন নিসি সুখরঙ্গ  
 হেমন্ত বিবহ      অনন্ত পাবিঅ      সুমরি সুমরি পিআ সঙ্গ ।  
 মোর দাছুর      সের অহোনিরি      বরিস বঁদু সদন্দ  
 বিষম বারিস      বিনা রঘুবব      বিরহিনি-জীবন অস্ত ।  
 সুমুগি দৈরজেঁ      সকল সিধি মিল      সুনহ কস্ত-সুবাণী  
 শিশির শুভদিন      রাম রঘুবর      আওব তুঅ গুণ জানি ॥

১৫

॥ দেব-রাজবিজয় ॥

কতছ শ্রুশ্রুধর      কতছ পয়োধর  
 ভল বর মিলল সুশোভে  
 অধংগ ধইলি নাগী [ ন ] গুনলি নিঞগারি  
 গরুঅ গৌরী-গুণ লোভে ।  
 আলো শিব শঙ্কু      তুমি শিব শঙ্কু  
 তুমি জে বধলো পঁচবাণে । ৫ ।  
 গাঁগ-লাগি গিরি-      জাক মনৌলি হে  
 ককে দেবি বোলহ মন্দা  
 চরণ-নমিত ফণী      মণিময় ভূষণ  
 ঘর থিথিআএল চন্দা ।

ভনই বিজ্ঞাপতি                      স্থনহ তিলোচন  
 পঘ-পঙ্কজ মোরি সেবা।  
 চন্দ্রদেই-পতি                      বৈদনাথ গতি  
 নীলকণ্ঠ হর দেবা ॥

### “কবি-কণ্ঠহার”

১৬

॥ অনুপা-শারঙ্গী ॥

তোরএ মোঞে গেলিছ ফুল  
 মোতী মানিকে তুল ।  
 সাজনি, সাজী অছোরসি মোরি  
 গরুবি আরতি তোরি  
 ভিঠি দেখইতৈঁ দিবস চোরি ॥  
 এত কস্বাই পরধন লোভ  
 জে নহি লুব্ধ সেহে পএ সোভ ॥ ধ্রু ।  
 নিকুঞ্জ-কের সমাজ  
 ইথি নহী মুখ-লাজ ।  
 ঢাকিবো জেন অপজস-রাসি  
 সে করে কাহু জেন লজাসি  
 জখনে নাগর নগর জাসি ॥  
 পীন-পয়োধর-ভার  
 মদন-রাএ-ভাণ্ডার ।

রতনে জড়িলো তাহরি মাথ  
মলিন হোএ তন দেহে হাথ  
বড় সে কঠিন হমর লাথ ॥

কবি ভন কণ্ঠহার  
রস এতএ কে পার ।  
সিরি-শিবসিংহ জানএ তন্ত  
রতন সন লখিমা-কন্ত  
সব কলারস জেঁ গুনন্ত ॥

### “দশ-অবধান”

১৭

। বিততা-ভৌমপলাসী ॥

উপরে পদোদর নগরেখ স্তম্ভর  
মৃদমদ-পকে লেপলা  
জনি স্মেরু সসিখণ্ড উদিত ভেল  
জলধর-জালেঁ ঝাঁপলা ।  
অভিরানি হে কপট করহ কাঁ লাগী  
কোন পুরুষ-গুণে লুব্ধ তোহর মন  
রয়নি গমওলহ জাগী ।  
কারনেঁ কঞোঁনে অধর ভেল ধূসর  
পুহু কোঁনেঁ আরত দেলা  
দুধক পরসেঁ পবার ধবল ভেল  
অকুন মজিঠ ভএ গেলা ।  
নবি পনারি গজেঁ গক্তি নড়াউলি  
পরসলি স্মর-কিরণে

ঐসন দেখিয় কপট করহ জহু  
 বেকত হুকাওব কঞোনে ।  
 দস-অবধান ভন পুরুষ-পেম গুনি  
 প্রথম সমাগম ভেলা  
 আলমসাহ প্রভু ভাবিনি ভজি রহু  
 কমলিনি ভমর তুলনা ॥

### ভবানীনাথ

১৮

॥ সুন্দর-সুহব ॥

নাব ডোলাব অহীবে  
 জিবইতৈঁ ন পাওব তীরে  
 খর নীরে লো ।  
 খেব ন লেঅএ মোলে  
 ইসি ইসি কী দহ বোলে  
 জীব ডোলে লো ।  
 কিকে বিকে ঐলিছ আপে  
 বেটলছ মোহি বড়ে সাপে  
 মোরে পার্পে লো ।  
 করিতছ পর উপহাসে  
 পরলিছ তস্থি বিধি-ফাঁসে  
 নহি আসে লো ।  
 ন বুঝসি অবুঝ গোআরী  
 ভজি রহ দেব মুরারি  
 নহি গারী লো ।



ভবানীনাথ হেন ভানে

নূপ দেব যত রস জানে

নব কাহ্নে লো ॥

## গোবিন্দদাস

১৯

॥ মঙ্গলী-ধনছী ॥

অগর উগার গারি মুগমদ-রস

কএ ঞ্জুলেপন দেহ

চললি তিমির মিলি নিমিষেঁ অলখ ভেলি

কাচ-কসনি মসি-বেহ ।

হে মাধব, হেরহ হরখি ধনি চান উগল জনি

মহি-তলেঁ মেটি কলঙ্ক

ঘর গুরুজন হেরি পলটিতি কত বেরি

স'সমুখি পরম সসঙ্ক ।

তুঅ গুণগণ কহি ঞ্জানলি অসাহি টারি

দৈএ স্তমুখি বিসবাস

তেঁ পরি পরাইঅ জেঁ পুহু পাবিঅ

পর-ধন বিহু পরয়াস ।

জপল জনম সত মদন-মহামত

বিহি স্তফলিত করু আজ

দাস গোবিন্দ ভন কংসনরাএন

সোরমদেবি-সমাজ ॥

যশোধর

২০

॥ ধনছা-মালব ॥

তোঁই ইম পেম কতৈ ছ়ঃর উপজল

সুমরবি সে পবিপাটী

আবে পর-রমণি-রঙ্গস ভুলনা হে

কঞো'ন কলা হ়ঃম ঘ টী ।

ভমর-বব, মে'রে বোলে বোলব কহুই

বিরহ-তন্তু জদি জ্ঞান মনোভব

কী ফল অধিক জনাই ।

সুনিঞ সুঃমক সাধুকন তুলনা

সব কাঁ মহিমা ধনে

তহি নিঞ লোভে ঠাম জদি ছাড়ব

গরিমা গহবি কঞো'নে ।

পুরুষ হনয় জল দুঃখও সহঃজ' চল

অমুবঃধ' বাধে' ধিরাহ

সে জদি ন থিরহ সহঃস' ধারে' বহ

উঃচ ও নীচ পঃথ জাই ।

ভনই জসোধর নব-কবিশেখর

পুঃবী তেসর কাঁই

সাহ হঃসন ভূঙ্গ-সম নাগর

মালতি-সেনিক তাঁই ॥

“କବିଶେଖର”

୨୧

॥ ଦେଶୀୟ-ବରାଡ଼ୀ ॥

ଆନନ ଲୋହୁଞ୍ଚ ବଚନେ ବୋଲଏ ହିସି  
 ଅମିଞ୍ଚ ବରସ ଜନି ସରଦ ପୁ ନୟା-ସାସି ।  
 ଅପରୁବ ରୂପ-ରମ୍ଭ ନଞ୍ଚି ।  
 ଜାହିତେ ଦେଖିଲି ଗଞ୍ଜରାଜ-ଗମନିଞ୍ଚି । ଓଁ ।  
 କାଞ୍ଚରେ ରଞ୍ଜିତ ଧବଳ ନୟନବର  
 ଭୟର ମିଳନ ଜନି ଅରୁଣ କଲଦଳ ।  
 ଭାନ ଢେଲ ମୋହି ମାୟା ଶୂନ୍ୟ ଧନି  
 କୁଠାସିରଫଳ-ଭରେ ଡାଙ୍ଗି ଜାତି ଜନି ।  
 କବିଶେଖର ଭନ ଅପରୁବ ରୂପ ଦେଖି  
 ରାଏ ନରଦ ସାହ ଢଞ୍ଜିଲି କଲମୁଖୀ ॥

ଭୀଷ୍ମ

୨୨

॥ ପର୍ବତୀୟ-ବରାଡ଼ୀ ॥

ସମ୍ପଦର ସହସ୍ର ସାର ବଟୁବାବ  
 ତୈଅଣ ନ ବଦନ ପଟନ୍ତର ପାବ ।  
 ଦେଖ ଦେଖ ଆହି  
 ସରଗକ ସରବସ ଉରବସି ଜାହି । ଓଁ ।  
 ବିବିଧ ବିଲୋକନ ଅତି ଅଭିରାମ  
 ଯନୁ ନ; ଅବତର ନୟନ ଉପାୟ ।  
 ନିକ ନିକ ଯାନକ ଅରୁଣିୟ ଶ୍ରେୟାତି  
 ସହଜେ ଧବଳ ଦେଖିଅ ଗଞ୍ଜୟୋତି ।

ঞাতর রাত মজল অতি সেত  
 ঐসন দসন তুলনা কে দেত ।  
 কাঞ্চিক অরচি<sup>১</sup> রোমাবল ভাস  
 উপর<sup>২</sup> তরল হরাবলী ফাস ।  
 কর কৌশল মনমথ মন লাএ  
 কুচ সিরিফল নহি হোঅএ নবাএ ।  
 করিতর উরু উপমা নহি পাব  
 অপনহি লাজে<sup>৩</sup> সঙ্কোচি লুকাব ।  
 হরিহর ঞনামএ<sup>২</sup> ভীষম ভান  
 প্রভাবতি-পতি জগনরায়ন জান ॥

২৩

॥ মলারী-কেদার ॥

কীর কুটিলমুণ [ ন বুঝ বেদন দুখ  
 বোল বচন পরমানে ]  
 বিরহ-বেদনে<sup>১</sup> দহ কোকক করুণ সহ  
 সরূপ কহত কে আনে ।  
 হরি হরি মোরি উরবসি কৌ ভেলী  
 জো হইত ধাবঞো<sup>১</sup> কতহ ন পাবঞো<sup>১</sup>  
 মুরছি খসঞো<sup>১</sup> কত বেরী । ঞ্ ।  
 গিরি-নদি-তরুঅর গোবিল ভমরবর  
 হরিণ হাথি হিমশায়া  
 সবক পরঞো<sup>১</sup> পৈঞো<sup>১</sup> সবে ভেল নিরদএ  
 কেঅও ন কহএ তহু নামা ।

মধুর মধুর ধ্বনি                      নেগুর-রব স্থনি  
 ভয়ে' তরঙ্গিনি-তীরে  
 মোরে' করমে' কল-                      হংস নাদ ভেল  
 নয়ন বিম্বুৎ' নীরে ।  
 হরি [ হর নতি করি                      চরণ ]' সাধি ধরি  
 কবি ভীষম এহো ভানে  
 প্রভাপতিদেই-পতি                      মোরঙ্গ-মহীপতি  
 নৃপ জগনরাএন জানে ॥

### গজসিংহ

২৪

॥ করুণা-মালব ॥

যুগল-শৈল সিঁম হিমকর দেখল  
 এক কমল দুই জ্যোতি রে  
 ফুলল মধুরি-ফুল সিন্দুরে লোটাএল  
 পাতি বৈসলি গজমোতি রে ।  
 আজ দেখল জত কে পতিআএত  
 অপুরুব বিহি নিরমান রে  
 বিপরিত কনক-কদলি-তরে' শোভিত  
 থলপঙ্কজ-কে রূপ রে ।  
 গজসিংহ ভন এহ পুরব-পুন তহ  
 ঐসনি ভজএ রসমস্ত রে  
 বুঝএ সকল রস নৃপ পুরুষোত্তম  
 অসমতিদেই-কের কস্ত রে ॥

## বিজ্ঞাপতি-গোষ্ঠী

### “কবি”-রতনাঞ্জী

২৫

॥ ভোগিনী-আসাবরী ॥

কনক-লতা অরবিন্দা

মদন। মাজরি উগি গেল চন্দা ।

কেও বোল ভময় ভমরা

কেও বোল নহিঁ নহিঁ চলয় চকোরা ।

কেও বোল সৈবালে বেঢ়লা

কেও বোল নহিঁ নহিঁ মেঘ মিললা ।

সংশএ পক্ক জন মহী

বোল তোর মুখ সম নহীঁ ।

কবি-রতনাঞ্জী ভানে

সক কলঙ্ক দুঅণ্ড অসমানে ।

মিলু রতি মদন-সমাজা

দেবলদেবী লখনচন্দ রাজা ॥

## জীবনাথ

২৬

॥ মনমোদ-রাজবিজয় ॥

সখি মধুরিপু সন কে কতএ সোহাঞোন

জে দিঅ তস্থিক উপাম হে

তস্থ মন নেঞোছন সরদ-স্থধানিধি

পক্কজ কে লেত নাম হে ।

সখি আজ মধুরিপু দেখল মোঞে হটিআ

লোচন জুগল জুড়এলা । ॥ ১ ॥

অধ বাঁহি লোচনে জ্বনে' নিহারলছি  
 বাঁক কইএ ভোঁহ-ভঙ্গা  
 তথহুক অবসর জাগল পঁচসর  
 থানে' থানে' গেল অঙ্গা ।  
 দরসন-লোভে পসার দেল হমে'  
 সখিমুখে স্থনি বড় রসী  
 তখনে উপজু রস ভেলিছ' পরবস  
 বিসরলি দুধছ' কলসী ।  
 দানকল্পতরু মেদিনি অবতরু  
 নৃপ হিন্দু স্থলতানে  
 মেধাদেই-পতি রূপনরাএন  
 প্রণবি জীবনাথ ভানে ॥

### ধরণীধর

২৭

॥ মোরঙ্গিআ-কোড়ার ॥

রিতুরাজ আজ বিরাজে হে সখি নাগরী-গণ-বন্দিতে  
 নবরঙ্গ নবদল দেখি উপবন সহজ সোভিত কুসুমিতে ।  
 আরে কুসুমিত কানন কোকিল-সাদ  
 মুনিছ'ক মানস উপজু বিষাদ ॥  
 সাজনি হম পতি নিরদয় বসন্ত  
 দারুণ মদন নিকারুণ কস্ত ॥ ৫ ॥

অতিমস্ত মধুকর মধুর রব কর মালতী মধুসঞ্চিত  
 সমঞে কস্ত-উদস্ত নহি কিছু হমহি বিধি-বস-বঞ্চিত ।  
 বঞ্চিত নাগরী সেহে সংসার  
 এহি রিতু পছ সঞে ন কর বিহার ॥

অতি হাব-ভাব মনোজ মারএ চণ্ড' রবি সসি ভানএ  
 পুরুষ-পাপ সন্তাপ জত হোঅ মন মনোভব জানএ ।  
 জারএ মনসিজ মান সর-সাঁধি  
 চাঁদমে' দেহ চৌগুণ হোঅ ধাধি ॥

সবে ধাধি আধি বেআধি জাইতি করিঅ ধৈরজ কামিনী  
 সুপছ মন্দির তোরিত জাএত সুফলে জাইতি জামিনী ।  
 জামিনী সুফলে জাইতি অবসান  
 ধৈরজ কর ধরণীধর ভাঁন ॥

২৮

## শ্যামসুন্দর

॥ শঙ্কর-নাট ॥

দূরহি উরু রহল গহি ঠাম  
 চরণে পাওল থল কমল উপাম ।  
 সেদ-বিন্দু পরিপ্লব দেহ  
 মোতিম' ফরলি সৌদামিনি রেহ ।  
 সংকেত নিকেত মুরারি নিহারি  
 অপনি অধিনি নহি রহলি এ নারি ।  
 পুলকিত ভেল পয়োধর গোর  
 দগধ মদন পুহু ঞ্জাকুর তোর ।



বজ্রহেঁ বচন ভেল সর-ভঙ্গ  
কদলীদল জর্কে কাঁপএ অঙ্গ ।  
রসময় শ্রামসুন্দর কবি গাব  
সকল অধিক ভেল মনমথ-ভাব ।  
কৃষ্ণনরাএঞ ঈ রস জান  
কমলাবতি-পতি গুনক নিধান ॥

### বংশমণি

২৯

আধ মৌলি-মণ্ডন ফুলমালে  
আধ তরঙ্গিত সুরসরি-ধারে ।  
আধ ভালক তিলক নব-ইন্দু  
আধ সোহাঞে সিন্দুর-বিন্দু ।  
কোমল বিকট চরণ ছুঁ চারী  
অপকুব নাচ করথি তিপুয়ারি ।  
এক দেহ অধ পুরুষ-দারা  
তেতিশ কোটি দেব দেখ নিহারা ।  
সুকবি বংশমণি এসু রস গাবে  
সেবি দেব হর কী নহি পাবে ॥

### লোচন

৩০

॥ রাঘবীয়া-বরাড়ী ॥

আনন্দ-কন্দা

পুনিমক-চন্দা

সুমুখি-বদন তহ মন্দা ।

অধরে মধুরী  
 সামরি স্তম্ভরী  
 বিহসি জিনএ সিত কুসুমসিরী ।  
 পথ মিললি ধনী  
 দামিনী গনি  
 ব্রজরাজ-জনী । ৬ ।  
 চিকুর চামরা  
 মুদির সামরা  
 নলিন নয়ন স্তম্ভকরা ।  
 কাম-রমণী  
 জঁহিনি ঠঁহিনী  
 দসন চমক জনি হীর-কনী ।  
 উকুতি বেকতী  
 বুঝলি জুগুতী  
 কামিনী মনবতি পতী ।  
 হরি অভিমানী  
 মনএ ঐশ্বর্যমানী  
 মিলএ চললি রসে রাস-বনী ।  
 বিজুরি উজরী  
 রজনী গুজরী  
 দূতি দোসরি অগুসরী ।  
 লোচন-বাণী  
 স্তম্ভ সয়ানী  
 কস্ত ভজলি গজরাজ-গনী ॥

## দীপিকা

১

এটি এবং নীচের তিনটি পদ উমাপতি-ওয়ার পারিজাতহরণ নাটক থেকে নেওয়া ।

২

চানক = চাঁদের । স্মৃতি = স্মৃতি ।

তর = তলে । হনকর = হুঁর ।

৩

পদটি ভাব পরবর্তী কালে বিজাপতির ও অপরের ভনিতায় একাধিক পদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ।

সহস = সহস্র । সাজনি = ভালোমানুষের মেয়ে, সই ।

৪

পদটি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পেয়েছিলেন বিজাপতির ভনিতায় । সেই থেকে বিজাপতির বলেই চলছে ।

বহলি = বহে গেল । সগরি = সকল । মুনি = মুদ্রিত । মুনল = মুদল ।

৫-২৮

রাগতরঙ্গিণী থেকে ।

৫

পদটি সাধারণ আদ্যসের কবিতা, কৃষ্ণলীলার সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই ।  
তুলনীয়,

ধ্বশুঃ কেন বিলেপনং কুচযুগে কেনাঙ্গনং নেত্রয়ো

রাগঃ কেন তবোধরে প্রমথিতঃ কেশেবু কেন স্রজঃ ।...

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়

নবনখপদমঙ্গং গোপয়ন্তঃশুকেন

স্বগয়সি পুনরোষ্ঠং পাণিনা দন্তদষ্টম্ ।

প্রতিদিশমপরজীমঙ্গশংসী বিসর্পন

নবপরিমলগন্ধঃ কেন শক্যো বরীতুম্ ॥

মাঘ

৬

এটিও সাধারণ আদরসের কবিতা।

সসন = শসন, বায়ু। তর = তলে।

৭

রাধাকৃষ্ণের নৌকাবিলাসের পদ।

সোভাও = সোভাগ্য। আইতি = আস্তে। ভেলি = হলুম। আবে = এখন।

৮

ধনিকক = বড় লোকের। বাপুর = বাপুড়া, কাঙাল। রাখব = রাখতে হবে।

৯

তুলনীয়, কখনরেহা মন্দিরমজ্ঝে  
পেক্খহ বালা লিহই ভুঅঙ্গ।  
নহি নহি বল্লহ এথ ভুঅঙ্গো  
বুজ্ঝহ উভরল বেণিবিভঙ্গ ॥

আনন্দধর

লুর = লোটায়। কেঅও, ছন্দের অনুরোধে “কেও” পড়তে হবে। তাকএ =  
তর্কয়তি, দেখে। সাঁস = শ্বাস। উসসি = উচ্ছ্বসিত হয়ে।

১০

তুলনীয়, গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদা,  
লক্ষান্তরে ভানুরথাঙ্গ পদম্।  
ছিলক্ষদূরে কুমুদস্ত বন্ধু-  
ধো যস্ত মিত্রং ন হি তস্ত দূরম্ ॥

১১

পদটির ভাষায় ও ছন্দে বাংলার রেশ বেশ রয়েছে। এটি কোন বাংলা  
পদের রূপান্তর বলে মনে হয়।

ছইলরি = বিদগ্ধের। কজা = কাজ। অরথিত = অর্থিত, যাচ।

১২

বাল'ভ = বল্লভ, প্রিয়। জিতব = যাতব্য, যাবে। তোহ'ফু = তোমরা।  
দেহ'ফি = দাও। এলী = এড়ি, ছেড়ে। হ'ফি = উনি।

১৩

পদটি কৃষ্ণলীলার নয়। প্রবাসী শিবসিংহকে উপলক্ষ্য করে লখিমা-দেবীকে  
সান্ত্বনা দেবার ইঙ্গিত শেষ ছত্রে আছে,—শিবসিংহ লখিমাদেবীর প্রিয়, তিনি  
এসে মিলতে ভুলবেন না।

মারুঅ = মালব অথবা মরু; সম্ভবত ঢোলা-মারুর অথবা মাধবানল-কামকন্দলার  
কাহিনী অনুসারে। অভাগলি = অভাগিনি। জৈতছ = যেতুম। বিহরি =  
বিহ্বলিত হয়ে, বিগড়ে। বিছুরল = বিচ্ছিন্ন হল। চকেবা-জোর = চক্রবাক্যগুণ।  
সাল = শল্য। লোলিনী = সখীর নাম। মোহি = আমাকে। দেহে = দেওয়া  
হোক। অগিহর = অগ্নিগৃহ, জোঁহর। আএ মিলত = এসে মিলবে।

১৪

সীতার বারমাসিয়া-বিরহবর্ণনা। পদটি খণ্ডিত। সব মাসের বা ঋতুর  
কথা নেই। কালের পৌর্বাপর্য্যও ঠিক নেই। লোচন পদটিকে বিজ্ঞাপতির বলে  
নির্দেশ করেছেন। বিজ্ঞাপতির রচনা না হওয়াই সম্ভব। দ্বিতীয় ছত্রের সঙ্গে  
তুলনীয় প্রাকৃতপৈঙ্গলের একটি কবিতার এই ছত্র,

দিসই বলই হিঅঅ দুইই হমি একলি বহু।

বালভ = বল্লভ। তমোল = তাহুল। তাপন = অগ্নিসেবন। ব'দ = বৃষ্টি-  
বিন্দু। সদন্দ = সৎসন্দে, সরবে।

১৫

বরবেশী অর্দ্ধনারীশ্বর শিবের ব্যাজস্তুতি। ধ্রুবপদ অবধি অংশ মেনকার  
অথবা গৌরীর সখীর উক্তি, তার পর শিবের উত্তর। আর একটিপদে (গুপ্ত  
“হরগৌরী” ১১) “চন্দনদেবীপতি বৈজল দেবা”-র উল্লেখ আছে।

অধঃগ = অর্ধাঙ্গে । ধইলি = ধরা রয়েছে । গারি = আগারিক, ঘরের অবস্থা ।  
গাঁগ = গঙ্গা । মনোলিহে = মানানো হল । বোধ হয় ঠিক পাঠ হবে—“গিরি-  
জাক লাগি গাঁগ মনোলিহে” । ককে = কিজন্তে । থিথিআএল = উদ্ভাসিত  
হয়েছে । চন্দল = নিজের নাম হতে পারে, পিতৃবংশের নামও (“চন্দেল”)   
হতে পারে ।

১৬

পদটিতে ছন্দের বৈচিত্র্য আছে । বাংলার প্রভাব রয়েছে বেশি রকম ।  
কবি কি মিথিলাপ্রবাসী বাঙালী অথবা বাংলা-তীরহৃত সীমান্তের অধিবাসী  
ছিলেন ? বিষয় হচ্ছে সখী নিয়ে রাধা গেছেন বৃন্দাবনে ফুল তুলতে, মালিক কৃষ্ণ  
এসে ভৎসনা করছেন ।

তোরএ = তুলতে । অছোবসি = আছাড়িস, ছাড়িস । গরুবি = বিশেষ ।  
ডিঠি = চোখ । দেখাইতে = দেখিয়ে । লাথ ( মূত্রিত পাঠ নাথ ) = ছলনা ।

১৭

ভনিতায় আলমসাহ যদি আজম-শাহের ভুল পাঠ হয় তবে এখানেও  
“গাসদীন” স্থলতানেব উল্লেখ পাচ্ছি ।

অভিরানি = আত্মীরণী । আরত = আলতা, রক্তরাগ । পবার = প্রবাল ।  
নবি = নূতন । পনারি = পদ্মনালিকা, পদ্মিনী । কঞোনে = কে ।

১৮

নৌকাবিলাসের পদ । ছন্দে বেশ বৈচিত্র্য আছে ।

ডোলাব = দোলায় । অহীরে = অধীর ভাবে । থেব = থেয়া । মোলে =  
মূল্যে । দহ = দেব, দাও । কিকে = কেন । ঐলিহ = এলুম । বডে সাপে =  
বোড়া সাপে বা বড় সাপে । নহি গারী = গালি বা কলঙ্ক হবে না । কাহে  
( ছন্দের জন্তে পড়তে হবে “কানে” ) = কৃষ্ণ ।

১৯

রাধার তিমিরাভিসারের বর্ণনা ।

আগর = অগুরু । উগার = উদ্‌গার । গারি = বার করে । কাচ-কসনি =

কষ্টিপাথরে। চান=চাঁদ। মেটি=গায়ে মেড়ে, অথবা বিহীন হয়ে। অসাহি= অসাধ্য। টারি=টেলে, জোর করে। দৈএ=দেওয়া হোক। পরাইঅ= পরাঙ্কিক (?), ধন্ত। পরয়াস=প্রয়াস। মহামত=মহামন্ত্র।

২০

ভ্রমরদৌত্যের পদ। প্রবাসী কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি।

আবে=এখন। ঘাটী=কম। অনুবধে=অনুবন্ধে, মিনতিতে। বাধে= বাধ দিলে। থিরাহ=স্থির হয়। সহসে ধারে=সহস্রধারে। তুলনীয়, “ত্বং চেৎ নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্তাং নিষেকুং ক্ষমঃ”। পুহবী=পৃথিবীতে। তেসর=তৃতীয় ব্যক্তি। সেনিক=শ্রেণীর।

২১

সাধারণ তরুণী নায়িকার বর্ণনা। পদটি নরহরি-চক্রবর্তীর গীতচিন্তামণিতেও আছে। পদকল্পতরুতে আছে বিজ্ঞাপতি-ভনিতায় এবং বিকৃত পাঠে। এই বিকৃত পাঠই নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত নিয়েছেন।

লোহুঞ=লাবণ্যময়। ভান=ভ্রম।

২২-২৩

কবি ভীষ্মের এই পদ দুটি উর্বশী-কাহিনী ঘটত কোন নাট্যগীতির মধ্যে ছিল বলে মনে করি।

২২

সহস=সহস্র। বটুরাব=বাঁটলে অথবা সঞ্চয় করলে। পটন্তর=অঞ্চলপ্রান্ত, ঈষৎ পরিমাণ। নিক=সুন্দর। ঞ্জাতর=অন্তর। রাত=রক্ত। মজলে= মার্জিত। অরচি=অর্চিত, দীপ্তিতে। প্রণামএ ( পাঠ প্রণয়িএ )=প্রণাম করে।

২৩

কোকক=চক্রবাকের। জো হইত=যার জন্মে। কতহু=কোথাও। পরঞা=পড়ি। পৈঞা=পায়ে।

২৫

সংশয় অলঙ্কারের সাহায্যে তরুণীর রূপবর্ণনা। পদটির একটি পাঠান্তর  
বিজ্ঞাপতি-ভনিতায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত উদ্ধৃত করেছেন (১৭)।

মদন। মাজরি = মদনমঞ্জরীতে। পরু = পড়ল। বোল = বলে।

২৬

রাধার পূর্বরাগ-বর্ণনা।

সোহাঞন = শোভাময় বস্তু। মন = মনাক্, ঈষৎ। অধ ( পাঠ “অধর” ) =  
— অর্ধ। বাঁহি = বাম। বাক কইএ = বাঁকা করে।

২৭

স্তবকের গঠনে ছন্দের বৈচিত্র্য আছে। স্তবকের প্রথম অঙ্কের শেষ পদ  
অনুবৃত্তি করে দ্বিতীয় অর্ধ শুরু হয়েছে।

সাদ = শব্দ। জারএ = জ্বালে। সর-সাঁধি ( পাঠ “সাঁধি” ) = সর সন্ধি।  
ধাধি = দন্ধ।

২৮

রাধার প্রথমপ্রণয়ভীকৃতার বর্ণনা।

রহল গহি ঠাম = স্থান নিয়ে রইল, নিশ্চল হল। ফরলি = ক্ষুরিত হল।  
ঞাকুর = অক্ষুর। তোল = তুললে, বেরল। বজইঠে = বলতে।

২৯

গীতদিগম্বর-নাটক থেকে। অর্দ্ধনারীশ্বব-বন্দনা।

৩০

রাগতরঙ্গিণী থেকে। রাধার রাস-অভিসার বর্ণনা।

জিনএ = জয় করে। জাঁহিনি তহিনী = যেমন তেমন, অর্থাৎ পরাস্ত। কনী =  
কণিকা। মনবতি = মনের মত। ঞ্ছমানী = অহুমান করে। তুলনীয়  
জয়দেবের পদাংশ, “হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্”। গনী =  
গমনী।



# বিজ্ঞাপতির অবহট্ট কবিতাস্বয়

১

চলিঅ তক-

তান সুর-

তান ইব-

রাহিমো

কুরুম ভণ

ধরণী সূণ

বহণ-বল

নাহি মো ।

গিরি টরই

মহি পড়ই

নাগ-মন

কম্পিআ

তরনি-রথ

গগন-পথ

ধূলি-ভরে

ঝম্পিয়া ।

তবল সত

বাজ কত

ভেরি ভরে

ফুকিআ

পলঅ-ঘণ

বজ্জ-সম

ইঅর-বল

লুকিআ ।

তুলুক লখ

হরথোঁ হস

অগ্নিগ ধস

ফালহী

মার ধর

মারি কর

কটি কর-

বালহী ।

মঅগলই

পঅ পলই

ভোগি চলই

জংথনে

সত্ত্ব-ঘর

উপজু ডর

নিন্দ নহি

বাংথনে ।

খগুগ লই

গব্ব কই

তুলুক জবোঁ

জুজাই

অপি সগর

স্বর-নগর

সংক পল

মুজাই ।

সোধি জল

কিঅউ থল

পস্তি-পঅ-

ভারহী

জানি-ধুঅ

সংক ছঅ

সঅল-সং

সারহী ।

কেলি করি

বাধি ধরি

চরণতল

অপ্লিঅ।

কেলি পর

নেমি কর

অপ্লু-করে

থপ্লিঅ।

চৌ-সাঅর অন্তর

দীগ দিগন্তর

পাতিসাহ দিগ-

বিজয় ভম

হুগ্গম গাহন্তে

কর চাহন্তে

বেবি সখ সং-

পনই জম ॥

২

অনল-রক্ত-কর

লক্ষণ-নরবই

সক সমুদ্র-কর-

অগিনি-সসী

চইত কারি ছটি

জেঠা মিলিও

বার বেহঙ্গই

জাউ<sup>১</sup> লসী ।

দেবসিংহ জউ

পুহবৌ ছড্‌ডই

অন্ধাসন স্থর-

রাঅ সরু

দুছ স্থরতান

নিদই অব সোঅউ

তপনহীন জগ

তিমিরে ভরু ।

দেখহ ও

পুহবৌকে<sup>২</sup> রাজা

পৌরুস-মাঁঝ

পুন্ন-বলিও

সত-বলই গাঝা-

মিলিতকলেবর

দেবসিংহ স্থর-

পুুর চলিও ।

<sup>১</sup> পাঠ জাউ । “যাম” শব্দ মূল ধরেছি । “লসী” রাশি শব্দ থেকে হতে পারে । <sup>২</sup> পাঠ “পুখিবৌকে” ।

একদিস জবন

সকল বল চলিও

একদিস জম-

রাঅ চরু

হুহএ দলাটি

মনোরথ পুরেও

গরুএ দাপ সিব-

সিংহ করু ।

স্বরতরুকুসুম

ঘালি দিস পুরেও

দুন্দুহি হুন্দর

সাদ ধরু

বীরছত্র দে-

খনকো কারণ

স্বরগণ-সোঠেঁ

গগন ভরু ।

আরন্তিঅ অনু-

তেটি মহামথ

রাজসুঅ অস'-

মেধ জই

পণ্ডিতঘর আ-

চার বখাণিঅ

ঘাচককঁ ঘর-

দান কই ।

## বিজ্ঞাপতি-গোষ্ঠী

বিজ্ঞাবই কবি-

বর এছ গাবএ

মানব-মন আ-

নন্দ ভও

সিংহাসন সিব-

সিংহ বইট্টও

উছবই বইরস

বিসরি গও

## অবহুট্ট কবিতাধর্মের অনুবাদ

১

কীৰ্ত্তিলতা থেকে। জোনপুরের সুলতান ইব্রাহিমের বিজয়-অভিযানের বর্ণনা।  
অপভ্রংশের এই ছন্দটি উড়িয়া কবিদের খুব প্রিয় হয়েছিল।

রাজ-আড়ম্বর নিয়ে সুলতান ইব্রাহিম চলেছেন। কূর্ম বলছেন, ধরণী শোন  
—তোমাকে বইবার আমার বল নেই। গিরি টলে ভূমিসাৎ হয়, মন হয় কম্পিত।  
সূর্যের রথ গগনপথে ঝাঁপা পড়ে (বাহিনীপদোখিত) ধূলিভরে। কত শত  
তবল বাজে, ভেরী ফোঁকা হয় জোরে প্রলয়-মেঘের বজ্রনাদের মত। বিপক্ষের  
সেনা লুকিয়ে পড়ে। (তা) লক্ষ্য করে (অথবা লক্ষ লক্ষ) তুরুক হর্ষে হাসে,  
(তাদের তলয়ারের) ফলা থেকে ঘেন আগুন বেরয়। মার-ধর করে (লোককে  
শেষে) মেয়ে ফেলে কটির করবালে। মদবারি বর্ষণ করতে করতে হস্তিঘটা  
যখন চলে (তখন) ঝঙ্কন শব্দে শত্রুর ঘরে ঘুম আসে না। খড়্গ নিয়ে গর্ব করে  
তুরুক যখন যুদ্ধ করে, (তখন) এমন কি সকল সুর-নগরও শঙ্কায় পড়ে মোহ  
পায়। জল শুখিয়ে স্থল হয় পদাতির পদভরে। সকল সংসারে বৌ-বির হয়  
শঙ্কা। খেলার ছলে বেঁধে ধরে (সুলতানের) চরণতলে অর্পণ করে। খেলার  
পর ভাগ করে অপরের (?) হাতে স্থাপন করে। চতুঃসমুদ্রাবচ্ছিন্ন দিক্‌দিগন্তরে  
পাতিশাহ দিগ্‌বিজয় ভ্রমণ করছেন দুর্গম স্থান দখল করতে করতে কর চাইতে  
চাইতে। যম দুমিকেই শঙ্কায় (?) পড়ল ॥

২

এই পদটি কীৰ্ত্তিপতাকার বলে মনে করি। দেবসিংহের পরলোকগমনের ও  
শিবসিংহের সিংহাসনপ্রাপ্তির বর্ণনা। তখনকার দিনে পশ্চিম ভারতে যে  
অবহুট্ট ঐতিহাসিক কবিতা—“পিঙ্গল”—রচনার প্রথা ছিল বিজ্ঞাপতি তারই  
অনুসরণ করেছেন কীৰ্ত্তিতায় ও কীৰ্ত্তিপতাকায়।

অনল ( ৩ ) রক্ত ( ২ ) কর ( ২ ) লক্ষণ-নৃপতি ( বৎসর ), সমুদ্র ( ৪ ) কর ( ২ )  
 অগ্নি ( ৩ ) শশী ( ১ ) শকাব্দ, চৈত্র ( মাস ), কৃষ্ণ ( পক্ষ ), ষষ্ঠী ( তিথি ), জ্যোষ্ঠা  
 ( নক্ষত্র ) মিলিত হয়েছে, বার বৃহস্পতি, যাম সপ্তম ( ? )। ( এমন ক্ষণে )  
 দেবসিংহ যখন পৃথিবী ছাড়লেন ( তখন ) সুররাজ অর্দ্ধাসন সরে গেলেন। দুই  
 স্থলতান এখন নিদ্রায় স্তলেন, তপনহীন জগৎ তিমিরে ডবল। দেখ ও পৃথিবীর  
 রাজা পৌরুষ-মাঝে পুণ্য-বলবান্। সত্ত্ববলে গঙ্গায় মিলিত দেহ হয়ে দেবসিংহ  
 সুরপুরে চললেন। এক দিকে যবনের সকল বাহিনী চলল, অপর দিকে যমরাজ।  
 দুই দলেরই ( ? ) মনোরথ পূর্ণ হল; শিবসিংহ গুরু দর্প করুন। পারিজাত কুসুম  
 ছড়িয়ে দিগন্ত পূর্ণ হল, হৃন্দুভি স্তম্বর শব্দ ধরল। বীরছত্র দেখবার জন্তে  
 সুরগণের শোভায় গগন ভরল। আরম্ভ হল অস্ত্যোষ্টি মহাবজ্র রাজসূয়-অশ্বমেধের  
 মত ( আড়ম্বরে )। পণ্ডিতেরা আচাব ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, যাচকদের  
 ঘট-দান কই? বিজ্ঞাপতি কবির গাইছেন, মানবের মনে আনন্দ হল। শিবসিংহ  
 সিংহাসনে বসলেন। উৎসবে শোক ভুলে গেল ॥



## মীরার দুটি পদের অনুবাদ

১

সখি আমার ঘুম হয়েছে নষ্ট। প্রিয়ের আগমন পথ পানে চেয়ে চেয়ে সারা রাত ভোর হয়ে গেল। সব সখী মিলে আমাকে কত শিক্ষা দিলে, আমার মন কিন্তু তাদের একটি কথাও মানলে না। প্রিয়কে না দেখে পলক পড়ে না, আমার জীবন এমনি নিশ্চল হয়ে গেছে। অঙ্গে অঙ্গে আমার ব্যাকুলতা, মুখে শুধু “প্রিয় প্রিয়” বাণী। অন্তরে আমার বিরহের বেদনা, সে পীড়া কেউ বোঝে না। চাতক যেমন ঘন ঘন ডাকে, জল ছাড়া মাছ যেমন, ব্যাকুল বিরহিণী মীরাও তেমনি বুদ্ধিশুদ্ধি সব হারিয়েছে ॥

২

তুমি চৈচিও না মা, সাধুর দর্শন আমি পেয়েছি। আমার হৃদয়ে রামনাম বসেছে, অন্তরঙ্গ আমার মদমত্ত।

মা বলে,—ঝিউড়ী শোন, কেন মাথা গরম করছ। লোকে শুয়েছে স্থখনিদ্রায়, তুমি কেন ঘুম ভুলেছ ?

দুনিয়া পাগল হয়েছে, তাদের রাম-ভাবনা নেই। যার হৃদয়ে হরি বাস করে তার তো নিদ্রা আসে না। বর্ধাশেষের ভোবা যেমন, তার জল কেউ খায় না। হরিরূপ নহরে সদা অমৃত রস বইছে, তারই আশা করতে হয়। রামজীর স্বরূপ, তাঁরই মুখ চেয়ে বাঁচতে হয়। মীরা ব্যাকুল বিরহিণী, প্রভু, তাকে নিজের করে নাও ॥

## সঙ্কেত

ই = ইণ্ডিয়া অফিসের পুথি ।

গ = ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের পুথি ।

মিত্র = রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবরণী ।

## পুনশ্চ

পৃষ্ঠা ২। ভারতের পূর্ব অঞ্চলে প্রচলিত অবহট্টে লেখা, “কলচুরি-কল্লফুলা”  
কর্ণদেবের প্রশস্তি দোহা, অনেকগুলিই পাই প্রাকৃতপৈঙ্গলে। এই দোহায়  
গৌড়রাজের ও গুড়াধিপের বিরুদ্ধে কর্ণদেবের বিজয়-অভিযানের উল্লেখ  
রয়েছে,

জে গঞ্জিঅ গউলাহিবই রাউ  
উদ্দণ্ড ওড়ড জসু ভএ পলাউ।  
গুরুবিক্রম বিক্রম জিগিঅ জুজু  
তা কল্ল-পরকম কোই বুজু ॥

অর্থাৎ, যিনি গৌড়াধিপতি রাজাকে গঞ্জনা দিয়েছেন, উদ্দণ্ড ওড়-সেনা যার ভয়ে  
পালিয়েছে, যার গুরু-বিক্রম যুদ্ধ বিক্রমকে হার মানিয়েছে, সেই কর্ণের পরাক্রম  
বোঝে কে।

আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছি। এটি হীর চন্দ্রে লেখা, কর্ণদেবের  
বিজয়বাহিনীর বর্ণনা। এটির সঙ্গে নিশিপাল চন্দ্রে লেখা বিজ্ঞাপতির পদটি  
( পৃষ্ঠা ২১ দ্রষ্টব্য ) তুলনীয়।

ধিক দলণ থোঙ্গ দলণ তক্ক দলণ রিঙ্গএ  
ণং গ গু কট দিঙ্গ দুকট রঙ্গ চল তু- রঙ্গএ।  
ধূলি-ধবল দিগ্গ সঅল পজি পবল পত্তিএ  
কল্ল চলই কুম্ম ললই ভুম্ম ভরই কিত্তিএ ॥

এই অপভ্রংশ কবিতাগুলির মধ্যে কর্ণদেবের সভাকবি বিজ্ঞাপতির রচনা থাকা  
অসম্ভব নয়।

পৃষ্ঠা ৮। চণ্ডেশ্বরের আশ্রিত কবি হরিব্রহ্মের এই অবহট্ট কবিতায়  
মন্ত্রিবরের প্রশস্তি রয়েছে সেকালের কবিজনোচিত ভাষায়,

পিঅ পাঅ পসাএ দিট্টি পল  
গিছঅ হসই জহ তরুণিজণ।

## বিদ্যাপতি গোষ্ঠী

বরমস্তি চণ্ডেসর কিত্তি তুঅ

তথ দেক্খি হরিবন্ধ ভণ ॥

অর্থাৎ, পাদপ্রসাদে ব্যগ্র প্রিয়ের উপর দৃষ্টি পড়লে তরুণীজন যখন নিভূতে হাশে, সেই স্মিতশ্বেতিমাঘ—হে বরমস্তী চণ্ডেশ্বর, তোমার কীর্তির উপমা দেখে হরিত্রস্ত এই কথা বলছে।

পৃষ্ঠা ১৪। জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণনরত্নাকরে ক্ষত্রিয় রাজকুলের তালিকায় “সুরুকি” বংশের উল্লেখ আছে ( পৃ ৬১ )।

পৃষ্ঠা ১৭ ২৬। “লখিমাদেই-রমান” শিবসিংহকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ধরেছিলেন শিবসিংহ “লক্ষ্মীনারায়ণ” বলে।

পৃষ্ঠা ২৩। শ্রীযুক্ত গণেশচরণ বসু নিউ-ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি পত্রিকায় “বিদ্যাপতি” রচিত মনসাপূজা-বিষয়ক ক্ষুদ্র নিবন্ধ ‘ব্যাড়িভক্তিতরঙ্গিনী’-র পরিচয় প্রকাশ করেছেন। পুথিটি অর্বাচীন, বিগত শতাব্দীতে লেখা, ময়মনসিংহ অঞ্চলে। বিদ্যাপতির সময়ে মনসাপূজা মিথিলায় অপ্রচলিত ছিল না। তবুও রচনাটিকে শুধু ভনিতার জোরেই বিদ্যাপতির বলে নেওয়া চলে না।

পৃষ্ঠা ৪১। হরিশ্চন্দ্র-নাট বা ‘হরিশ্চন্দ্র-নৃত্য’ কন্বাডি কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ( ১৮২১ )।

পৃষ্ঠা ৬১। “ত্রিংশতিকা” শব্দটির কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করি। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে হয় “ত্রিংশিকা”। “ত্রিংশিকা” ও “ত্রিংশতিকা” দুটি শব্দই বাংলায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সুতরাং ধনিকোমলতার দোহাই দিয়ে এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির নজির মেনে ত্রিংশতিকা শব্দই ব্যবহার করেছি।

অনবধানজনিত প্রমাদ কিছু কিছু রয়েছে বলে আশঙ্কা করি। তার মধ্যে গুরুতর হচ্ছে—“তাহার” ও “সংগ্রহীত” ( পৃষ্ঠা ৪ ), “হইতেছে” ( পৃষ্ঠা ২৩ ), “গীতিবাক্যের” ( পৃষ্ঠা ৬০ ), “অহোনিরি” ( পৃষ্ঠা ৭৩ )। এগুলির শুদ্ধ রূপ যথাক্রমে “তার”, “সংগ্রহীত”, “হচ্ছে”, “গীতিকাব্যের” ও “অহোনিশি”।

## নির্ঘণ্ট

অক্ষয়চন্দ্র সরকার	৩	“কবি-কণ্ঠহার”	৩২, ৭২
অচ্যুত	২২	“কবি”-কুমুদী	৩৬
অনন্তসিংহ	৫২	“কবিভিণ্ডিম”	৪৬
অবহট্ট	১৩	“কবিবল্লভ”	৪
“অভিনব-জয়দেব”	৩২	“কবিরতন”	৩৩
‘অভিনবরাঘবানন্দ-নাটক’	৪০	“কবি” রতনাঞ্জী	৩৩, ৮০
অমর, কুমার	৩১	“কবিরত্ন”	৩৩
অমরেশ্বর	৪৪	“কবিরাজশেখর”	৪৪
অমিয়কর	৩৫	“কবিশেখর”	৩২, ৫৪, ৫৫, ৭৭
অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ	৪	‘কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়’	৮৫
অরজুন-রাএ	৩১	কবীর	৬০
অজুন-ভূপতি	১৮	কমলাদেবী	৩১
‘অবলোকিতেশ্বরস্তুবরাজ’	৫০	কমলাবতীদেবী	৪৭, ৫৪
‘অবিজ্ঞানগীতগোবিন্দ’	৫০	কর্ণদেব	৫
‘অশ্বমেধ-নাটক’	৫১	“কংসদলন”	৪৬
অসমতীদেবী	২৬, ৩৪	“কংসদলন-নারায়ণ”	৪৬
অসলান, মালিক	২	কংসনারায়ণ	২৭, ৩৪
আজম-শাহ	২৯	“কংসনারায়ণ”	১৭, ৩৪, ৩৬
আনন্দ-খান	১০	কাণ্ডয়েল, ঙ্গ-বী	২৬
আনন্দধর	৪১, ৮৬	কামেশ্বর	৬
‘আনন্দবিজয়-নাটিকা’	৪২, ৫৩	কালিদাস	৫৮
‘আবেস্তা’	৫	কাশীনাথ, দ্বিজ	৫১
আলম-শাহ	২২	কাহ্ন	৬০
‘ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি’	৩	‘কীর্তনানন্দ’	৩৪
ইব্রাহিম শর্কী	২, ১৪	‘কীর্তিপতাকা’	১৫
উদয়	৫৪	‘কীর্তিলতা’	২, ১৩
উদয়কর	২৭	কীর্তীসিংহ	২, ১৩, ২২
উমাপতি	৩০, ৩২, ৪৩, ৫৮, ৬৩	‘কুঞ্জবিহারী-নাটক’	৪২
		কৃষ্ণ	৫৪

কৃষ্ণদেব, দ্বিজ	৫১	‘গোরক্ষবিজয়-নাটক’	৪১
কৃষ্ণনাথায়ণ	৪৭	গৌরীপতি	৫২
‘কৃষ্ণার্চনচন্দ্রিকা’	২২	গ্যাসদীন “স্বরতান”	২২
কৃষ্ণানন্দ-রায়	৫০	গ্রীষ্মদর্শন, জী-এ	৩, ১১, ২৩
ক্ষণদাগৌতচিস্তামণি	৫৫	ঘনশ্যাম	৫৪
“খেলন-কবি”	১৩	ঘিয়াস-দ্ দীন	৭, ২২
গঙ্গাধর	৪৭	চণ্ডীদাস	৪
‘গঙ্গাকৃত্যবাবেক’	২৬	‘চণ্ডী নাটক’	৪১
‘গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী’	১২	চণ্ডেশ্বর	২২
‘গঙ্গাবাক্যাবলী’	১২	‘চতুর্ভুজতরঙ্গিণী’	৫০
গজসিংহ	২৬, ৩৪, ৭২	চতুরানন	৫৩
গণেশ	২	চতুর্ভুজ	৪৬
গণেশ	৫২	চন্দনদেবী	৩১
গণেশ্বর-রাএ	২	চন্দনবর্মা	৪০
গণেশ্বর	৮	চন্দনদেবী	৩১
গদাধর	২৩, ২৭	“চন্দ্রকলা”	৫৩
“গরুডনারায়ণ”	১৫, ৩০	চন্দ্রসিংহ	২৩, ২৫, ৩৩
গাঙ্গেশদেব	৫	জএমতীদেবী	৩১
“গিরিনারায়ণ”	১৭	জগজ্জ্যোতির্মল্ল	৪২, ৫০, ৫২
‘গী-গোপাল’	৪৬	জগৎনারায়ণ	৪৫, ৪৬
‘গীতগোবিন্দ’	৪৪	জগৎসিংহ	৪০
‘গীতচিস্তামণি’	৮২	জগদ্ধর	৪৪
‘গীতদিগম্বর-নাটক’	৫০	জগদ্বকু ভদ্র	৩
‘গীতপঞ্চাশিকা’	৪২	জগনারায়ণ	৪৩, ৪৭
গুণাদেবী	৩১	“জগ-মাতা”	৪০
গেয়ানদাস	৬০	জয়কৃষ্ণ	৫৩
‘গোপীচন্দ্র-নাটক’	৫০	জয়ত	৪০
গোবিন্দ	২৭, ৩৪	জয়ত	৫৪
গোবিন্দদত্ত	১০	জয়তবর্মা	৪০
গোবিন্দদাস	২৭, ৩৪, ৭৫	জয়দেব	৩২

জয়ধর্মমল্ল	৪০	দেবলদেবী	৩৩
জয়যতী	৪২	দেব-শর্মা	১৬
জয়যক্ষমল্ল	৪০	দেবসিংহ	১৫, ৩০
জয়যুগসিংহ	১৪, ৩৮	দেবাদিত্য	৭
জয়রাম	৪১	ধনপতি, দ্বিজ	৫২
জয়রাম	৫	ধরনীধর	৩৫, ৮১
জয়শীহমল্ল-বর্মা	৪০	ধর্মগুপ্ত	৩৭
জয়স্থিতিমল্ল	৪০	ধর্মেশ্বর	৪৪
জয়াদেবী	২৬, ৩৪	ধীরমতিদেবী	২১, ২৩
জয়বিমল	৪০	ধীরসিংহ	২৩, ৩১
জয়ার্জুনমল্ল	১৮	‘ধূর্তবিড়খন’	৪৪
জাহাঙ্গীর	৪১	‘ধূর্তসমাগম’	৩২, ৪৪
জিতামিত্রমল্ল	৫১	ধ্যানেশ্বর	৪৪
জীবনাথ	২৬, ৩৫, ৪৬, ৮০		
জ্ঞানোদেবী	৩১	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩
জ্যোতিরীশ্বর	৩৮, ৪৪	নরনারায়ণ	৪৫, ৪৬
এমিঞকর	৩৫	‘নরপতিজয়চর্চাটীকা’	৪২
টীকারাম	৫৪	নরপতি	৫৪
‘তন্ত্রপ্রদীপ’	২৩, ২৭	নরসিংহ	২১, ২২, ২৩, ৩৩
ত্রিবিক্রম	৪৫, ৪৭	“নব-কবিশেখর”	৩২
ত্রৈলোক্যমল্ল	৪৮, ৪২	নসরৎ-শাহ	৫৫
‘দণ্ডবিবেক’	২৪	নসিরাসাহ	৩৪
‘দর্পনারায়ণ’	২১, ৩৩	‘নাগরসর্বস্বটীকা’	৪৪, ৪২
“দস অবধান”	২২, ৭৩	নাথল্লদেবী	৪১
“দসা সএ-অবধান”	৩১	নাথসিংহ	৩৮
‘দানবাক্যাবলী’	২১	নারায়ণসিংহ, দৈবজ্ঞ	১৩, ৪২
দামোদর, রাএ	৩১	‘পঞ্চসায়ক’	৪৪
‘দুর্গাপূজাতরঙ্গিনী’	২৩	‘পদকল্পতরু’	৫৫
‘দুর্গা ভক্তিতরঙ্গিনী’	২৩	পদমাদেবী	২২
দেব. নপ	৩৫	‘পদার্থচন্দ্র’	২৫
		পদ্মপ্রী-জ্ঞান	৪৪

পদ্মসিংহ	১৮, ২০	বাহুদেব	৩৩, ৫৫
‘পাণ্ডবচরিত’	৪৬	বিজয়মল্ল	৪১
‘পাণ্ডববিজয়-নাটক’	৪১	বিদ্যাপতি	৫
‘পাবিজাতমঙ্গল’	৩২	বিদ্যাপতি, ঠক্কুর	১৬
‘পারিজাতহরণ-নাটক’	৩২	বিদ্যাপতি	২২, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬৬
‘শিত্তুভক্তিতরঙ্গিনী’	২৭	বিদ্যাপতি	৫
পিশেল, রিচার্ড	৪০	বিদ্যাপতি	৬
পুবাদিত্য	১৭	‘বিদ্যাপতির পদাবলী’	৩
‘পুরুষপরীক্ষা’	৭, ১৬	‘বিদ্যাবিলাপ-নাটক’	৫১
পুরুষোত্তম	২৬, ৩৪	বিনোদবিহারী কাব্যার্থ	১৫, ২৩
পুরুষোত্তম, নূপ	২৬, ৩৪	‘বিবাদচন্দ্র’	২৫
পূরণমল্ল, কবিরাজ	৫২	‘বিভাগসার’	২১
পূর্ণসিংহ	৫২	বিশ্বলক্ষ্মীদেবী	৫১
প্রতাপমল্ল	৪২	বিশ্বাসদেবী	১৮, ১৯, ২০
প্রভাকর	১৬	বিষ্ণুদেব	৩৩
প্রভাবতীদেবী	৪৩, ৪৭	‘বিষ্ণুপূজাকল্পলতা’	২৩
প্রাণবতীদেবী	৩৫, ৫৪	বীম্, জন	৩
শ্রীতিনাথ, নূপ	৩৬	বীরনারায়ণ	৪৫, ৪৬
		বীরনারায়ণ	৪৮
ফরীদ-দ-দৌন	৬০	বীরনুসিংহ	৪৪
ফীরুজ-শাহ	২, ১১	বীরেশ্বর	৭
		‘বৃষ্টিচিন্তামণি’	৫০
‘বঙ্গদর্শন’	৩	বেণুল, সিসিল	৩৭
‘বর্ণনবজ্রাকর’	৩২	বৈজ্ঞানদেবা	৩১
বর্দ্ধমান	২৪, ২৬	বৈদনাথ	৩১
বহারদিন, মলিক	২২	‘বৈদ্যরহস্ত’	৬
বংশমণি	৪৯, ৫০, ৮৩		
‘বংশাবলী’	৪০		
বাচস্পতি	২৪, ২৬, ২৭, ৩৪	ভবানীনাথ	৩৫, ৭৪
‘বালবাগীশ্বর’	৩৭	ভবেশ	২
‘বালসরস্বতী’	৩৭	ভবেশ্বর	২



ভানু	৩৩	মহেশ-ঠাকুর	৫৩
ভানুদত্ত	৪৪	মহেশ্বর	৩১
ভানুনাথ	৩৩	মহেশ্বরসিংহ	৩৩
ভারতচন্দ্র-রায়	৪১	মাঘ	৮৫
ভীষ্ম	৪৩, ৪৬, ৭৭	মাধব	২৩
ভূপতীন্দ্রমল্ল	৫১	'মাধবানলকথা'	৪১
'ভূপরিক্রমা'	১৫	'মাধবানলকামকন্দনা-নাটক'	৫১
'ভৈরবপ্রাহৃত্যব-নাটক'	৫১	'মিথিলাগীতসংগ্রহ'	৩৩
ভৈরবসিংহ	২৩, ২৪	মিসকু-মিশ্র	২৫
'ভৈরবানন্দ-নাটক'	৪০	মীরা	৫২, ৬০
ভৈরবেন্দ্র	২৬, ৩৪	'মুদিতকুবলয়াশ্ব-নাটক'	৪২
ভোগীসর-রাও	২২	মুরারি-মিশ্র	৪৫
ভোগেশ	৮, ৯	মেধাদেবী	২৬, ৪৬
ভোগেশ্বর-রাউ	৮, ৯	'মৈথিল ক্রেষ্টোম্যাথি'	৩
		'মৈথিল-ভক্তপ্রকাশ'	৫৪
মণিক	৪০	মোদবতীদেবী	৩০, ৩১
'মণিমঞ্জরী-নাটিকা'	৪১		
মণিবর্দ্ধন	৪০	যশোধর	৩২, ৭৬
'মধুমতী'	২২	যশোরাজ-খান	৩২
মধুমতীদেবী	৩০	রঘুনন্দন	৩৩
মধুসূদন	৫৩	রণজিতমল্ল	৫১
মনোমোহন চক্রবর্তী	২২	রতিধর	৩০, ৩১
'মন্ত্রপ্রদীপ'	২৭	'রত্নকলাপ'	৩৩
'মহাভারত-নাটক'	৫১	রত্নপাণি	২২
'মহাদাননির্ঘণ্ট'	২৫	রবি	২২
মহীনাথ	৫৪	রবীন্দ্রনাথ	৬০
'মহীরাবণবধ-নাটক'	৪০	'রসমঞ্জরী'	৪৪
মহেন্দ্রনাথ	৪৪	'রসিকসর্বস্ব'	৪৪
মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩	'রাগতরঙ্গিনী'	৫৩, ৫৪
মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৩	'রাগসঙ্গীতসংগ্রহ'	৫৪
মহেশ.	৩১	রাঘব, নৃপ	৩১

রাঘবরাম	৫৪	লক্ষণসেন	৭
রাঘবসিংহ	২৭, ৩১	লক্ষ্মীকাম	৩৭
রাঘবসিংহ	৩১	লক্ষ্মীদত্ত	৪৬
রাঘবেন্দ্র	২৭	লক্ষ্মীনাথ	২৭, ৩৪, ৩৬, ৪৬
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৩, ১১, ২৩	লক্ষ্মীনারায়ণ	৪৫
রাজগুপ্ত	৩২	লখনচন্দ্র	৩৩
রাজেন্দ্রদেবী	৪০	লখিমাদেবী	২৬, ৩০
রাজবর্দ্ধন	৪০	লখিমাদেবী	১৭, ২৫, ২৬
রাজসিংহ	৩৮	লখিমীনাথ	৩৬
রাজেন্দ্রনাথ মিত্র	৩	লক্ষীরাম	৫৪
রামগতি ন্যায়রত্ন	৩	লছমিনরাএন, নূপ	৪৫
রামগুপ্ত	৩৮	‘লটকমেলক’	৪৪
রামচন্দ্র	৩৩	‘ললিতকুবলয়াশ্বমদালসা-নাটক’	৫০
রামচন্দ্র শর্মা	৪২	লালমতীদেবী	৫১
‘রামচরিত-নাটক’	৫২	‘লিখনাবলী’	১৭
রামদত্ত	৮	লুই	৬০
রামদাস	৩৮	লোচন	৫৪, ৮৩
রামভদ্র	২৩, ২৬, ২৭, ৩৪		
রামভদ্র	৪৮	শঙ্কর	৩১
রামভদ্র	৪২, ৫০	শঙ্কর	৫০
রামসিংহ	২	শঙ্কর	৪৪
‘রামাঙ্ক-নাটিকা’	৩৭	‘শিবপার্বতীমহিমানুভূতা’	৫০
‘রামায়ণ-নাটক’	৩৮	শিবসিংহ	১০, ১৫, ১৭, ৩০, ৫৪
কচিপতি	২৪	শিবসিংহ	৪২
কত্থধর	৩৩	শিবসিংহ-রাএ	৩০
রূপধর	২২	শুভপতি	২৭
রুণারায়ণ	৪৫	‘শৈবসর্কস্বসার’	১২
“রূপনারায়ণ”	৩০, ৩৫	‘শৈবসর্কস্বসার’	১২
“রূপনারায়ণ”	২৬, ৩৪	শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত	৪
রূপিনীদেবী	৩১	শ্যামসুন্দর	৪৭, ৮২
রেণুকাদেবী	৩১	শ্রীকর	২

শ্রীচৈতন্য	৫৮	সোরমদেবী	২৭, ৩০, ৩৪
শ্রীধর, ঠাকুর	১৬	স্মৃতিসার	২৭
শ্রীনিবাসমল্ল	৪২, ৫০, ৫১	স্বয়ম্ভু হুট্টারক-শ্বেতা	৫০
‘শ্লোকসারসংগ্রহ’	৪২	‘হরগৌরীবিবাহ-নাটক’	৪২
		হরদত্ত	১০
‘সঙ্গীতচন্দ্র’	৪২	হরপতি	২৭
‘সঙ্গীতভারোদয়চূড়ামণি’	৫০	হরপ্রসাদ রায়	১৬
‘সঙ্গীতসারার্ণব’	৫২	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৪
সত্যবতী	৩৩	‘হরমেখলাটাকা’	৫০
‘সদুক্তিকর্ণামৃত’	৫	হরসিংহ	৬, ৩২
সদানন্দ	৫৩	‘হরিকেলি’	৫০
সরসরায়	৫৩	হরিদাস	৫৩
সর্বাদিত্য	১৭	হবিনাথ	২৭
সারদাচরণ মিত্র	৩	“হবিনারায়ণ”	২৩, ৩৪
সিদ্ধিনরসিংহমল্ল	৪১, ৪২, ৫০	হবিমোহন মুণোপাধ্যায়	৩
সিবসিংহ-রাউ	৩০	‘হরিশ্চন্দ্র-নৃত্য’	৪১, ৫০
সিংহ, নৃপ	৫৩	হরিসিংহ	৩০
সিংহ-ভূপতি	৫৩	হরিহর-মল্লিক	৫৪
“সিংহদলন”	৪৬	হংসরাজ	১০
“সিংহদলন-রায়”	৪৬	হাফেজ	২২
সুখমাদেবী	৩০	হাসিনীদেবী	১৫, ৩০
সুন্দর-ঠাকুর	৫৩	“হিন্দুপতি”	৭, ৩০
সুমতি	৫৪	হসেন শাহ	৩২, ৫৫
সোনমতীদেবী	৩১	হসেন-শাহ শর্কী	৩২
সোমেশ্বর	২২	“হৃদয়নারায়ণ”	২৩



## গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ( তিন খণ্ড )

বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা

ভাষার ইতিবৃত্ত

প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী

History of Brajabuli Literature

রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল ( প্রথম খণ্ড )

( ত্রিযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডলের সহযোগিতায় )  
ইত্যাদি ।